NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG EDUCATION

PAPER - VIII:E-2 (Beng.)
MODULES - 1 & 2

POST GRADUATE
EDUCATION

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : মে, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : শিক্ষা

স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 8 (E-2) : 1 & 2

রচনা

অধ্যাপক প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়

সম্পাদনা

অধ্যাপক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 8 (E-2)
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক 1 : শিক্ষক শিক্ষার ধারণা 7-11

একক 2 : শিক্ষক শিক্ষণের কতকগুলি দর্শনভিত্তিক বিষয় 12-27

একক 3 : শিক্ষক শিক্ষণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 28-43

একক 4 : শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ 44-54

একক 5 : শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থাপক সংস্থাসমূহ 55-70

পর্যায় 2

একক 6 : শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি 71-80

একক 7 : শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম গঠন 81-93

একক 8 : শিক্ষকগণের পেশাগত প্রস্তুতি 94-102

একক 9 : শিক্ষক শিক্ষণের কতকগুলি সমকালীন বিষয় (১) পাঠপরিকল্পনা 103-129
(২) অণুশিক্ষণ (৩) সিমুলেটেড টিচিং (৪) অ্যাকশন রিসার্চ

একক 10 : ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় 130-136

একক ১ ❑ শিক্ষক শিক্ষার ধারণা (CONCEPT OF TEACHER EDUCATION)

গঠন

১.১ সূচনা
১.২ শিক্ষক শিক্ষণ বা শিক্ষক শিক্ষা কাকে বলে?
১.৩ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
১.৪ শিক্ষাদান কাজে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
১.৫ কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
১.৬ শিক্ষকগণের শিক্ষার আবশ্যিকতা
১.৭ আধুনিক ধারণা : শিক্ষক শিক্ষা—শিক্ষক প্রশিক্ষণ নয়
১.৮ অনুশীলনী

১.১ ❑ সূচনা (Introduction) :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "শিক্ষার প্রত্যাশিত পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা জরুরি। এজন্য তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ে ও সমাজে যোগ্য ভূমিকা নেওয়া আবশ্যিক।" "We are, however, convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher, his personal qualities, his educational qualifications, his professional training and place that he occupies in the school as well as in the community."—The Secondary Education Commission (1952-53).

এজন্য শিক্ষকদের প্রথাগত পেশাগত শিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা নিত্য নতুন শিক্ষাদান প্রথার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত রাখতে পারে, শিশুদের সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে, সেজন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে এবং কার্যকরী শিক্ষক হিসাবে নিজেদের সদা প্রস্তুত রাখতে পারে।

১.২ ❑ শিক্ষক শিক্ষণ বা শিক্ষক শিক্ষা কাকে বলে? (What is Teacher Education?) :

সি. ভি. গুড (C.V. Good) তাঁর শিক্ষা অভিধানে বলেছেন, শিক্ষক শিক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রথাগত ও অপ্রথাগত কাজ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় যা একজনকে শিক্ষাগত পেশায় নিযুক্ত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব নিতে এবং তা অত্যন্ত কার্যকরীভাবে পালন করতে গুণান্বিত করে।

"All formal and informal activities and experiences that help to qualify a person to assume the responsibilities as a member of the educational profession or to discharge his responsibilities more effectively." C. V. Good (Dictionary of Education).

বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষণের ধারণা পুরাতন ধারণাকে পরিবর্তন করে ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যৎ আধুনিক ধারণার দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে *শিক্ষক শিক্ষণ* বা *শিক্ষক শিক্ষা* শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আধুনিক অর্থে আমরা শিক্ষক শিক্ষণ কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। শিক্ষক শিক্ষণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রথামত উদ্দেশ্যমুখি, সংগঠিত শিক্ষক কর্মসূচি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেশা হিসাবে যারা শিক্ষকতা কাজে যুক্ত বা হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিকে দক্ষ করে তুলতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াতে সাহায্য করতে পারে।

১.৩ ❑ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Training and Education) :

প্রশিক্ষণ : ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রেনিং সেই শব্দটির পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ কিন্তু আমরা জানি 'এডুকেশন' শব্দটি ব্যাপক পরিধিবিশিষ্ট। ট্রেনিং হল কোনও একটি কাজ যথোপযুক্তভাবে সম্পাদনের জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গির, জ্ঞানের, দক্ষতার, আচরণের রীতিসম্মত উন্নয়ন। কাজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানের কোন্ দিকটি এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রয়োজন। নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ জ্ঞান এবং নির্দিষ্ট দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ গুরুত্ব দেয়। এই প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করে কাজের যথার্থ সম্পাদনা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হবে অত্যন্ত নির্দিষ্ট।

শিক্ষা : জীবনের লক্ষ্যকে সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য এক পরীক্ষাগার। শিক্ষা বলতে বোঝায় সেইসব কার্যাবলি যার লক্ষ্য জীবনধারণের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় জ্ঞান নয়, তার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ ও সাধারণ বোধের উন্নয়ন ঘটানো। শিক্ষার লক্ষ্য, একজনকে কেবল ব্যক্তিমানুষ নয়, সামাজিক দক্ষ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা যাতে সে সমাজের সঙ্গে সুসমঞ্জস্যভাবে সংগতিবিধান করতে পারে। এককথায় বলা যায় শিক্ষা গুরুত্ব দেয় জীবনে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান, মূল্যবোধ, আচরণের উন্নয়নের ওপর। প্রশিক্ষণের মতো একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য : এই পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে প্রেসার (১৯৬২) তাঁর বই-এ (Psychological Instructional Technology in Training, Research and Education– Published by University of Pitsburg) বলেছেন যে এই দুটি বিষয়ে পার্থক্য নির্ভর করে দুটি দিকের ওপর।

একটি (i) উদ্দেশ্যের মাত্রার ওপর।

অপরটি, (ii) ব্যক্তিগত বৈষম্য কমা বা বৃদ্ধি পাওয়ার ওপর।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অধিকতর নির্দিষ্ট এবং এটি ব্যক্তিগত বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং অধিক সাধারণ এবং এটি ব্যক্তিগত বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

ব্যক্তিরা যখন সাধারণভাবে শিক্ষা পায় তখন ব্যক্তি ব্যক্তিতে ব্যক্তিগত বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের পার্থক্য কমে (যেহেতু প্রশিক্ষণ বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কিত)।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে :

(ক) বিষয়গত গুরুত্ব দানের ওপর— শিক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্ব দেয়। প্রশিক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে ব্যক্তির যে জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব, আচরণ প্রয়োজন তা অর্জনে গুরুত্ব দেয়।

(খ) উদ্দেশ্য নিরূপণে— শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সেইসব বিষয় সরবরাহ করা যা তাকে যে সমাজে সে বাস করে তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণা দেয়, প্রকৃতির নিয়মকে জানায়, নিজেদের এবং অন্যদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত করে, ভাষাগত ও অন্যান্য জ্ঞান ও দক্ষতা যা ব্যক্তির বিকাশ ও সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করে সে সম্বন্ধে জানায়।
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। এটি কেবলমাত্র যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের জন্য ব্যক্তি প্রশিক্ষণ নিতে চাইছে তাতে দক্ষ করতে সাহায্য করে। উদ্দেশ্য শিক্ষার মতো ব্যাপক নয়। সুপারভিশন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কতকগুলি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া উদ্দেশ্য অত্যন্ত নির্দিষ্ট।

(গ) নির্দেশদান সম্পর্কিত— শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে বেশি করে পার্থক্য দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা দান (instructional activity)-এর ক্ষেত্রে। পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যে পার্থক্য এখানে পার্থক্য আরও ব্যাপক।

১.৪ ❑ শিক্ষাদান কাজে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need for training in Teaching) :

কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষাদান করতে গেলে শিক্ষকের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। তাঁরা মনে করেন যে, যে বিষয় শিক্ষক ছাত্রদের শেখাবেন সেই বিষয়ে নিজের প্রথাগত ক্ষেত্রে বিষয়ীভূত জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই তিনি ঠিকমত শেখাতে পারবেন। কারণ, তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকগণের শিক্ষাদানে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে মনে করেন না।

তত্ত্বগতভাবে এ ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন কারণে প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রদের বেশি সাহায্য করতে পারেন। নিজের পেশা ও কাজে সঠিকভাবে দায়বদ্ধ থাকতে, ছাত্ররা তাদের কাছে যে কৌশল জানতে চায় তা সঠিকভাবে রূপায়ণ করার স্বার্থে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

কোনো বিষয়ে বিষয়গত জ্ঞান থাকা এবং তা সঠিকভাবে ছাত্রদের কাছে সঞ্চালিত করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। একজন শিক্ষকের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইংরেজি ইত্যাদি কোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে তিনি বিষয়-অভিজ্ঞ শিক্ষক হতে পারেন, কিন্তু কার্যকরী শিক্ষক (effective teacher) নাও হতে পারেন।

(i) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Questioning)
(ii) উদাহরণ দেওয়া (Illustrating)
(iii) উপস্থাপন করা (Demonstrating)
(iv) ব্যাখ্যা করা (Explaining)
(v) পর্যায়ক্রমে ও যুক্তিযুক্তভাবে তথ্যাদি পরিবেশন করা। (Arranging and logically sequencing the subject malter)
(vi) দিনের পাঠ নির্দিষ্ট জায়গায় শেষ করা ইত্যাদি। (Closing etc)
এই দক্ষতাগুলি শিক্ষকগণ অবহিত হন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

এ ছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সময় শিক্ষার্থী শিক্ষক (trainee teacher) এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন যাতে তিনি নিজের প্রতি, নিজের পেশার প্রতি, ছাত্রদের প্রতি কীভাবে দায়বদ্ধ থাকা যায় তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং প্রতিটি শিক্ষকের বা যারা শিক্ষকতাকে পরবর্তীকালে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদের সবার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি এক বিষয়।

১.৫ ❑ কলেজ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need for training of College teachers) :

পূর্বে এই প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত। মনে করা হত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরিবর্তন ও বিবর্তনের প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাদানে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষকতা কার্য করাকালীন—প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। তবে শিক্ষাক্ষেত্র ও শিক্ষাস্তর অনুযায়ী প্রশিক্ষণের বিষয় এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। সেজন্য এন. সি. টি.ই.র নির্দেশক্রমে টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রে বি. এড. কলেজগুলিতে পাঠদানের জন্য এম. এড. প্রশিক্ষণ নেওয়া এখন বাধ্যতামূলক। সাধারণ কলেজীয় পাঠ্য বিষয়ে (academic subjects) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি.-র নির্দেশক্রমে রিফ্রেশার কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স নেওয়া জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছে।

১.৬ ❑ শিক্ষকগণের শিক্ষার আবশ্যিকতা (Need for Education of Teachers) :

বর্তমান শিক্ষক শিক্ষায় সংকীর্ণ বৃত্তিশিক্ষার স্থান নেই। তিনি শিক্ষাদানের কৃৎকৌশলই শুধু জানবেন না, তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং বাঞ্ছিত মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা নেবেন। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন ভবিষ্যতের জন্য এক সংস্কৃতিসম্পন্ন, উন্নত, মানবসমাজ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করা।

সেজন্য শিক্ষকের নিজেকেও একজন দায়িত্বশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সার্বিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে সবটুকু শেখানো যায় না। নিজের গুণাবলির মাধ্যমে ও কাজের মাধ্যমে ছাত্ররা প্রভাবিত হলেই ছাত্ররা আরো ভালো করে শিখবে।

গতানুগতিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মানুষ তৈরির শিক্ষা দেওয়া হত না। এজন্য অনেক সময়ই দেখা যেত প্রশিক্ষিত শিক্ষক একজন যথেষ্ট মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠছেন না। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষণ তথা শিক্ষক শিক্ষায় এমন কর্মসূচি গ্রহণ হয় যাতে তিনি জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই করে দক্ষতা ও কৌশল এমন শেখাবেন যাতে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাক্ষোভিক উন্নয়নও ঘটে। শিক্ষকগণের শিক্ষার কর্মসূচিতে তাই এমন শিক্ষার থাকা প্রয়োজন যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে কেন তার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি, সহৃদয়তা, গ্রহণশীলতা থাকা আবশ্যিক যাতে তিনি এর সঙ্গে বুদ্ধির মেল বন্ধন ঘটিয়ে নিজেকে উন্নত করতে এবং শিশুদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে পারেন।

বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচি তাই মানবিক গুণসম্পন্ন হবে (humanistic approach)। এজন্য শিক্ষককে যা জানতে হবে তা হল দর্শন এবং এর সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক

কী। ছাত্রদের মনকে জানতে শিখতে হবে মনোবিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক। শিক্ষার্থীদের গতিশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিক্ষকের শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তির জ্ঞানও কাজে লাগবে।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি আধুনিক শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচির মূল বিষয়। বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকগণের দ্বারা গৃহীত পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে এবং এর সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতি এবং উপরিউক্ত অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের সাযুজ্য ঘটিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষাদানে কী কী অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা জানতে পারে। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এক মাস বা ছয় সপ্তাহের জন্য কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়। নব্য প্রবেশকারীদের এই শিক্ষাদানে এই ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে সংখ্যাগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত মানেরও উন্নতি ঘটে।

শিক্ষকগণ এমন এক শিক্ষা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের অনুকূল হবে। এই পরিস্থিতি তাদের মধ্যে যথার্থ মূল্যবোধের সৃষ্টি করবে। বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে এর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

শিক্ষার্থী ও সমাজের গতিশীলতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা চলবে। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচিও হবে পরিবর্তনশীল এবং সব সময় আধুনিক।

১.৭ ❑ আধুনিক ধারণা : শিক্ষক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ নয় (Modern concept : Teacher Education not Teacher Training) :

আধুনিক কালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণা বিবর্তনের পথ ধরে শিক্ষক শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে। একদা বিশিষ্ট আমেরিকান শিক্ষাবিদ W. H. Kilpatrick মন্তব্য করেছিলেন, একজন ব্যক্তি সার্কাসের কলাকুশলী ও পশুপাখিদের প্রশিক্ষণ দান করে কিন্তু একজন ব্যক্তি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দান করে না, করে শিক্ষাদান। (One trains circus performers and animals but one educates teachers.)।

ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য করে তুলতে ভবিষ্যত শিক্ষকদের প্রস্তুতি শিক্ষার ধারণা সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানের 'শিক্ষা'র ধারণা পূর্বের 'প্রশিক্ষণ'-এর ধারণা থেকে বহুলাংশে পৃথক এবং আগেকার সংকীর্ণ ধারণাকে ছাড়িয়ে গিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষার ধারণার শিকড় প্রোথিত আছে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনদর্শনের গভীরে। এটি কেবলমাত্র কতকগুলি কলাকৌশল রপ্ত করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—শিক্ষার্থী ও সমাজের গতিশীল চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়।

সেজন্য সারা পৃথিবীব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের (Teacher training) রূপ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে তা শিক্ষক শিক্ষণ তথা শিক্ষক শিক্ষার (Teacher Education) ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

১.৮ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education)-এর সংজ্ঞা দিন।
২। 'প্রশিক্ষণ' ও 'শিক্ষা'র মধ্যে পার্থক্য কী আলোচনা করুন।
৩। শিক্ষাদান কাজে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী? কলেজ শিক্ষকদের জন্য কী ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে?
৪। শিক্ষকগণের শিক্ষার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে আধুনিক ধারণা শিক্ষক শিক্ষা কেন ব্যবহৃত হয়?

একক ২ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের কতকগুলি দর্শনভিত্তিক বিষয় (SOME PHILOSOPHICAL ISSUES ON TEACHER EDUCATION)

গঠন

২.১ শিক্ষকের ভাবমূর্তি

২.২ শিক্ষকের ভূমিকা/কার্যাবলি

২.২.১ শিক্ষকের ভূমিকার বিবর্তন

২.২.২ গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা

২.২.৩ শিল্পকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা

২.২.৪ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা

২.২.৫ শিক্ষকের ভূমিকা—শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে

২.৩ শিক্ষা ও সমাজ পরিবর্তন

২.৩.১ সমাজ পরিবর্তনের অর্থ

২.৩.২ সমাজ পরিবর্তনের কারণ

২.৩.৩ সমাজ পরিবর্তনের প্রকারভেদ

২.৩.৪ সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ

২.৩.৫ সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা

২.৩.৬ ভারতের বিকাশশীল সমাজে শিক্ষার ভূমিকা

২.৪ মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ

২.৪.১ প্রধান সমস্যা—বিচ্ছিন্নতা—মূল্যবোধের অভাব

২.৪.২ মূল্যবোধ ও মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা কী?

ক. মূল্যবোধ—সংজ্ঞা

খ. বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ

গ. মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা

২.৪.৩ মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

২.৪.৪ শিক্ষক শিক্ষণকে কী রূপে মূল্যবোধ অভিমুখী করে গড়ে তোলা যায়?

২.৫ অনুশীলনী

২.১ ❑ শিক্ষকের ভাবমূর্তি (Image of Teachers) :

শিশুর শিক্ষাচেতনা স্বভাবতই অঙ্কুরিত হয় গৃহপরিবেশে। এই শিক্ষাচেতনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব, সাহচর্যে, নির্দেশনায় ও পরামর্শদানের মাধ্যমে। সেজন্য শিক্ষকের কাছে

সমাজের অনেক দাবি আছে। সমাজের কাছে শিক্ষকের এক বিশেষ ভাবমূর্তি আছে। এই ভাবমূর্তির যথার্থতা প্রতিফলিত হয় তাঁর কাজের মাধ্যমে, দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে—বিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব, বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়িত্ব, সমগ্র জাতির প্রতি দায়িত্ব।

ভারতের শিক্ষক সমাজ শুধুমাত্র কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক, বাহক ও সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত থাকবেন না। গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন প্রজন্মকে নতুন নতুন জ্ঞান পরিবেশনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, ভারতবর্ষের আদর্শ নাগরিক তৈরির কাজে ব্রতী থাকবেন। এই সকল নাগরিকরা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। দেশে-বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সমাজের দৃষ্টিতে শিক্ষক হচ্ছেন পিতামাতার পরিবর্ত, গতিশীল চিন্তাশীল সমাজের প্রতিভূ, নিজের পেশায় দায়বদ্ধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সুষম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শিক্ষার্থীদের প্রতি নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিশীল মনোভাবসম্পন্ন ও মানবিক, বিদ্যালয় পরিবেশের সঠিক নিয়ন্ত্রক, শিক্ষার্থীর অধীতব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর নির্দেশক এবং পরামর্শদাতা। শিক্ষকের এই ভাবমূর্তি সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর আদর্শ এবং অনুকরণীয় এক ব্যক্তিত্ব।

২.২ ❑ শিক্ষকের ভূমিকা/কার্যাবলি (Role of Teachers) :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২)-এর মত অনুযায়ী শিক্ষার বাঞ্ছিত পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেন শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত গুণাবলি, পেশাগত ট্রেনিং-এর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাঁর স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ("We are however, convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher, his personal qualities, his educational qualifications, his professional training and place that he occupies in the school as well as in the community."—The Secondary Education Commission 1952)।

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-তে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হল— সমাজে শিক্ষকের অবস্থা সেই সমাজের সাংস্কৃতিক ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটায়। কোনো ব্যক্তি শিক্ষকের মর্যাদা অতিক্রম করতে পারে না ("The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of society. It is said that no people can rise above the level of its teachers.")। অর্থাৎ সমাজে শিক্ষকের স্থান সকলের উচ্চে। এই উচ্চে স্থান দখল করা যায় তখনই যখন শিক্ষক তাঁর নিজের কার্যাবলি ও যথার্থ ভূমিকা পালন করে তার যোগ্য হতে পারেন। এই ভূমিকা পালন করার জন্য শিক্ষকের পরিবেশ অনুকূল হওয়া দরকার। জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৮৬) সে প্রস্তাবও করা হল— "The Government and the community should endeavour to create conditions which will help motivate and inspire teachers on constructive and creative lines. Teachers should have the freedom to innovate to devise appropiate methods of communication and activities relevant to the needs and capabilities and concerns of the community." (সরকার ও সমাজের কর্তব্য হল এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যা গঠনমূলক এবং সৃজনশীল কাজ করতে শিক্ষকসমাজকে প্রেরণা জোগাবে এবং অনুপ্রাণিত করবে। এই পরিবেশে শিক্ষকদের নব নব উদ্ভাবনীতে

এবং সমাজের চাহিদা সামর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কারের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে।)

২.২.১ শিক্ষকের ভূমিকার বিবর্তন (Role of Teacher—Evolution) :

সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের ভূমিকারও পরিবর্তন হল। গতানুগতিক কৃষি-ভিত্তিক তথা প্রাক্-শিল্পবিপ্লব পরিস্থিতির সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা তথা কাজ যা ছিল শিল্পকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় তা থাকল না বা থাকা সম্ভব হল না।

২.২.২ গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the Teacher in Traditional Society) :

শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পূর্বে অবস্থিত সমাজব্যবস্থাকেই আমরা সাধারণত গতানুগতিক সমাজব্যবস্থা রূপে আখ্যা দিয়ে থাকি। আদিম জাতি, উপজাতি, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতির প্রাধান্য থাকায় একে বলা হয় গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী। এখানে দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সম্পর্ক সবই গড়ে উঠেছিল প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের ওপর ভিত্তি করে। সমাজ বিভক্ত ছিল গোষ্ঠী (class), জাতি (caste) এবং সম্প্রদায়ে। তাদের জ্ঞান ছিল পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে পাওয়া জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, আদর্শের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা ছিল। বয়স্ক লোকেরা, মাতাপিতারাই মূলত শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। পরিবারই ছিল বিদ্যালয়। বয়স্ক লোকেরা ছিলেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ধারক, বাহক তথা সঞ্চালক।

জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে তাল মেলানো অভিভাবকগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই বিষয়-অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হল। প্রয়োজন হল বিদ্যালয়ের। প্রয়োজন হল শিক্ষক নিয়োগের। যাই হোক সে হল পরের কথা। কৃষি ও গ্রামীণ সমাজে পণ্ডিত ও মৌলবিরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। বিদ্যালয় ছিল বাড়ির দালানে, মন্দির, মসজিদ সংলগ্ন কয়েকটি পরিবার ভিত্তিক তথা গোষ্ঠীভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র তথা পাঠশালা অথবা মক্তব। হাতে কলমে সামাজিক প্রচলিত কাজের সঙ্গে ওয়াকিবহাল করা এবং লিখন, পঠন, গণিত (3R)-এ পারদর্শিতার শিক্ষাই দিতেন শিক্ষকেরা। সামাজিক প্রচলিত কাজ বলতে চাষির ছেলেকে চাষের সম্বন্ধে, কর্মকারের ছেলেকে লোহার কাজ, কুম্ভকারের ছেলেকে মাটির কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা বোঝাত। সমস্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক অথবা হাতে কলমে শিক্ষাদান।

২.২.৩ শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the Teacher in an Industrial Society) :

গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ এক জায়গায় থেমে থাকল না। ধীরে ধীরে সমাজ শিল্পকেন্দ্রিকতার দিকে এগোতে থাকল। শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ হল পূর্বের সমাজ অপেক্ষা অধিকতর জটিল। এইরূপ সমাজে কাজের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যেহেতু শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে নগরকে কেন্দ্র করে সেহেতু নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে প্রচলিত সমাজ অপেক্ষা মানুষের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

উপরিউক্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের ভূমিকাও হবে ভিন্নতর ও উন্নত। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ করা, আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করা, মূল্যবোধ গড়ে তোলা, দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করার কাজ তাঁকে করতে হবে। সঙ্গে 3R শেখানো এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও তাঁর থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার অভীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হবে। কারণ প্রতিযোগিতামূলক সমাজে শিক্ষাকালে ও চাকরিজীবনে এই মূল্যায়নের একটি গুরুত্ব আছে।

২.২.৪ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in democratic society) :

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। সেজন্য গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা আমাদের আলোচনা করতে হবে। শিক্ষককে জানতে হবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জ্ঞানের ধরণ ও মূল্যবোধের প্রকৃতি কেমন হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে সমসুযোগ, সমানাধিকার, সহযোগিতার মনোভাবে উদ্দীপিত করতে হবে। গণতান্ত্রিকতার জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থী যাতে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তাকে আরও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সমসুযোগদানকে নিশ্চিত করতে হবে। এই পদক্ষেপ আনবে সামাজিক সংহতি। সঙ্গে তাঁকে মেধা এবং উচ্চমানের যোগ্যতার উন্নয়নের প্রতিও নজর রাখতে হবে, কারণ দেশের প্রগতি নির্ভর করে মানের উৎকর্ষতার ওপর। শিক্ষার্থীর মধ্যে সহনশীলতার মনোভাবকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। তাদের একত্রে বাঁচা, একত্রে কাজ করা ও সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। সঙ্গে জটিল পার্থিব পরিস্থিতি ও অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। গিলবার্ট হায়েট (Gilbert Highet) বলেছেন "শিক্ষক জীবনে মূল্যবোধের নিজস্ব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অদৃশ্য কর্তৃত্বপরায়ণতার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে গণতান্ত্রিক জীবনের উপযোগী মূল্যবোধের জ্ঞান সঞ্চারিত করবেন এবং একত্রে সহনশীল হয়ে বাঁচতে শেখায় উদ্বুদ্ধ করবেন। তখনই শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহের প্রক্রিয়া না থেকে একদল সহযোগী বন্ধুর মিলিত মেধার ব্যাবহারিক প্রক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত হবে।" (By his full knowledge of the values of life and by his imperciptible authority, the teacher is to implant in the minds of the pupils the democratic life, of conjoint tolerant living, and then only teaching stops being the mere transmission of information and becomes the joint enterprise of a group of friendly human beings, who like using their brains"– Gilbert Highet, The Art of Teaching.)

ভারতের মত দেশে শিক্ষকের ভূমিকা বহুমুখী। তিনি শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ করবেন। আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের উপযুক্ত ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলবেন। ভবিষ্যৎ সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাবেন। নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন উন্নত বোধমূলক দক্ষতার, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার, নতুন নতুন উদ্ভাবনীর উদ্যোগ গ্রহণ করা ও মূল্যায়নের দক্ষতা।

গতানুগতিক প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ ছিল প্রচলিত রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞানের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু আধুনিক শিল্পোন্নত ও গণতান্ত্রিক

সমাজ আশা করে যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক আধুনিক সমাজের উপযোগী উৎপাদনক্ষম সৃজনশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবেন।

২.২.৫ শিক্ষকের ভূমিকা—শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে (Role of Teacher in class room, school) :

প্রথমেই আমাদের বোধে আনা প্রয়োজন যে সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সমাজে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের (যেমন আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার) অপেক্ষা শিক্ষককে সর্বাধিক জড়িত থাকতে হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষকতা হচ্ছে এক জীবনপথ বা জীবনদর্শন যাতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং পেশাগত ভাবে শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব ফেলতে হয়। তাঁর প্রভাবে নতুন প্রজন্ম ভবিষ্যতের পথে নিজেকে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শিক্ষক সমাজে বাস করেন। তাঁর ব্যক্তিগত, পেশাগত ও সামাজিক জীবন এবং এইসব জীবনে তাঁর ভূমিকা অসংখ্য উপায়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এল এ কুক এবং ই এফ কুক তাই বলেন, "We knew that teaching is a way of life, as well as a profession, that teachers live in communities, that their work is influenced in countless ways by their mode of living"—A sociological approach to Education. L.A. Cook and E.F. Cook)

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে মূলত নিজস্ব ব্যক্তিগত, পেশাগত ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রক হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন এবং পরিপার্শ্বস্থ সমাজের সঙ্গে সংযোগকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এই ভূমিকা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পালন করা যায়।

(১) শিক্ষক যা শেখাবেন সেই বিষয়জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ রাখবেন, প্রতিনিয়ত গতিশীল আধুনিক জ্ঞানে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ রাখবেন। নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের শিক্ষা প্রজ্বলিত রাখবেন এবং তাদের জানবার ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত রাখবেন। রাধাকৃষ্ণাণ তাঁর রিপোর্টে (University Education Commission Report, 1948-49) মন্তব্য করেছেন, 'a teacher must keep himself abreast with the latest developments of his subject'. প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রবেত্তা মনু মন্তব্য করেছিলেন যে, শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে শিখনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগরূক রাখা। (It is the duty of the teacher to inspire a desire in the pupils to learn)।

(২) শিক্ষক নিজস্ব আদর্শ ব্যক্তিত্বের গুণাবলির সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রভাবিত করবেন এবং আদর্শস্থানীয়, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপে পরিগণিত হবেন।

(৩) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করবেন এবং এমন পরিবেশ রচনা করবেন যাতে তারা নিজেরাই পারস্পরিক ক্ষুদ্রস্বার্থ ও দ্বন্দ্বের মনোভাব ত্যাগ করে পারস্পরিক সহযোগিতায় দলগতভাবে উদ্দেশ্য নিরূপণ, পরিকল্পনা রচনা করা, কর্ম সম্পাদন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ও স্বায়ত্তশাসিত হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। শিক্ষক পাশাপাশি থেকে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন।

(৪) শিক্ষক হবেন নিরপেক্ষ, পিতামাতার যোগ্য পরিবর্ত। তিনি সব সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন। পিতামাতার মতো সস্নেহে ছাত্রছাত্রীদের সুখে, দুঃখে—শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক য-নেবেন।

(৫) সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী যাতে উদ্‌বিগ্ন না হয় সে দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন। প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবেন।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ অহংবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগাবেন।

(৭) শিক্ষক সমাজে আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করার যোগ্য পরিবেশ ও কাজ সৃষ্টি করবেন যাতে তারা ভবিষ্যতের যোগ্য সামাজিকভাবে দক্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপ্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

(৮) শিক্ষক নিজের পেশাকে ভালবাসবেন। পেশাগত নিয়মকানুন মান্য করে সহকর্মী শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি না করে বিদ্যালয়কে উন্নীত করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিজেকে ও সহযোগীদের পরিচালিত করবেন।

(৯) প্রশাসনিক দায়িত্ব পেলে সঠিকভাবে পালন করবেন। পরীক্ষা গ্রহণ করা, বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, প্রধান শিক্ষকের সহায়ক অথবা পরামর্শদাতার ভূমিকায় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন।

(১০) শিক্ষক অভিভাবকগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবেন।

সম্পূর্ণ বিষয়টি M.V.C Jefferys (তাঁর পুস্তক Education—its Nature and Purpose) ছোটো অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—বিদ্যালয় জীবন শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। সেখানে পথপ্রদর্শক, দার্শনিক ও বন্ধুর ভূমিকা নিছক শিক্ষা নির্দেশকারীর ভূমিকা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানসিকতা ও নৈতিকতার বিচারে শিক্ষকতার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত পেশা আর থাকতে পারে না। শিক্ষকগণ এখানে সঠিকভাবে মানুষ গড়ার কাজে যুক্ত হতে পারেন। এখানে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি নীতিবোধ সৃষ্টি করতে পারেন যে নীতিগুলি সংজ্ঞার মাধ্যমে সীমায়িত করা না গেলেও গুণ হিসাবে সেগুলি অর্জনের মূল্য কম নয়। ("School life makes very great demands on teachers, whose services as guides, philosophers and friends is much more important than their work as academic instructors. There can be no more demanding job mentally and morally than teaching.....teachers are responsible not only.....for their pupils' technical competence in specific tasks, but for their pupils as whole persons. They are the chief agents in creating ethos, which is admittedly the least definable though perhaps the most important quality of a school.")।

অবশেষে শিক্ষকের ভূমিকা বা কাজকে পাঁচটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।

(ক) শিক্ষার্থীদের সম্পর্কিত কাজ/ভূমিকা।

(খ) পিতামাতা, অভিভাবকগণের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমিকা।

(গ) পেশা, সহকর্মী, পেশাগত সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমিকা।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা/প্রশাসন সম্পর্কিত ভূমিকা।

(ঙ) সমাজ ও জাতির প্রতি সম্পর্কিত ভূমিকা।

২.৩ ❑ শিক্ষা ও সমাজ পরিবর্তন (Education and Social change) :

পরিবর্তন জীবনের নিয়ম। মানবজীবন, তার সমাজসংস্কৃতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল ও সৃজনশীল। সৃজনশীল অর্থে আমরা বুঝি এগিয়ে যাবার স্বার্থে বা প্রগতির জন্য পরিবর্তনশীল।

২.৩.১ সমাজ পরিবর্তনের অর্থ (Meaning of social change) :

জোনস্ (Jones) বলেছেন, "যে-কোনো সমাজ প্রক্রিয়া, সমাজ সংগঠন সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন বলতেই সমাজ পরিবর্তন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।" ("Social change is a term used to describe variations in processes, social patterns, social interaction or social organisation.")। প্রায় একইরকমভাবে ফেয়ারচাইল্ড (Fairchild) বলেছেন, "সমাজ পরিবর্তন বলতে সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক গঠন বা প্রকৃতি সম্পর্কে যে কোনও বিষয়ের পরিবর্তন বোঝায়" ('Social change means variations or modifications in any aspect of social processes, patterns or forms")।

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক কৃৎকৌশল, সামাজিক সম্পর্ক, আচরণ, সামাজিক দল, সংস্কার, প্রতিষ্ঠান, এমনকি সমাজ সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত যে কোনও ধরনের পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। (Social change includes modifications in social techinques, relationships, behaviour patterns, folkways, mores and institutions, sometimes leading to change in philosophical outlook)।

২.৩.২ সমাজ পরিবর্তনের কারণ (Causes or Factors of social change) :

সমাজ পরিবর্তিত হয় কতকগুলি কারণে :

(১) প্রাকৃতিক কারণ (Physical factor) :

তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারি ইত্যাদির ফলে জলবায়ু, আবহাওয়া, তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে। এই কারণগুলি মানুষের বাসস্থানে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন ঘটায়। মানুষের সমাজজীবন পরিবর্তিত হয়।

(২) জৈবিক কারণ (Biological factor) :

বংশগতি একটি জৈবিক কারণ যার ফলে সমাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এগিয়ে চলে। মাতাপিতার মিলনে তথা ক্রোমোজোম ও জিনের মিলনের ফলে বংশগতি নির্ধারিত হয়। সমাজের গতিশীলতা, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, জাতিগোষ্ঠির বিকাশ, মানুষের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে উত্তরণ সবই জৈবিক কারণনির্ভর। জৈবিক উৎপাদন ছাড়া সমাজের গতিশীলতা বা পরিবর্তন অর্থহীন।

(৩) মনুষ্যসৃষ্ট বা সামাজিক কারণ (Manmade or Social factor) :

নিজস্ব চাহিদাপূরণ ও মানবকল্যাণের জন্য মানুষ সমাজের নিত্যনতুন পরিবর্তন সাধন করছে। এইভাবেই কারিগরি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত কৃৎকৌশলের সাহায্য নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত করছে। মানুষের সমাজজীবনও সমসাময়িক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত ও যোগ্য হয়ে গড়ে উঠছে।

২.৩.৩ সমাজ পরিবর্তনের প্রকারভেদ (Forms of Social change) :

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ সামগ্রিকভাবে বিকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রগুলি হল—

(১) অর্থনৈতিক পরিবর্তন— ব্যাবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি।

(২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে— রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসন যন্ত্রের পরিবর্তন।

(৩) ধর্মীয় ক্ষেত্রে— গুরুদোয়ারা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুশাসনের পরিবর্তন।

(৪) নৈতিক ক্ষেত্রে— এই পরিবর্তন বলতে মূল্যবোধ, ধারণা, আদর্শের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বোঝায়।

(৫) বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে— বিভিন্ন আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফলে পরিবর্তন।

(৬) ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে— সামাজিক পরিবর্তনের অন্য ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের গঠনেও পরিবর্তন ঘটে।

২.৩.৪ সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ (Theories of Social change) :

মনীষীগণের মতে সমাজ পরিবর্তন কোনও না কোনও তত্ত্ব অনুসরণ করে চলে। এগুলি হল—

(ক) বিবর্তনের তত্ত্ব **(Theory of evolution) :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনুষ্যসৃষ্ট সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলে।

(খ) উদ্দেশ্যমূলক তত্ত্ব **(Purposeful Theory) :** কার্ল মার্কসের মত অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছানোর জন্য মানুষ কাজ করে এবং এর ফলে সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

(গ) কারিগরি অগ্রগতির তত্ত্ব **(Theory of Technological advances) :** W.F. Ogburn বলেছেন যে, মানুষের সমাজ পরিবর্তন মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(ঘ) আধ্যাত্মিক তত্ত্ব **(Spiritual Theory) :** টয়েনবি (Toyenbee) তাঁর 'A Study of History' বই-এ বলেছেন, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে।

(ঙ) ঐতিহাসিকের মহামানবের তত্ত্ব **(Greatmen Theory of History) :** কার্লাইল (Carlyle) বলেছেন, যে "মহামানবের জীবনী পড়লেই পৃথিবীর ইতিহাস জানা যায়।" ("The History of the world is the biography of great men")। এর অর্থ হল সমাজজীবনে পরিবর্তন সাধিত হয় মহামানবগণের চিন্তা, চেতনা ও কাজের মাধ্যমে।

২.৩.৫ সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in social change) :

মানবসমাজের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা একটি অত্যন্ত জরুরি হাতিয়ার। শিক্ষার লক্ষ্য

হল সমাজে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানো, তার সামাজিকীকরণ করা যাতে উপযুক্ত অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সে সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নিত্যনতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে গতিশীলতা আনা এবং ক্রম-অগ্রসরমান রূপে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়া (leading to continuity)। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে দুধরনের কাজ করতে হয়— (১) সংরক্ষণমূলক এবং (২) সৃজনশীল। সুতরাং আধুনিক সমাজে শিক্ষার কাজ হল প্রথমত ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন এবং পরবর্তীকালে গতিশীল পার্থিব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নতুন নতুন চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটানো।

আধুনিক সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনে শিক্ষার অপরিহার্যতা সর্বজনগৃহীত। শিক্ষিত মানুষ বিকাশশীল সমাজের সংরক্ষণ এবং অগ্রগতির জন্য পূর্বনির্দিষ্ট। সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করবে সকলের সমান সামাজিক মর্যাদা, অধিক মাত্রায় সামাজিক অংশগ্রহণ, যুক্তিগ্রাহ্য নতুন নতুন মূল্যবোধ অর্জন। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত।

শৈশবে শিশুর গৃহ পরিবেশ যদি তার মধ্যে কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকে তবে তাকে তার থেকে মুক্ত করাই হবে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম কাজ। V.K.R.V. Rao-এর মতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি প্রধান বাধা 'কুসংস্কার'। কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রেষণা জোগায়। মানুষকে তার কর্তব্য যুক্তিযুক্তভাবে ও সচেতনতার সঙ্গে পালন করতে শেখায়। শিক্ষা মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে, চোখ, কান সজাগ রেখে চারপাশের ঘটনাকে যথার্থ ক্রমানুসারে সাজাতে সাহায্য করে এবং এর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে নতুন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেষণা জোগায়।

সংক্ষেপে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার কাজ চিহ্নিত করতে গিয়ে বলতে হয়।

(১) শিক্ষা নতুন পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

(২) শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি দূরীভূত করতে সাহায্য করে। অন্ধ, জাতিগত, ধর্মগত বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে নতুনকে গ্রহণ করতে শেখায়।

(৩) শিক্ষা কতকগুলি মূল্যমান ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তার নিরিখে সমাজের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করতে শেখায়, যার ফলে মানুষ অবাঞ্ছিত পরিবর্তনগুলি দূরে সরিয়ে রেখে বাঞ্ছিত পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করতে পারে।

(৪) শিক্ষা সমাজ সংস্কার আন্দোলন সাহায্য করে।

(৫) শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনে যোগ্য নেতার সৃষ্টি করে।

(৬) জ্ঞানের বিভিন্ন দিগন্তে পরিবর্তন, বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

(৭) জাতীয় সংহতি আনয়নে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং গণতান্ত্রিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাই প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

২.৩.৬ ভারতের বিকাশশীল সমাজে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in developing society of India) :

শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের একটি জরুরি হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হওয়ায় ভারতের মতো বিকাশশীল সমাজকে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সমাজের আধুনিকীকরণে দায়বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে, অন্যদিকে সামাজিক পরিবর্তনের গতির সঙ্গেও তাকে তাল রেখে চলতে হবে।

ভারতে সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষায় যথোচিত পরিবর্তনের কথা ভাবতে হয়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (১৯৬৪-৬৬) মন্তব্য করা হয়েছে "আমাদের জাতীয় ভাগ্য রূপায়িত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে"। অর্থাৎ শিক্ষাই পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার গণ্য হতে পারে। সুতরাং জাতি হিসাবে ভারতের কাজ হচ্ছে একদল উৎসর্গীকৃত, পেশাগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা যারা সেই ভাগ্যের নিয়ন্তা হবেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এতাবৎকাল শিক্ষা লক্ষ্যহীনভাবে চালনা করা হয়েছে যারা শুধু লক্ষ্যহীন কিছু শিক্ষার্থী এবং পেশার প্রতি আনুগত্যহীন একদল শিক্ষকের সৃষ্টি করেছে। সেজন্য জাতির অগ্রগতির নিরিখে শিক্ষাক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের এদিকে নজর দিতে হবে। কোনও সংবেদনশীল এবং সক্রিয় নাগরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে পারে না। এতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পরিবর্তন ধরা পড়ে। সংবিধানে বর্ণিত সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতা ভারতের গ্রাম ও শহরে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্র আমাদের সামাজিক গঠন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকতার পথ দেখিয়েছে। নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাকে যদি এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতেই হয় তবে গতানুগতিক ধ্যানধারণায় আর চলবে না, শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন দরকার। শিক্ষকদের মানসিকতা ও পেশায় মনোভাবের পরিবর্তন দরকার এবং বিশেষ করে তাঁদের নিজের হাতে জাতির পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার কর্মসূচির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

২.৪ ❑ মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ (Value based Teacher Education) :

বর্তমান কালে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রতিস্তরে উন্নত পাঠক্রম, শিক্ষাদানের কৌশল, মূল্যায়নের নিত্য নতুন প্রথা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। নতুন কিছু সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন জনসংখ্যা শিক্ষা, কমিউনিটি পরিসেবা, গ্রামীণ বিকাশ, নৈতিক শিক্ষা, জাতীয় সংহতি ইত্যাদির যোগে শিক্ষক শিক্ষণকে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে। এতৎসত্ত্বেও বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষণ সমস্যায় ভুগছে।

২.৪.১ প্রধান সমস্যা—বিচ্ছিন্নতা—মূল্যবোধের অভাব (Main problems—Isolation—Want of values) :

অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে বলা হল শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা তিন ধরনের বিচ্ছিন্নতায় ভোগে।

(১) এই ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

(২) বিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থার কোনো যোগ আছে বলে মনে হয় না।

(৩) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে এবং তাদের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা আছে।

কিন্তু সবচেয়ে ভাবনার কারণ তথা দুঃখজনক হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থা মূল সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই বিচ্ছিন্নতা শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থাকে করে তোলে অসম্পূর্ণ, মূল্যহীন এবং নিন্দনীয়। এই ব্যবস্থা একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের নিয়মমাফিক কাজে পারদর্শী করে। যান্ত্রিক রোবট তৈরি করে গড়ে তোলে। সে সামাজিক পরিবর্তনে যথার্থ সহায়তা করে না বরং কতকগুলি সামাজিক দুর্নীতি যেমন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লোভ ইত্যাদির শিকার হয়। সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো আচরণ করে না এবং দেশের সদা সর্বদা উত্থানপতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজ নামক জাহাজটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষক শিক্ষণের এই অবস্থা হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির জন্য। ত্রুটিটি হল মূল্যবোধের অভাব। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী যুগের প্রভাবে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্ণ মানুষ তৈরি করার উপযোগী যে মানবিক মূল্যগুলির প্রয়োজন তা অগ্রাহ্য করে। তাই সন্দেহ, অবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সমালোচনা শ্রেণিকক্ষে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে ছাত্ররা জীবনে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায় না। তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েও তাই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়। সে অনিশ্চয়তায় ভোগে, তার কার্যকলাপ লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ একজন যুবক তার নিজস্বতা, পরিবেশ, সমাজ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৫৯ সালে আজাদ মেমোরিয়াল বক্তৃতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেন এবং বলেন "...Let us then pursue our path to industrial progress with all our strength and vigour and at the same time remember that material riches without toleration and compassion and wisdom may well turn to dust and ashes."

মন্তব্যের শেষাংশ শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে বলা হচ্ছে যে, শিল্প উন্নয়নের দিকে আমরা অগ্রসর হব ঠিকই কিন্তু সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সহ্যশক্তি, দয়া এবং প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে এই বস্তুগত সম্পদ অচিরেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

অতএব শিক্ষক শিক্ষণকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদানের সময় তাদের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সুষম শিক্ষার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেন।

২.৪.২ 'মূল্যবোধ' ও 'মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা' কী? (What are 'Values' and 'Value-oriented Education'?) :

(ক) মূল্যবোধ সংজ্ঞা (Definition of Values) :

জন ডিউই বলেন, "কোনও কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করার অর্থ হচ্ছে সেটিকে পুরস্কৃত করা, উচ্চ সম্মান দেওয়া, প্রশংসা করা বা বিচার করা। এর অর্থ কোনও কিছুকে আশা বা অনুভূতি

জাগানোর বিষয় হিসাবে হৃদয়ে স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে প্রিয় হিসাবে গ্রহণ করা এবং অন্য কিছুর তুলনায় সেটিকে মূল্যবান অর্থে বিচার করা" (To value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate. It means the act of cherishing something, holding it dear and also the act of passing judgement upon the nature and amount of its valus as compared with something else—Dewey)।

লিন্ডসে, মূল্যবোধ বলতে একটি ব্যক্তির বিষয়ের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে ধারণা, কী তার চাওয়া উচিত, অন্যরা কী চায় সে সম্পর্কে ধারণাকে বলেছেন। মূল্যবোধ বলতে কী সে অবশ্যই চায় তা নাও বোঝাতে পারে। ("Value is person's idea of what is desirable, what he and others want, not necessarily what he acually wants."—Lindzey)।

ড. রাধাকমল মুখার্জী মন্তব্য করেছেন,—"মূল্যবোধ হল সমাজ-অনুমোদিত ইচ্ছা ও লক্ষ্যসমূহ যেগুলি অনুবর্তন প্রক্রিয়া, শিখন ও সামাজিকীকরণের দ্বারা অন্তর্মুখীন হয় এবং যেগুলি নিজস্ব অগ্রাধিকার, মানদণ্ড এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়" ("Values may be defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning and socialization and that become subjective preferences, standards and aspirations."—The Social structure of values–Dr. R. K. Mukherjee.)

(খ) বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ (Values seen from different philosophical angles) :

ভাববাদীরা মনে করেন প্রতিটি বস্তু, ধারণা এবং কাজের নিজস্ব একটি অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। মূল্য আরোপকারীকে সেটিকে আবিষ্কার করতে হবে। তাঁরা বলেন ঈশ্বর তথা চরম মন বলে পৃথিবীতে একটি সত্তা বিদ্যমান আছে এবং তাই হচ্ছে সর্বোচ্চ মূল্যের আধার যাকে চেষ্টার ফলে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সেই চরম মূল্যকে আদর্শমূল্য বলা হয় যার সঙ্গে চেতনার কোনও তফাৎ থাকে না। এই মূল্য সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তিতে মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ঘটে।

অন্যদিকে প্রয়োগবাদীরা মনে করেন মূল্যবোধ আগে থেকে স্থিরীকৃত বা চরম সর্বজনীন কোনো বিষয় নয়। ফলাফলের বিচারে যার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত তাই আসল সত্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে মানুষই মূল্যবোধের সৃষ্টিকর্তা। একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই কোনও বিষয়ের মূল্য কার্যকরী হয়। প্রয়োগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কতকগুলি মূল্যবোধ অন্য কতকগুলির চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। অল্প ইচ্ছাপূরণকারী মূল্যবোধের চেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে কার্যকরী মূল্যবোধ প্রয়োগবাদীর কাছে বেশি মূল্যবান। তাই পরিস্থিতি বিচারে আশু মূল্যবোধ ও সুদূরপ্রসারী মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন, সমস্ত মূল্যবোধ আপেক্ষিক। একটি মূল্যবোধ একজনের কাছে বাঞ্ছনীয় হলেও অপরের কাছে তা নাও হতে পারে। হংসীর জন্য যা ভালো হাঁসের কাছে তা ভালো নাও হতে পারে। এক পরিস্থিতিতে যা প্রয়োগ করা যায় তা অন্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ নাও হতে পারে।

প্রকৃতিবাদী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বাস্তববাদীরা বিশ্বাস করেন যে নৈসর্গিক প্রকৃতির মধ্যে মূল্যায়িত সত্তা বিদ্যমান আছে। যুক্তিবাদী মানুষকে যুক্তি দিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

(গ) মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা (Value-oriented education) :

সমাজবাঞ্ছিত মূল্যবোধ তথা সামাজিক মূল্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চে তুলে ধরা হয়। সুসমন্বিত এবং সমাজবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমগ্র ক্ষেত্রটিই মূল্যবোধ দ্বারা ব্যাপৃত। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধ হল কতকগুলি সামর্থ্য অর্জন করা। এগুলি হল—

(১) শারীরিক সামর্থ্য—স্বাস্থ্য, সহ্যশক্তি ইত্যাদি।

(২) প্রাক্ষোভিক সামর্থ্য—সাহস, বিশ্বাস, ভালবাসা, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি।

(৩) বৌদ্ধিক সামর্থ্য—বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।

(৪) নৈতিক সামর্থ্য—সততা, পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, ন্যায়, নম্রতা ইত্যাদি।

অতএব শিক্ষার বিষয় হবে মূল্যবোধভিত্তিক যাতে শিক্ষার্থী সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য, প্রাক্ষোভিক সমতা, বিশ্লেষণী ও যৌক্তিক ক্ষমতা, সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাহায্যে অর্থাৎ এককথায় সুসমন্বিত সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের সাহায্যে পরবর্তীকালে দেশকে বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এমন শিক্ষায় তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে তার সহজাত অথচ অবাঞ্ছিত আদিম বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষার অবাধ প্রকাশ না ঘটে, সঠিক পথে যেন তার উদ্‌গমন (sublimation) সম্ভব হয়, সে যেন স্বেচ্ছাচারী হয়ে না ওঠে। পরন্তু গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভাব বিনিময় ও ভালোবাসার ভিত্তিতে হাতে কলমে কাজ ও শিক্ষকের বন্ধুর মতো পরামর্শকে পাথেয় করে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত স্তরের শিক্ষায় মূল্যবোধের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সমাজে এবং শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে এই বোধ প্রদর্শিত হওয়া দরকার। শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণির বাইরে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে এই মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

জাতিকে মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে হবে।

২.৪.৩ মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need of Value-oriented Teacher Education) :

শিক্ষক শিক্ষণকে মূল্যবোধ অভিমুখী করার প্রয়োজনীয়তাগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

(১) সমাজে শিক্ষককে যথেষ্ট সম্মান করা হয়। শিক্ষকের যদি যথেষ্ট মূল্যবোধ এবং জীবনের উন্নত উদ্দেশ্যে বিশ্বাস থাকে তবে তিনিই তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বারা গোটা প্রজন্মকে পরিচালনা করতে পারেন।

(২) ছাত্রসমাজের বিশ্বাস শিক্ষকই সকল জ্ঞানের উৎস। তাঁর কথা ও আচরণ পালনেই ছাত্রদের উপকার। শিক্ষক যা বলেন এবং দৈনন্দিন জীবনে যে আচরণ প্রদর্শন করেন ছাত্ররা তা অনুসরণ করতে চায়।

(৩) শিক্ষক তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধ ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার করতে সচেষ্ট হবেন। কারণ ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য।

(৪) শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অনস্বীকার্য। অভিভাবকগণ তাঁদের শিশুদের কল্যাণ ও বিকাশের জন্য শিক্ষকগণের ওপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাই শিক্ষকের মূল্যবোধ এবং আদর্শের বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব আছে। তাঁর জীবনীও শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ বার্তাবহ।

(৫) ছাত্রদের নিকট অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় এক আদর্শ। জ্ঞানত বা অজ্ঞানে তারা তাদের শিক্ষককে অনুসরণ করে। সে কারণে শিক্ষক যদি মূল্যবোধে দায়বদ্ধ থাকেন এবং তাঁর আচরণে যদি তিনি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন তবে শিশুরা জীবনের শুরুতেই তা গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

এইসব কারণে ট্রেনিং-এর সময় শিক্ষার্থী শিক্ষকগণকে মানবিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থী যদি শিক্ষককে মানবিকগুণে সমৃদ্ধ দেখে এবং তাঁর কাছে স্নেহ মমতা ভালোবাসা নিরপেক্ষতার মনোভাবের স্পর্শ পায় তবেই শিক্ষক তাঁর সমাজে উচ্চ স্থান নিয়ে সকল জ্ঞানের উৎস হয়ে, বহুগুণিত প্রভাব ও সামাজিক মর্যাদা ও আদর্শ নিয়ে ছাত্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

২.৪.৪ শিক্ষক শিক্ষণকে কীরূপে মূল্যবোধ অভিমুখী করে গড়ে তোলা যায়? (How Teacher Education can be value-oriented?) :

শিক্ষক শিক্ষণকে মূল্যবোধ অভিমুখী করে গড়ে তুলতে শিক্ষক শিক্ষণের প্রাসঙ্গিক পরিমার্জন করা দরকার।

(১) মূল্যবোধ শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা :

মূল্যবোধের শিক্ষা এবং এর উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষককে (trainee teacher) সচেতন করতে হবে। শিক্ষার্থী শিক্ষক সত্য, সততা, মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন হবেন। উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক মনোভাব গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজে তার প্রয়োগ সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হবে।

(২) পাঠক্রম :

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমে প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে মূল্যবোধ সম্পর্কিত কিছু পাঠ থাকবে। বিদ্যালয় জীবনে প্রতিটি মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়ের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।

(৩) পাঠদান পদ্ধতি :

টিচার এডুকেটর আলোচনা, প্রকল্প, প্র্যাকটিকাল এবং স্বতন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অগ্রসর হবেন যেখানে ট্রেনিরা সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য ব্যাপক সহপাঠক্রমিক কাজের ব্যবস্থা থাকবে। সত্য, সুন্দর ও নান্দনিক বিষয়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের জন্য নীতিশাস্ত্র, যোগ ও দর্শন বিশেষজ্ঞদের মাঝে মাঝে পাঠদানে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। দৈনন্দিন ব্যবহারে টিচার

এডুকেটর মূল্যবোধের পরিচয় দেবেন। তিনি হবেন নম্র, সহনশীল, দয়ালু, নিরপেক্ষ, স্নেহময়, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও আদর্শ চরিত্রবান।

(৪) উপকরণ ও মাধ্যম :

মূল্যবোধ সংক্রান্ত পাঠদানে সহায়ক হিসাবে শিক্ষা উপকরণ যাতে স্লাইড, ফিল্ম প্রস্তুত করতে হবে। মহান শিক্ষক, দার্শনিকগণের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে ট্রেনিগণকে অবহিত করতে হবে।

কলেজ অব এডুকেশনে মূল্যবোধ সম্পর্কিত লেখা, ছবি, পোস্টার প্রদর্শনের নিয়মিত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

নান্দনিক মূল্যযুক্ত এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট স্থানে ভ্রমণ শিক্ষক শিক্ষণের আবশ্যিক অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

(৫) মূল্যায়ন :

লিখিত পরীক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষকের মৌখিক পরীক্ষা, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় বর্তমানে মূল্যবোধের শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। মূল্যবোধে দায়বদ্ধ শিক্ষকদের দ্বারা যদি বর্তমান প্রজন্ম প্রস্তুত হয় তবে তারা ভবিষ্যৎকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে।

২.৫ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলি—

১। গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে কী জানেন?

৩। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৫। সমাজ পরিবর্তনের অর্থ কী? সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬। সমাজ পরিবর্তনের কারণগুলি কী কী? ভারতের বিকাশশীল সমাজে শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৭। মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিন। মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষা বলতে কী বোঝেন? শিক্ষক শিক্ষণকে কীভাবে মূল্যবোধ অভিমুখী করে গড়ে তোলা যায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি—

৮। শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২)-এর মন্তব্য কী?

৯। শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬-তে কী বলা হয়েছে?

১০। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-এর মন্তব্য কী ?

১১। টীকা লিখুন :

(ক) শিক্ষকের ভাবমূর্তি।

(খ) সমাজ পরিবর্তনের প্রকার।

(গ) সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ।

(ঘ) বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ।

(ঙ) মূল্যবোধ অভিমুখী শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী ?

একক ৩ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ORIGIN AND DEVELOPMENT OF TEACHER EDUCATION)

গঠন

৩.১ প্রাচীন বৈদিক যুগে শিক্ষক শিক্ষণ (২৫০০ খ্রিঃপূঃ — ৫০০ খ্রিঃপূঃ)
৩.২ শিক্ষক শিক্ষণ—বৌদ্ধযুগে (৫০০ খ্রিঃপূঃ — ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)
৩.৩ ইসলামিযুগে শিক্ষক শিক্ষণ (১২০০ খ্রিস্টাব্দ — ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ)
৩.৪ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থা (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)
৩.৪.১ প্রাথমিক প্রচেষ্টা
৩.৪.২ ১৮৫৪-র উড ডেসপ্যাচ
৩.৪.৩ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ (১৮৫৯)
৩.৪.৪ হান্টার কমিশন (১৮৮২)
৩.৪.৫ শিক্ষানীতি ১৯০৪ অনুযায়ী সরকারি প্রস্তাব
৩.৪.৬ ১৯১৩ সালের সরকারি প্রস্তাব
৩.৪.৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯১৭-১৯)
৩.৪.৮ হার্টগ কমিটি (১৯২৯)
৩.৪.৯ সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪)
৩.৪.১০ স্বাধীনতার পূর্বে তিন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
৩.৫ স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশ
৩.৫.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)
৩.৫.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)
৩.৫.৩ ফোর্ড ফাউন্ডেশন টিম (১৯৫৪)
৩.৫.৪ পিরেস কমিটি (১৯৫৬)
৩.৫.৫ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
৩.৫.৫(ক) প্রি-সার্ভিস ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন সম্পর্কে কোঠারি কমিশন
৩.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬
৩.৭ বর্তমান অবস্থা
৩.৮ অনুশীলনী

৩.১ ❑ প্রাচীন বৈদিক যুগে শিক্ষক শিক্ষণ (২৫০০ খ্রিঃপূঃ—৫০০ খ্রিঃপূঃ) (Teacher Education in ancient Vedic Age (2500 BC - 5000 BC) :

হিন্দু সভ্যতার উষালগ্নে শিক্ষার্থীদের 'বেদ' অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। বর্ণপ্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) প্রচলিত থাকায় এক এক বর্ণের কর্মধারা ছিল নির্দিষ্ট। শূদ্রদের বেদপাঠের অধিকার ছিল না।

ক্ষত্রিয়ের সাধারণ বৃত্তি ছিল প্রশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ। বৈশ্যের বৃত্তি ছিল ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও গোপালন। সেজন্য শ্রেণিভেদ প্রথা যখন কালক্রমে কুসংস্কারের রূপ ধারণ করে তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলত ব্রাহ্মণ শিক্ষক তথা গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে গুরুর নিকটে বসে শিষ্য মৌখিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বেদ, উপনিষদের বাণী আয়ত্ত করার প্রয়াস পেত। ভারতের এই সুপ্রাচীন মহান ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্তের এক বিশিষ্ট দার্শনিক মন্তব্য করেছেন— "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my life, it will be the solace of my death. —Schopenhaur. ব্রাহ্মণ গুরু শিক্ষাদানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক। অর্থের বিনিময়ে নয়। তবে শিক্ষা নেবে গুরুপ্রণামীর বিধি ছিল। গুরুপ্রথা বংশ পরম্পরায় চলত। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক। গুরুর মুখে শুনে ছাত্রকে রোজকার পাঠ আয়ত্ত করতে হত। নিছক না বুঝে মুখস্থ করাকে ঋষিরা কলুর বলদের শ্রমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেহেতু বৈদিক শিক্ষার পাঠ্যবস্তু 'মন্ত্র' সুতরাং স্বাভাবিক শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল আবৃত্তি। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের আবৃত্তি ছিল একটি সুকুমার কলা। কোনো লিখিত পুস্তক ছিল না। শিক্ষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ছন্দে ও ধ্বনিতে উচ্চারিত মন্ত্র শিষ্য আয়ত্ত করে স্মৃতিতে ধারণ করত। মন্ত্র ছিল মনন ও অনুধাবনের জিনিস। গুরু শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হতেন। যেমন—

(১) **উপক্রম :** এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপযোগী প্রস্তুতি আনার চেষ্টা করতেন।

(২) **শ্রবণ :** এই পর্যায়ে গুরু মুখে মুখে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতেন এবং শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে তা শুনত।

(৩) **আবৃত্তি :** এই পর্যায়েই গুরুর নিকট থেকে শোনা বিষয় নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষার্থী আবৃত্তি করত।

(৪) **নিদিধ্যাসন :** অধীত বিষয়বস্তুকে যুক্তির আলোকে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থী প্রকৃত জীবনসত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেত। 'নিদিধ্যাসনে'র অর্থ হল সত্যানুভূতির জন্য সুগভীর চিন্তা এবং এটাই ছিল প্রকৃত জ্ঞান লাভের পন্থা।

এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যুক্তি ও স্মৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রশ্ন করা (Questioning)-কে শিক্ষণের একটি শাক্তিশালী কৌশল হিসাবে গণ্য করা হত। অগ্রগণ্য শিক্ষার্থীরা (Advanced learners) গুরুকে পাঠদানের কাজে সহায়তা করত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষণ প্রশিক্ষণে (Teachers' Training)-র হাতেখড়ি হত। গুরুগিরি তথা শিক্ষাদান বংশাপরম্পরা ধরে চালু প্রথা ছিল। বর্তমানে প্রথাবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ বলতে যা বোঝায় সেই সময় তা ছিল না। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার কালটি প্রায় ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়।

৩.২ ❑ শিক্ষক শিক্ষণ—বৌদ্ধ যুগে (৫০০ খ্রিঃপূঃ — ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) (Teacher Education in Buddhist period - 500 BC — 1200 AD) :

বৌদ্ধ শিক্ষা একান্তে গুরুগৃহে গুরুকুলের শিক্ষা ছিল না। এখানে 'বিহার' বা 'সংঘারামে' যৌথ কর্তৃত্বে শিক্ষাদান করা হত। বস্তুত বৌদ্ধশিক্ষা বৌদ্ধ বিহারগুলির কীর্তি। মঠকেন্দ্রিক বৌদ্ধশিক্ষার মূল

তাৎপর্য ছিল সন্ন্যাস জীবনযাপনের শিক্ষা। আট বছর বয়সে বিহার জীবনে প্রবেশ করে বারো বৎসর কাল শ্রমণ পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। তারপর দশ বছর ছিল 'উপসম্পদা' গ্রহণের কাল। চারিত্রিক ও নৈতিক নির্মলতা এবং লোভশূন্যতাই ছিল মঠজীবনের ভিত্তি।

বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষক ছিলেন দুই শ্রেণির। ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন উপাধ্যায়। নৈতিক জীবনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আচার্য। শিক্ষাদানের যোগ্য হতেন এমন ব্যক্তি যিনি অবিমিশ্র নৈতিক আচার, আত্মসমাহিত প্রজ্ঞা, নির্বাণে অকুণ্ঠ বিশ্বাসসম্পন্ন, বিনয়ী, বন্ধনমুক্ত, পাপকার্যে ভীত এবং যিনি ধর্ম ও বিনয়ের পথে শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করতে পারতেন। সমাজে যে-কোনো শ্রেণিভুক্ত জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তি কঠোর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হতে পারতেন। ধর্মীয় কারণে বুদ্ধের বাণী-প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণকে বিহার জীবনেই প্রশিক্ষণ নিতে হত। শিক্ষকগণ ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী যাঁরা মানুষের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে গেছেন। নৈতিকতা, সঠিক আচরণ ও ধর্ম বিষয়ে কঠোর শিক্ষা নেবার পর বিহারের পরিচালক অথবা মহাভিক্ষুর শংসাপত্র নিয়ে শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকার্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। এই পর্যায়ে প্রথাবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলেও একে প্রায় প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থা (Semi-formal system) বলা যেতে পারে।

৩.৩ ❑ ইসলামি যুগে শিক্ষক শিক্ষণ (১২০০ খ্রিস্টাব্দ — ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ) (Teacher Education in Muslim period - 1200 AD — 1700 AD) :

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। প্রতিটি মসজিদের সঙ্গেই প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে মক্তব যুক্ত থাকত। ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কোরানের অংশবিশেষ শিক্ষার জন্য মুসলিম শিশুকে মক্তবে পাঠানো হত। শিশুর বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন, সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হত। মক্তবগুলিতে প্রধানত কোরান শিক্ষা দেওয়া হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাথমিক লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো হত।

মাদ্রাসাগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র এবং প্রায়শই মসজিদ সংলগ্ন। আরবি ভাষা শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। মাধ্যম ছিল ফারসি ভাষা। পাঠক্রম ছিল ব্যাপক। নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আইন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠক্রমে ন্যস্ত ছিল। এখানে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করার জন্য প্রথাবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থাই ছিল না। বিশেষ করে যোগ্যতার ভিত্তির বদলে সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৌলবীগণই ছিলেন শিক্ষক। দেশের অথবা বিদেশের আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত মুসলিম ব্যক্তিই মৌলবি তথা শিক্ষক পদে নিযুক্ত হতেন।

৩.৪ ❑ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) (Teacher Education system during British period) :

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হল। তারা ধর্মীয় অনুশাসনযুক্ত প্রাচীন শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

প্রবর্তন করল। তাদের দর্শন ও চাহিদা হল ভিন্নতর। এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। বলা যায় প্রথাবদ্ধ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শুরুও তাদের সময়ে।

৩.৪.১ প্রাথমিক প্রচেষ্টা (Earlier efforts) :

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ডেনিস মিশনারিগণ বাংলার শ্রীরামপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিমিত্ত এই কেন্দ্রগুলি 'নর্মাল স্কুল' নামে পরিচিত ছিল। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে এরকম নর্মাল স্কুল স্থাপিত হলো। বোম্বাই-এ নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি, কোলকাতায় কোলকাতা স্কুল সোসাইটি এরকম শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (Central school) স্থাপিত হল। মাদ্রাজে, কোলকাতায় শিক্ষিকাদিগের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করল লেডিস সোসাইটি। ১৮৩৫ সালের মধ্যে বাংলায় বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটির মিশনারিদের প্রচেষ্টায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনা, সুরাট, আগ্রা, মীরাট, বারাণসীতেও নর্মাল স্কুল স্থাপিত হল। এলফিনস্টোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। বলাই বাহুল্য এ ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রারম্ভিক পর্যায়ের বিদ্যালয় শিক্ষকগণের শিক্ষাদান নির্দিষ্ট ছিল।

৩.৪.২ ১৮৫৪-র উড ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch 1854) :

১৮৫৪-র উড (wood) ডেসপ্যাচ ভারতের প্রতিটি প্রেসিডেন্সি বিভাগে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তথা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করলেন এবং সেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীর জন্য প্রথম স্টাইপেন্ড, স্কলারশিপ দেবার সুপারিশ করলেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত এই সুপারিশের ফলশ্রুতিতে বাস্তব অগ্রগতি হল অতি সামান্যই।

৩.৪.৩ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ (১৮৫৯) (Stanley Despatch 1859) :

১৮৫৯ সালের স্ট্যানলি ডেসপ্যাচও শিক্ষক শিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করল এবং পর্যবেক্ষণ করল যে পরিচালক সমিতির আশানুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হচ্ছে না ("The institution of training schools does not seem to have been carried out to the extent contemplated by the court of Directors")। স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ সেইসব বিদ্যালয়েই শিক্ষকগণের বেতনের জন্য সরকারি অনুদান (Grant-in-aid) দেবার কথা বলল যেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষক প্রশিক্ষণের সফল পরিসমাপ্তির সার্টিফিকেট আছে। এই ঘোষণার ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বও বাড়ল।

১৮৮১-৮২ সালে ভারতবর্ষে নর্মাল স্কুল ছিল ১০৬টি যার মধ্যে ১৫টি একান্তই মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষক ছিলেন ৩৮৮৬ জন এবং বার্ষিক খরচ ছিল প্রায় চার লাখ টাকা। মনে রাখতে হবে এই শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ছিল কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য নির্দিষ্ট। প্রাথমিক পাশ কোনও ব্যক্তি এখানে ভর্তি হতে পারতেন। শিক্ষিত মহিলা প্রার্থীর একান্তই অভাব ছিল। সেক্ষেত্রে অশিক্ষিত অথচ বুদ্ধিমতী মহিলাগণও এখানে ট্রেনিং নেবার জন্য ভর্তি হতে

পারতেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের প্রথমে মূল পাঠ্যবিষয়ে (academic subjects) শিক্ষা এবং পরবর্তীকালে শিক্ষণ প্রথা শিক্ষা দেওয়া হত। এই সময় পর্যন্ত ভারতে কেবলমাত্র দুটি নর্মাল স্কুলকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ দেবার জন্য উন্নীত করা হয়। এই দুটি হল :

(i) গভর্নমেন্ট নর্মাল স্কুল, মাদ্রাজ (১৮৫৬)।
(ii) সেন্ট্রাল ট্রেনিং স্কুল, লাহোর (১৮৭৭)।

৩.৪.৪ হান্টার কমিশন ১৮৮২ (Hunter Commission 1882) :

কমিশন দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিমিত্ত—সারা ভারতবর্ষে আরও অধিক সংখ্যায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করল। স্নাতক ও প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদানরত শিক্ষকগণের জন্য পৃথক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করল।

এর পরবর্তী সময়ে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের সাইদাপেটে (Saidapet) মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর ট্রেনিং স্কুলে, মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের জন্য আলাদা কেন্দ্র গড়া হল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষে ছয়টি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি হলো— মাদ্রাজ, লাহোর, রাজামুন্দ্রি, কার্শিয়াং, জব্বলপুর ও এলাহাবাদে। এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিমিত্ত আরও ৫০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হল।

৩.৪.৫ শিক্ষানীতি ১৯০৪ অনুযায়ী সরকারি প্রস্তাব (Government of India resolution on Education Policy 1904) :

তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষানীতি ১৯০৪ (Education Policy 1904) অনুসরণে সরকারি সিদ্ধান্ত (Govt of India resolution) হল যে— শিক্ষার্থীদের যদি গতানুগতিক মুখস্থ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হয়, যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে আরও উন্নত করতে হয়, এক কথায় যদি ইউরোপীয় জ্ঞানকে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে শেখানো হয় তবে শিক্ষকগণকে শিক্ষাদানের প্রকৃত কৌশল অবশ্যই জানতে হবে। ("If the teaching in secondary schools to be raised to a higher level—if the pupils are to be cured of their tendency to rely upon learning notes and text books by heart, if, in a word, European knowledge is to be diffused by the methods proper to it — then it is most necessary that the teachers should themselves be trained in the art of teaching."

সিদ্ধান্ত হল :

(i) শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ বা নর্মাল স্কুল-এ উন্নত মানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়-পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ।
(ii) স্নাতক প্রার্থীর জন্য ট্রেনিং কোর্স হবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এবং এক বছরের। কোর্সের সফল সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী পাবেন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষাদান কৌশলের পিছনের কিছু তত্ত্বগত পাঠগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরীভাবে বাস্তবে শিক্ষাদান কৌশল শিখবে।

প্রাক্-স্নাতক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক শিক্ষণ হবে দু-বছর কালের। শিক্ষা সমাপ্তিতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

(iii) উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে এবং শিক্ষাদানক্ষেত্রে তত্ত্ব ও বাস্তবকে যথাযথভাবে মেলাতে প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজকে কতকগুলি যথাযথ পর্যায়ের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারিভাবে যুক্ত করতে হবে।

১৯০৪ শিক্ষানীতির ওপর সরকারি প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে আরও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। শিক্ষণ পাঠক্রমকে পুনর্গঠিত করা হল। বিদ্যালয়গুচ্ছকে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগীভাবে বন্ধনে আবদ্ধ করা হল।

৩.৪.৬ ১৯১৩ সালের সরকারি প্রস্তাব (Government of India resolution 1913) :

১৯১৩ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্ত হল যে— আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষককে শিক্ষণ সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিষয় অভিজ্ঞ হলেই শিক্ষাদান কাজে নিয়োগ করা চলবে না— ("Eventually under modern system of education no teacher should be allowed to teach without a certificate that has qualified him to do so.")।

৩.৪.৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯) (Calcutta University Commission 1917-19) :

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় স্যার মাইকেল স্যাডলার (Sri Michael Sadler)-এর নেতৃত্বে এবং তা স্যাডলার কমিশন নামে বেশি পরিচিতি লাভ করে। এই কমিশন শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেয় এবং নিম্নরূপ সুপারিশ করে—

(i) প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(ii) শিক্ষায় গবেষণা কাজকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের সঙ্গে প্র্যাকটিশিং স্কুল ছাড়াও একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় (Experimental school or demonstration school) যুক্ত করতে হবে যেখানে সারাবছর ধরে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন কলাকৌশল হাতে কলমে শেখানো যায়।

(iv) অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাতত্ত্ব (Education)-কে ইনটারমিডিয়েট এবং বি. এড. কোর্সের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(v) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য পৃথক অ্যাকাডেমিক বিষয়ের বিভাগ হিসাবে শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ (Education department) স্থাপন করতে হবে।

এর ফলস্বরূপ অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ল। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসাবে মর্যাদা দিয়ে পৃথক শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ চালু করল।

৩.৪.৮ হার্টগ কমিটি ১৯২৯ (Hartog Committee 1929) :

এই কমিটি কেবল প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষণ বিষয়ে মত প্রকাশ করে। কমিশন দেখল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত শিক্ষকগণের মাত্র শতকরা ৪৪ ভাগ এবং মিডিল স্কুলের মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এর ওপর ভিত্তি করে কমিটি সুপারিশ করল যে—

(i) প্রাথমিক শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান আরও বাড়াতে হবে।

(ii) প্রশিক্ষিণের সময়কে আরও দীর্ঘ করতে হবে।

(iii) কার্যকরী দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(iv) ইতিমধ্যেই কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য অধিকসংখ্যায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রিফ্রেশার কোর্স/সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় উপযুক্ত শিক্ষিত প্রার্থীকে আকর্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকগণের বিদ্যালয়ের এবং পেশার অবস্থাকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

এরপর দেশে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা নব অভিমুখে বিকাশের প্রয়াস পেল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বি. এড. ডিগ্রি প্রদান করল। ১৯৩৬ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এম. এড. ডিগ্রি চালু করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় পথিকৃৎ হয়ে থাকল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণের নিমিত্ত কলেজের সংখ্যা হল ৪২টি।

৩.৪.৯ সার্জেন্ট রিপোর্ট ১৯৪৪ (Sargent Report, 1944) :

যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিটি যে রিপোর্ট দিল তাতে পরবর্তী ৩৫ বছর ধরে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা কেমনভাবে চলা উচিত তার উল্লেখ থাকল। বলা হল—

(i) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ কোর্সে যোগদানের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য হাইস্কুল কোর্স শেষেই ব্যবস্থা নিতে হবে। মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা যথেষ্ট সংখ্যক না হওয়ায় মেয়েদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে।

(ii) শিক্ষণ কোর্সে ব্যাবহারিক বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিষয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনভিত্তিক হবে।

(iii) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পড়ার জন্য কোনো বেতন লাগবে না। বরং গরীব শিক্ষার্থীদের সাহায্য ভাতা দিতে হবে।

(iv) যথোপযুক্ত এবং ঘন ঘন রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকার চাহিদার কথা মনে রেখে তাদের জন্য রিফ্রেশার কোর্স বাড়াতে হবে।

(v) শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে। বাছাই করা কিছু শিক্ষককে বিদেশে শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে বিদেশ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৪.১০ স্বাধীনতার পূর্বে তিন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Three types of Training institutions before Independence) :

স্বাধীনতার পূর্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য তিন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) নর্মাল স্কুল বা প্রাইমারি ট্রেনিং স্কুল— প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। শিক্ষণ নেবার জন্য যোগ্যতা ছিল মিডিল স্কুল পরীক্ষা পাশ।

(খ) সেকেন্ডারি ট্রেনিং স্কুল— এই শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র মিডিল স্কুলে কর্মরত শিক্ষক অথবা সেখানে প্রবেশেচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ভর্তির যোগ্যতা ছিল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ।

(গ) ট্রেনিং কলেজ— মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য এই শিক্ষণ নির্দিষ্ট ছিল। এখানে প্রবেশের যোগ্যতা ছিল স্নাতক পাশ।

৩.৫ ❑ স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশ (Development of Teacher Education in India after Independence) :

আমরা দেখলাম প্রথম শিক্ষক শিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক করার প্রয়াস নিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকগণ। তাও কেবলমাত্র এলিমেন্টারি পর্যায়ে। কারণ নর্মাল স্কুলগুলি কেবল এলিমেন্টারি শিক্ষার দাবিই পূরণ করেছিল। ভারতবর্ষে প্রাক্-স্বাধীনতার সময় শিক্ষকগণের ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হত, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রদান চালু হয়নি বললেই চলে। স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষার সীমা বিস্তার লাভ করে। দেখা গেল মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনও এলিমেন্টারি অপেক্ষা ভিন্নতর। অতএব নর্মাল স্কুলের শিক্ষণ অভিজ্ঞতায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটবে না। তাই ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 'কলেজ অফ এডুকেশন' প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে নর্মাল স্কুলগুলিও 'কলেজ অফ এডুকেশনে' রূপান্তরিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনে এখানে শিক্ষণ কোর্স চালু হয় এবং শিক্ষণের সফল সমাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথমে বি.টি. (ব্যাচেলর অফ ট্রেনিং) এবং বর্তমানে নাম পরিবর্তনের ফলে বি. এড. (ব্যাচেলর অফ এডুকেশন) ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিভিন্ন ডেসপ্যাচ এবং কমিটি বা প্রাক্-স্বাধীনতা আমলের শিক্ষানীতি ও কমিশনের রিপোর্ট সত্ত্বেও ফলশ্রুতিতে অগ্রগতি সামান্যই হয়েছে।

সেজন্য দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গঠিত সকল কমিশন ও কমিটিই শিক্ষক শিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

৩.৫.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) (University Education Commission 1948-49) :

স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন হল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্যালোচনা নিমিত্ত কমিশন। এই কমিশন ১৯৪৮ সালে ড. এস. রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে গঠিত হয়। কমিশনের নাম হল 'University Education Commission' (1948-49) এবং 'রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন' হিসাবে বেশি পরিচিত হল।

এই কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন যে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এটাই ঘটনা যে দেশের শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের ক্ষেত্রে প্রধান সমালোচনা হচ্ছে এই যে এটি বিদ্যালয় শ্রেণিতে ব্যাবহারিক শিক্ষাদান কৌশল শেখানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম গুরুত্ব দেয় এবং শিক্ষার্থীদের এক্ষেত্রে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা আছে। প্রতিকারার্থে এক বছরের শিক্ষণ কোর্সে অন্তত বারো সপ্তাহ বিদ্যালয়ভিত্তিক প্র্যাকটিশ টিচিং-এর সুপারিশ করা হয়। কমিশন মন্তব্য করে যে ১২ সপ্তাহ ধরেই শিক্ষক সুপারভাইসার শ্রেণি পর্যবেক্ষণ না করলেও চলবে। দেখা যাবে এতদিন বাস্তব পরিবেশে শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত হয়ে নিজের দুর্বলতা শিক্ষার্থী নিজেই বুঝে মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে। ("We consider that in a year's course not less than twelve weeks should be spent by the students in supervised school practice This does not mean that the Supervisor should be present through out the twelve weeks. Far from it the student can only find his feet when he is left, from time to time, to his own unaided efforts.")।

মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ হল :

(i) বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে প্র্যাকটিশ টিচিং-এর সময়ের বৃদ্ধি করা এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

(ii) প্র্যাকটিশ টিচিং-এর জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়সমূহ নির্বাচন করা।

(iii) শিক্ষার্থীদের থেকে বিদ্যালয় পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সর্বাধিক বাঞ্ছিত ফলটিকে বার করার চেষ্টা করা।

(iv) স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য ঘটিয়ে তত্ত্ববিষয়ক পাঠকে নমনীয় করা।

এই কমিশন সে কারণে পাঠ্যবিষয় পুনর্গঠন ও কার্যকরী বাস্তবতার ওপর জোর দেয়। এ ছাড়া বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ হয়।

৩.৫.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) (Secondary Education Commission 1952-53) :

এই কমিশন যদিও মাধ্যমিক শিক্ষার তৎকালীন অবস্থা ও পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে সুপারিশের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল তথাপি মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ের উন্নতিকল্পে কিছু সুপারিশ করেছিল।

(১) কমিশন বলে, শিক্ষক শিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক। (ক) যেসব শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক স্কুল পাশ বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুল পাশ সার্টিফিকেট আছে তাদের জন্য শিক্ষণ কোর্স হবে দুই বছরের। (খ) যাদের স্নাতক ডিগ্রি আছে তাদের জন্য শিক্ষণকাল হবে এক বছরের। তবে পরিকাঠামো উন্নতি, ডেপুটেশনে বদলি শিক্ষকের ব্যবস্থা করা ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে এই কোর্সও দুই বছরের হওয়া উচিত।

(২) এই শিক্ষা কমিশন কাজে যোগ দেওয়ার পূর্বে (pre-service) এবং কাজে থাকার সময় (in-service) এই দু'ধরনের শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণের ওপরই যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

(৩) এক বছর শিক্ষক শিক্ষণের সময় স্নাতক শিক্ষক অন্ততপক্ষে দুটি স্কুলপাঠ্য বিষয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি শিখবেন।

(৪) ব্যাবহারিক শিক্ষণে প্র্যাকটিশ টিচিং পর্যবেক্ষণ, উপস্থাপন, পাঠ সমালোচনার কৌশল তো শিখতেই হবে— তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে জ্ঞানমূলক শিক্ষা অভীক্ষা গঠন ও প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষণ, টিচার এডুকেটর দ্বারা পরিদর্শিত পাঠের সংগঠন, লাইব্রেরি ক্লাস পরিচালনা ইত্যাদি।

কমিশন মন্তব্য করে যে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমকে উন্নত করতে হবে। ব্যাবহারিক পাঠদানে গুরুত্ব বাড়াতে হবে, এমন কিছু পাঠও কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে শিক্ষকতাকালীন কাজে লাগাতে পারে। ("We feel that the scope of teacher training particularly in its practical aspects, should be broadened to include some of its activities that a student teacher will be expected to perform when he becomes a full-fledged teacher.")।

৩.৫.৩ ফোর্ড ফাউন্ডেশন টিম (১৯৫৩) :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ জাতীয় সরকারের কাছে যথোচিত গুরুত্ব পেল। সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৮ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করে। তাঁরা ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন। সুপারিশের সারসংক্ষেপ হল নিম্নরূপ :

(i) শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম গঠনের পশ্চাতে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী শিক্ষককে সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষাদান কৌশল শেখানো।

(ii) বাস্তবে কার্যকরী নয় এরকম অবাস্তব গতানুগতিক শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতি বাতিল করা।

(iii) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক গুচ্ছ প্র্যাকটিশিং স্কুলের সংযোগ ঘটিয়ে গুচ্ছ প্র্যাকটিশ (block practice)-এর ব্যবস্থা করা এবং প্র্যাকটিশিং লেশন ঠিকমতো পরিদর্শন করা ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা।

(iv) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে ল্যাবরেটরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যেখানে অন্যান্য শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রম পুনর্গঠন এবং অগ্রসরমান শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা যায়।

(v) প্র্যাকটিশ টিচিং ছাড়াও যেসব বিভিন্ন সহপাঠক্রমমূলক কার্যকলাপে শিক্ষকতাকালীন শিক্ষকের অংশগ্রহণ জরুরি সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম অনুসরণকালেই তাদের বাস্তবে অবহিত করা এবং অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

৩.৫.৪ পিরেস কমিটি ১৯৫৬ (Pires Committee 1956)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)-এর দ্বারা কৃত শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের পাঠক্রম গঠন সংক্রান্ত সমালোচনার নিরিখে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ১৯৫৬ সালে ড. ই. এ. পিরেসকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি করলেন যার কাজ হবে মাধ্যমিক

শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের উপযুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন করা।

এই কমিটি যে খসড়া সিলেবাস প্রণয়ন করে, ১৯৫৭ সালে ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষদের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে তার অনুমোদন দেওয়া হয়। সুপারিশের মূল বক্তব্য হল ব্যাবহারিক কাজের ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক অংশের ওপরও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান। চারটি শিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বমূলক পত্রের উল্লেখ করা হলো—

(i) শিক্ষানীতি ও বিদ্যালয় সংগঠন।

(ii) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা।

(iii) দুটি স্কুলপাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

(iv) ভারতীয় শিক্ষার সম্প্রতিক সমস্যা।

৩.৫.৫ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) **(Indian Education Commission 1964-66) :**

ড. ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে যথোচিত আগ্রহ দেখায় এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণলব্ধ উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে।

কমিশন মন্তব্য করে যে, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে পেশাগত শিক্ষার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উন্নত কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ("A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education.")। কমিশন মন্তব্য করে যে, শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের মূল কথা হল এর গুণমান। এর অনুপস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কমিশন আরও অনুভব করে যে, শিক্ষক শিক্ষণের চালু পাঠক্রম গতানুগতিক, দৃঢ় (rigid), বিদ্যালয় জীবনের বাস্তবতা বর্জিত এবং শিক্ষা পুনর্গঠন সংক্রান্ত অনুমিত কর্মসূচি থেকে বিচ্ছিন্ন।

কমিশন শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিম্নরূপ সুপারিশ করে:

(i) শিক্ষক শিক্ষণের সময়কাল হবে একবছরের।

(ii) বিদ্যালয়ে শেখানোর জন্য বিষয়গত পাঠ্যসূচি হবে সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত যা হবে ব্যাপ্ত ও গভীর।

(iii) শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে অবাঞ্ছিত তত্ত্বগত অংশ বাদ দিতে হবে। ভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একে পুনর্গঠিত করতে হবে। অর্জিত ও নির্ণায়ক অভীক্ষা (Achievement and diagnostic tests) গঠনের জন্য শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে।

(iv) উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিতি ঘটাতে হবে।

(v) প্র্যাকটিশ টিচিং ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। 'ব্লক টিচিং' ব্যবস্থার বদলে 'ইনটার্নশিপ' ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(vi) উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযথ দায়িত্ব পালনের স্বার্থে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির সংশোধন ও উন্নয়ন একান্ত জরুরি বিষয়।

(vii) টিচার এডুকেশনে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়নে উন্নতি ঘটাতে হবে। ব্যক্তিগত লাইব্রেরিওয়ার্ক, রিপোর্ট ও রিভিউ তৈরি করা, প্রোজেক্ট ওয়ার্ক সংগঠিত করা, কেসস্টাডি পর্যালোচনা করা,

আলোচনা সভা/সেমিনার সংগঠিত করা শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের তালিকাভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীরা কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড তৈরি করা শিখবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রম-অগ্রসরমান সংস্কার করা দরকার। তত্ত্বগত বিষয় মূল্যায়নের পাশাপাশি প্র্যাকটিশ টিচিং, সেশনাল ওয়ার্ক ইত্যাদির মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে।

৩.৫.৫(ক) প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন সম্পর্কে কোঠারি কমিশন (Kothari Commission on Preservice & Inservice Teacher Education) :

ভারতীয় শিক্ষা কশিমন তথা কোঠারি কমিশনের কার্যকাল ১৯৬৪-৬৬। ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে একটি নতুন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা— N.C.E.R.T-র প্রতিষ্ঠা হয়। N.C.E.R.T (National Council of Educational Research and Training)-র সম্পর্কে কোনও অধ্যায়ে (Managing Agencies of Teacher Education) বিশদে আলোচিত হয়েছে, সেজন্য এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয়নি। NCERT-র প্রধান কাজ হল দেশের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা। এই উদ্দেশ্যে এর কাজ হল শিক্ষাক্ষেত্রে ট্রেনিং গবেষণা এবং এক্সটেনসনের দায়িত্ব নেওয়া। এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষণের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদানের 'অ্যাকশন রিসার্চ' ও নতুন নতুন উদ্ভাবিত কৌশলের বিষয়ে জানানোর সুযোগ করে দেওয়া। এ কারণে শিক্ষকদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে বহুবিধ 'ইন-সার্ভিস' কার্যসূচির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে পূর্ববর্তী কমিশন, কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশগুলি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বিশ্লেষণ করে। কমিশন সঠিকভাবেই এই মত ব্যক্ত করে যে, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা স্বাধীনতা-উত্তরকালে তুলনামূলকভাবে অবহেলিত। ইতিমধ্যে যদিও এর গুরুত্ব যথেষ্ট স্থান পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনে (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে (১৯৫২-৫৩), মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক এবং পাঠক্রমের সম্পর্কে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক টিম (১৯৫৪)-এর কাছে এবং পরবর্তীতে NCERT-এর প্রতিষ্ঠায়। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় এলিমেন্টারি ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের জন্য আলোচনা সভা ও সেমিনারের ব্যবস্থা ও স্টাডিগ্রুপ নিযুক্ত করতে। পরবর্তীতে দেখা যায় এদের সুপারিশগুলি বেশি একটা কাজে রূপায়িত করা হয়নি।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) সাধারণভাবে ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিশেষত এলিমেন্টারি শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। এলিমেন্টারি তথা প্রারম্ভিক পর্যায়ের ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের অপ্রতুল অবস্থায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করে কমিশন বলে যে এই বিষয়ে খুবই কম নজর দেওয়া হয়েছে এবং আরও অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কমিশনের মতে, বিদ্যালয়, সরকারি শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংগঠনগুলির মাধ্যমে আরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা দরকার। কমিশন সুপারিশ করে যে বৃহদাকারে সুসংগঠিত এবং সমন্বিত এমন এক ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের কর্মসূচির ব্যবস্থা করা উচিত যাতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রতিটি শিক্ষক ২-৩ মাসের ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ পায়।

৩.৬ ❑ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (National policy on Education 1986) :

আগেকার কমিশন ও কমিটিগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে "জাতীয় শিক্ষানীতি" (১৯৮৬) সমগ্র ভারতবর্ষের সার্বিক শিক্ষা পুনর্গঠনের একটি রূপরেখা। এই শিক্ষানীতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন, পটভূমি, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত এবং এর নিরিখে সমতাবিধানের শিক্ষা, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন ও তার উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সংগতি, শিক্ষক ও শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে জাতীয় নীতি ঘোষণা করে। এই শিক্ষানীতি শিক্ষকদের পদমর্যাদা এবং তাঁদের শিক্ষক শিক্ষণকে যথোচিত গুরুত্ব দেয়।

এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদাতেই সমাজের সামাজিক ও কৃষ্টির বিকাশ প্রতিফলিত হয়। বলা হয়, কোনো মানুষই দেশের শিক্ষকদের মর্যাদার ওপর উঠতে পারে না। ("The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of a society; it is said that no people can rise above the level of its teachers.")। শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষাকল্পে শিক্ষকসংগঠনের দায়িত্বের কথাও এই নীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। উপযুক্ত শিক্ষক হতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব এই নীতি স্বীকার করে।

(১) জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে।

(২) ছাত্রদের প্রতি, অভিভাবকদের প্রতি, সমাজ ও পেশার প্রতি শিক্ষকদের উত্তরদায়ী (answerable) বলে মনে করা হয়।

(৩) এই নীতিতে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রস্তুত ও রূপায়ন করতে শিক্ষকগণ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মনে করা হয়।

(৪) এই শিক্ষানীতি মনে করে শিক্ষকগণের মূল্যায়ন তথ্যনির্ভর, মুক্ত ও অংশগ্রহণের নিরিখে হওয়া উচিত। এখানে শিক্ষকগণের কর্মের জন্য গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(৫) এখানে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে করা হয়। এর নিরিখে শিক্ষক শিক্ষণকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়।

(৬) শিক্ষক শিক্ষণের মান ও কাজের পরিবেশের উন্নয়নের কথা বলা হয়।

(৭) এই শিক্ষানীতিতে এলিমেন্টারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ননফর্মাল এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষণের জন্য DIET (District Institute of Education and Training) স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়। DIET উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করলে নিম্নমানের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

(৮) মাধ্যমিক শিক্ষকগণের শিক্ষণের নিমিত্ত স্থাপিত শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে মানের নিরিখে বিচার করে কতিপয়কে SCERT (State Council of Educational Research and Training)-তে উন্নীত করার কথা বলা হয়।

(৯) এই শিক্ষানীতি প্রস্তাব করে যে, NCTE (National Council for Teacher Education)-কে যথাযথ সম্পদ ও সামর্থ্য প্রদান করা হোক, যাতে তারা দেশে যে-কোনো ধরনের শিক্ষক

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিদানের অধিকার পায় এবং এগুলির জন্য পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারে।

(১০) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক বিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা এই শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়।

৩.৭ ❑ বর্তমান অবস্থা (Present Position) :

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-কে অনুসরণ করে বহু শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যে ৪৩০টি DIET (District Institute of Education and Training) প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলাস্তরে এলিমেন্টারি শিক্ষার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওই শিক্ষাসংক্রান্ত প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ কার্যসূচির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। একইভাবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক এবং বৃত্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এবং NCTE স্বীকৃত কলেজগুলিকে দায়িত্বে রাখার পাশাপাশি কিছু কিছু কলেজকে CTE (College of Teacher Education) এবং IASE (Institute of Advanced Studies in Education) -তে উন্নীত করে সেগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অন্য অনেক রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও পরিলক্ষিত হয় না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকার স্বীকৃত PTTI (Primary Teachers Training Institute) গুলি চলতে থাকে বরং অসংখ্য নতুন সেল্ফ ফিনান্সিং PTTI-কে অনুমোদন দানের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। DIET প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এখানে থমকে দাঁড়ায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং এর পরবর্তী প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (১৯৯২) বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য দেশের সমস্ত স্তরের শিক্ষক শিক্ষণকে ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই উদ্দেশ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে সংসদীয় আইনের দ্বারা (No. 73 of 1993) NCTE প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সনের ১৭ই আগস্ট থেকে কার্যকরী হয়। তৎকালীন NCTE যা ১৯৭৩ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করছিল তা একটি আইনানুগ সংস্থায় পরিণত হল এবং এর কাজ হল শিক্ষক শিক্ষণের পরিকল্পিত এবং সংগঠিত উন্নয়ন লাভ করা এবং শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার নিয়মাবলি ও মান নিয়ন্ত্রণ করা ও তা বজায় রাখা। এই সংস্থা আইনমাফিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রি-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নয়ন ও রক্ষাকল্পে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের স্বীকৃতির জন্য নিয়মকানুন ও মান নির্দিষ্ট করে দেয়। শিক্ষক শিক্ষণদানের জন্য পূর্ব থেকে চালু অথবা পরে চালু করার উদ্দেশ্যে যে-কোনো শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে NCTE-র স্বীকৃতি গ্রহণ এক আইনানুগ বাধ্যতামূলক বিষয় বলে গণ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির জন্যই জরুরি। ১৯৯৮ সনে উন্নত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপরেখা এই সংস্থা প্রস্তুত করে। ছাত্রভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ জি সি অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE-নির্দেশিত মান অনুযায়ী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়। পাঠক্রম রচনা ও পরীক্ষাগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয় করবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত, শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো সম্পর্কে NCTE স্পষ্ট

নির্দেশ দেয়। এইসব নিয়মকানুন অনুযায়ী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে প্রায় বছর দশেক NCTE ঢিলেঢালা ভাব দেখায় অথবা সময় নেয়। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে NCTE শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ফলে বহু শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সাময়িক অথবা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ে স্বীয় অর্থে পরিচালিত (self financing) প্রতিষ্ঠানগুলি। তবে শিক্ষক শিক্ষণের গুণমান সারা দেশে ঠিক রাখার ক্ষেত্রে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখতে প্রয়াস শুরু হয় বলা চলে।

৩.৮ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। প্রাচীন বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ ও ইসলামি শাসনাধীনে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার পরিচিতি দিন।

২। কমিটি, কমিশন, শিক্ষানীতির মন্তব্যসহ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার আলোচনা করুন।

৩। কমিটি, কমিশন, শিক্ষানীতির মন্তব্য সহ স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

৪। বৌদ্ধযুগের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী জানেন?

৫। শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে উড ডেসপ্যাচ ও স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ ও হান্টার কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখ করুন এবং তৎকালীন শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার পরিচিতি দিন।

৬। শিক্ষানীতি ১৯০৪ ও ১৯১৩ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে সরকারি প্রস্তাব কী ছিল?

৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯১৭-১৯) শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী মন্তব্য করে?

৮। স্বাধীনতার পূর্বে তিন ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা কী ছিল?

৯। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)-এর রিপোর্ট আলোচনা করুন।

১০। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)-এর মন্তব্য আলোচনা করুন।

১১। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী মন্তব্য করে?

১২। প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) আলোচনা করুন।

১৩। টীকা লিখুন :

(ক) প্রাচীন বৈদিক যুগে শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থা।

(খ) ইসলামি শাসনাধীন ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে হার্টগ কমিটি রিপোর্ট (১৯২৯)।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট (১৯৪৪)।

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে ফোর্ড ফাউন্ডেশন টিম (১৯৫৪)-এর সুপারিশ।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে পিরেস কমিটি (১৯৫৬)।

(ছ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ও তার ফলশ্রুতি।

একক ৪ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (OBJECTIVES OF TEACHER EDUCATION)

গঠন

৪.১ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠনের ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

৪.২ পরিকল্পনা কমিশনের প্ল্যান প্রোজেক্ট কমিটি (১৯৬৩)

৪.৩ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

৪.৪ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে ইউনেসকো সিদ্ধান্ত (১৯৬৮)

৪.৫ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠনে মূলগত ভাবনা

৪.৬ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৬.১ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৭ একনজরে শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.৮ এন সি ই আর টি-প্রস্তাবিত শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৮.১ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণ

৪.৮.১(ক) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৮.১(খ) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

— সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ

— বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৮.২ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৮.৩ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৮.৪ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ও কলেজীয় শিক্ষাস্তরে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠনের ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কমিশন (১৯৪৮-৪৯) (University Education Commission (1948-49) regarding formulation of the objectives of Teacher Education) :

ভারত সরকার ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে সমগ্র দেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) গঠন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন মত প্রকাশ করে যে শিক্ষকের নির্দিষ্ট কতকগুলি দায়িত্বের কথা

মাথায় রেখে তার নিরিখে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি নির্ণয় করা উচিত। কমিশনের মতে, সঠিক শিক্ষক তিনি যিনি তাঁর লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তিনি শুধু বিষয়কেই ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন শিক্ষার্থীদেরও। তাঁর সাফল্যের পরিমাপ কতজন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হল তা দিয়ে হয় না বা জ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁর অবদান দিয়েও করা যায় না। যদিও এগুলিকে একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের সাফল্য নির্ণীত হয় যাদের তিনি শিক্ষাদান করেন তাদের জীবন ও চরিত্রের গুণগত উন্নয়নের প্রতিফলনের মাধ্যমে।

৪.২ ❑ পরিকল্পনা কমিশনের প্ল্যান প্রোজেক্ট কমিটি (১৯৬৩) (Committee on Plan Projects (COPP), 1963 :

শিক্ষক শিক্ষণের বিষয় ও সমস্যাগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে প্ল্যানিং কমিশনের প্ল্যান প্রোজেক্ট কমিটি (COPP) তার খসড়া রিপোর্টে এই অভিমত প্রকাশ করে যে, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক শিক্ষকের শিশুদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা দরকার এবং সেই জ্ঞান ও উপলব্ধিকে কার্যক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতার অনভিজ্ঞতা হেতু এবং সঠিক প্রয়োগ না করতে পারার কারণে প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক শিক্ষার্থীর অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। যদিও এ কথা অনেকে মনে করেন যে কিছু শিক্ষক জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী তবু অধিকাংশ শিক্ষাবিদের মতে বেশির ভাগ যুবক যুবতী যাঁরা শিক্ষকতার পেশায় আসতে ইচ্ছুক তাঁরা যথার্থ শিক্ষক তৈরি হতে পারেন যদি তাঁরা শিক্ষণপ্রাপ্ত হন এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ যদি তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের শক্ত ভিতের ওপরে রচিত হয়। এই রকম শক্ত বনিয়াদের ভিত্তিতে রচিত শিক্ষণই বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দেওয়া উচিত। এটা হয় না বলেই দেখা যায় অন্যান্য সকল সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান সরবরাহকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতোই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিও একশ শতাংশ দক্ষ শিক্ষক প্রস্তুত করতে পারে না।

কমিটি সুপারিশ করে যে স্কুলপাঠ্য বিষয়ে এবং সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান সরবরাহ করা ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) দক্ষতা ও কৌশল অর্জন—

একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের পরিচিতি ঘটিয়ে তাদের শিক্ষাদানে দক্ষতা ও কৌশল অর্জনে সাহায্য করা।

(২) আদর্শ ও আচরণ সম্পর্কে শিক্ষণ—

অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমাজে আমরা বাস করি এবং যে সমাজের উন্নতিতে আমাদের উন্নতি সেই সমাজের আদর্শ এবং সমাজ-বাঞ্ছিত আচরণের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো।

(৩) দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আগ্রহের সৃষ্টি—

অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং বিকাশশীল অর্থনীতির অনুকূলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আগ্রহ উদ্দীপিত করা।

৪.৩ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) (Indian Education Commission (1964-66) on objectives of Teacher Education) :

সাধারণভাবে কোঠারি কমিশন রূপে পরিচিত এই কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কমিশন মনে করে শিক্ষক শিক্ষণের মূল বিষয় হল এর গুণগত মান (quality)। এর অভাবে একদিকে যেমন শিক্ষক শিক্ষণ অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় অন্যদিকে শিক্ষণে গুণগত মানের অভাব সর্বাংশে সাধারণ শিক্ষার মানের অবনমন ঘটায়।

কোঠারি কমিশন মনে করে যে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য রচনা করার আগে কোন্ কোন্ সুপরিসর সাধারণ নীতির ভিত্তিতে এটা গড়ে ওঠবে তা যদি নির্ধারণ করা যায় তবে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিরূপণ সহজ হয়ে পড়ে।

উদ্দেশ্যের বনিয়াদ রচনাকারী সাধারণ নীতিগুলি নিম্নরূপ :

(১) বিষয়জ্ঞানের পুনরাভিমুখিকরণ।
(২) পেশাগত পাঠের উজ্জীবন।
(৩) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন।
(৪) ছাত্রদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন।
(৫) বিশেষ বিশেষ কোর্স এবং কর্মসূচি গ্রহণ।
(৬) পাঠক্রমের সংশোধন ও উন্নয়ন।

এই নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি হল :

(১) শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অহিংসা, সত্যতা, আত্মশৃঙ্খলা, আত্মনির্ভরতা এবং শ্রমের মর্যাদা সৃষ্টি করা। এককথায় গান্ধি অনুসৃত মূল্যবোধ (Gandhian values) উদ্দীপ্ত করা।
(২) বিদ্যালয় এবং সমাজের (Community) মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করা এবং বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সমাজজীবন ও তার সম্পদকে সম্পৃক্ত করা এবং কাজে লাগানো।
(৩) সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে নিজেকে দেখা।
(৪) শিশুদের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের নিজেকে সমাজের পথপ্রদর্শক হিসাবে ভাবা।
(৫) প্রকৃতি, পরিবেশের সম্পদ রক্ষা করা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ও ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য সংস্কৃতি রক্ষা করা।
(৬) শিশুদের শিক্ষাগত সামাজিক প্রাক্ষোভিক ব্যক্তিগত সমস্যাবলি সম্পর্কে সঠিক উয় উপলব্ধি এবং সেই অনুযায়ী তাদের সহায়তা ও নির্দেশনা দান।

৪.৪ ❑ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে ইউনেসকো সিদ্ধান্ত ১৯৬৮ (Unesco resolution on Secondary Teacher Education 1968) :

১৯৬৮ সালের অক্টোবর ৫-এ ইউনেসকো রেজলিউশনে বলা হল যে শিক্ষক প্রস্তুতির মূল

উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ কোর্স পাঠরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, ব্যক্তিগত সংস্কৃতি উন্নয়ন, অন্যকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষমতা অর্জন, মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার নীতি সম্পর্কে সচেতনা অর্জন এবং আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। এ ব্যাপারে শিক্ষক হতে চলা শিক্ষার্থী শিখবে কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলির সাহায্য নিয়ে ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে এগুলি পালন করা যায়।

অতএব শিক্ষক শিক্ষণ বলতে সেই সকল কর্মসূচি, কৌশল ইত্যাদি বোঝায় যা আগামী দিনের একজন শিক্ষককে তার ছাত্রকে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় জ্ঞানগত (cognitive), মনঃসঞ্চালনমূলক (psychomotor) এবং আবেগমূলক (affective) শিখন দিতে সাহায্য করবে।

৪.৫ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠনে মূলগত ভাবনা (Basic Principles underlying the framing of objectives of Teacher Education) :

শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য রচনার পিছনে মূলগত ভাবনা কী সেটা আগে নির্ধারণ করা দরকার। অর্থাৎ দেখতে হবে ভারতবর্ষের মতো স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে কী ধরনের মানুষ তৈরি করতে চাই। ভাবনাগুলি এরকম হতে পারে—

(১) বিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা যে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সাহায্য করবে।

(২) ছাত্রছাত্রী শিক্ষান্তে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হবে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সঞ্চালনে সহায়ক হবে।

(৩) শিক্ষার্থীর মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক, জ্ঞানমূলক, আবেগমূলক বিকাশ ঘটবে।

(৪) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য থাকবে।

(৫) শিক্ষার্থী সামাজিকভাবে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে সমাজ পরিবর্তনের যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবে।

(৬) সাধারণ শিক্ষা শিক্ষার্থীর বিশেষ কতকগুলি বোধ, দক্ষতা ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

(৭) ছাত্রছাত্রী জ্ঞানমূলক তত্ত্বমূলক শিখনের পাশাপাশি হাতে কলমে কাজে (Learning by doing)-র মাধ্যমে শিখবে।

(৮) গতিশীল জটিল পার্থিব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিত্যনতুন আধুনিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হবে।

৪.৬ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Teacher Education) :

এই ভাবনাগুলির ওপর ভিত্তি করে আমরা শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ ও বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমে সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহের কথা আলোচনা করব।

৪.৬.১ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ (General Objectives of Secondary Teacher Education) :

শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি হল :

(ক) শিক্ষক শিক্ষণ গান্ধি অনুসৃত মূল্যবোধ যেমন অহিংসা, সত্যবাদিতা, আত্মশৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, শ্রমের মর্যাদা বিকাশে সাহায্য করবে।

(খ) পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষণে এবং ঐতিহাসিক সৌধ রক্ষণাবেক্ষণে, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিকাশে পথনির্দেশ করতে পারবে।

(গ) শিক্ষার্থী শিক্ষক (trainee-teacher)-কে ছাত্রদের এবং সমাজের নেতৃত্বদান করতে উৎসাহিত করবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ের বাইরে স্থানীয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে উদ্দীপিত করবে।

(ঙ) শিক্ষকের সাহচর্যে নিজেদের স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলায় ছাত্রদের হাতে কলমে উৎপাদনী কাজের মাধ্যমে শিখনে অনুপ্রাণিত করবে।

(চ) শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উৎসাহিত করবে।

(ছ) স্বীকৃত শিখন ও শিক্ষণ নীতির প্রয়োগে শিক্ষাদান কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

(জ) বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাম্প্রতিকতম ধারা এবং শিক্ষণকৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে।

(ঝ) মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যোগাযোগ, মনঃসঞ্চালনমূলক দক্ষতা ও সামর্থ্যের সাহায্যে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অবহিত করবে—কীভাবে যোগ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে ছাত্রদের শিখনের উন্নতি ঘটানো যায়।

(ঞ) শিখন ও শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষককে আবিষ্কারে ও অ্যাকশন রিসার্চ প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

৪.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives of Secondary Teacher Education) :

সাধারণ উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তিনটি উদ্দেশ্যকে বিশেষ উদ্দেশ্য রূপে চিহ্নিত করা যায়।

(১) **পারস্পরিক বোঝা পড়ার উন্নয়ন (Development & Understanding) :**

(i) মানবিক সমস্যা ও সম্পর্ক বুঝতে সমাজের গঠন এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

(ii) শিশুকে বোঝা, তার বিকাশ ও শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

(iii) বিকাশশীল শিশু (growing child)-র সমস্যা অনুধাবন করা।

(iv) বিদ্যালয় সংগঠন ও প্রশাসন সম্পর্কিত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

(v) বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(২) দক্ষতার উন্নয়ন **(Development of Skills) :**

(i) নির্দিষ্ট মেথড বিষয়ের শিক্ষণে বিভিন্ন শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়া।

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক উদ্দেশ্যগুলি পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে রূপদান করতে সমর্থ হওয়া।

(iii) কিছু কিছু সহজ মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করতে শেখা।

(iv) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সংগঠনে সমর্থ হওয়া।

(v) কার্যকরী সংযোগ (effective communication) রক্ষার দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।

(৩) মনোভাবের উন্নয়ন **(Development of Attitude) :**

(i) শিশুদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষকরা গড়ে উঠবেন নির্দেশনাদানে সহায়ক মনস্করূপে (Guidance-minded)।

(ii) শিক্ষকতা পেশার প্রতি স্বাস্থ্যসম্মত, সহায়ক, সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন।

(iii) প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল, উপযোগী, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক মনোভাব গঠন।

(iv) সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানমনস্ক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

৪.৭ ❑ এক নজরে শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teacher Education at a glance) :

(১) শিশুর প্রকৃতিকে জানা **(Understanding the nature of the child) :**

শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর প্রকৃতিকে সঠিকভাবে বোঝা অর্থাৎ তার সামর্থ্য, প্রবণতা, বিকাশস্তর, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট, উৎসাহ (ambitions) প্রভৃতি। এগুলি শিক্ষককে শিশুর সমস্যাগুলি বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং সেই ভাবে তাদের উন্নত সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে সাহায্য করে।

(২) শিখন ও শিক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান **(Knowledge of Learning and Teaching) :**

শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষককে শিখন ও শিক্ষণের নীতি, কৌশল ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে শেখায়। এগুলি শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল, দর্শন ও শ্রুতি সহায়ক উপকরণ ও নির্দেশনাদানে সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহার শেখায়। এগুলি পাঠটীকা গঠনে ও পাঠদানে শিক্ষককে সাহায্য করে।

(৩) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সংগঠনে জ্ঞান **(Knowledge of organising co-curricular activities) :**

শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষককে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সংগঠন, পরিদর্শন ও অংশগ্রহণে সাহায্য করে।

(৪) নির্দেশনা কর্মসূচি সংগঠনে জ্ঞান **(Knowledge of organising Guidance) :**

শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে নির্দেশনা কর্মসূচি সংগঠনে শিক্ষককে সাহায্য করে।

(৫) মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান (Knowledge of methods of evaluation) :

শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষককে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে যাচাই ও মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

(৬) উন্নত পরিকল্পিত শিক্ষার প্রাক্-শর্ত (Pre-requisite to better planned education) :

শিক্ষাকে আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ ও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ কাজ করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনা বাতলাতে পারে। ফলত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার চরিত্রের অনেকটাই নির্ধারণ করতে পারে।

এইভাবে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষক শিক্ষণ মূলত দুটি লক্ষ্যপথে ধাবিত হয়।

(১) ছাত্রদের জ্ঞানদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় শিক্ষকদের সমৃদ্ধ করা।

(২) আগ্রহ ও মনোভাবের বিকাশ ঘটানো যার সাহায্যে খুব সহজেই শিশুদের সার্বিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৪.৮ ❑ এন.সি.ই.আর.টি.-প্রস্তাবিত শিক্ষক শিক্ষণের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives to Teacher Education as evolved by NCERT) :

অসংখ্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভায় গভীর আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতিতে এন.সি.ই.আর.টি-র শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের কী উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে। এই স্তরগুলি প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪.৮.১ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণ (Pre-Primary Teacher Education) :

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে এন. সি. ই. আর. টি. খুব য- সহকারে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করে। এই স্তরের শিশুরা গৃহ পরিবেশেই অনেকটা বেড়ে ওঠে। অনুকরণের মাধ্যমে শেখে। আপনা আপনি প্রকৃতিতে বিকশিত হতে চায়।

৪.৮.১(ক) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Pre-Primary Teacher Education) :

এই স্তরের শিশুদের বয়স ধরা হয় ২$\frac{১}{২}$ থেকে ৫ বছর বয়সি। এই শিশুদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। সর্বঙ্গীণ বিকাশ বলতে বোঝায়—

১। স্বাস্থ্য, শরীর ও গতিশীলতার বিকাশ।

২। আবেগমূলক ও সামাজিক বিকাশ।

৩। জ্ঞানমূলক বিকাশ বা বুদ্ধি ও ভাষার বিকাশ।

৪। নান্দনিক বিকাশ।

এই প্রত্যেকটি বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই স্তরের বিকাশে গৃহেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সেজন্য এই স্তরের শিশুদের বিকাশকে কার্যকরী ও সার্থক করতে গৃহ ও পার্শ্ববর্তী সমাজের সহযোগিতা গ্রহণ করা শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক জরুরি কর্তব্য।

৪.৮.১(খ) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Pre-Primary Teacher Education) :

সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ (General objectives) :

(ক) **দর্শন ও সমাজবিদ্যা :** প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার দর্শন ও সমাজবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষক (trainee teacher)-কে অবহিত করা যাতে তিনি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এর মাধ্যমে সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেন।

(খ) **নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহ :** শিশুর বৃদ্ধি বিকাশের নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহ জানতে সাহায্য করা।

(গ) **প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি ও বিকাশ :** দেশ বিদেশের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা।

(ঘ) **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কল্যাণ :** শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কল্যাণ সম্পর্কিত কর্মসূচি সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অবহিত করা এবং শিশু পরিসেবায় এ বিষয়ে কর্মসূচি নিতে দক্ষতার সৃষ্টি করা।

(ঙ) **প্রাত্যহিক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান :** পারিপার্শ্বিক সমাজে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চার করা যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষক পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন এবং তাঁর অধীনের শিশুদের সেই জ্ঞান সরবরাহ করতে পারেন।

(চ) **সৃজনশীলতার বিকাশ :** শিক্ষার্থী শিক্ষককে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের উপায় সম্বন্ধে অবহিত করা যাতে তিনি এর সাহায্যে শিশুদের সৃজনশীল শিল্পকলায় উৎসাহিত করতে পারেন।

(ছ) **পদ্ধতি, অনুশীলন, উপকরণ, নীতিসমূহ :** শিক্ষার্থী শিক্ষককে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি, দৈনন্দিন অনুশীলন, উপকরণ ও সাংগঠনিক নীতিসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা যার সাহায্যে শিক্ষাদানকালে যথার্থভাবে তিনি দৈনন্দিন ব্যবহারে সেগুলি কাজে লাগাতে পারেন।

(জ) **পিতামাতা ও সমাজের ভূমিকা :** প্রাক্-প্রাথমিক শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পিতামাতা ও পরিবেশের অনস্বীকার্য ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অবহিত করা এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিতকরণ।

(ঝ) **পেশাগত বাধ্যবাধকতা ও অধিকার :** পেশাগত দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষার্থী শিক্ষক সচেতন করা এবং নিজ পেশার প্রতি যথার্থ মনোভাব গড়ে তোলা।

(ঞ) **পেশাগত বৃদ্ধি ও বিকাশ :** শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন পেশাগত বৃদ্ধি ও বিকাশের বাঞ্ছনীয়তা (desirability)-র মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ **(Specific Objectives) :**

(ক) প্রাক্-শৈশব (Early childhood) কালীন শিক্ষা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন।

(খ) পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের মূলনীতি সম্বন্ধে বোধের বিকাশ ঘটানো।

(গ) এই বোধ ও জ্ঞানকে ভারতের গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র শিশুদের শিক্ষায় কাজে লাগানো।

(ঘ) শিক্ষকের মধ্যে দক্ষতা, বোধ, আগ্রহ ও মনোভাবের উদ্দীপন যার সাহায্যে তিনি তাঁর অধীনে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে কাজে লাগাতে পারেন।

(ঙ) বাচনিক যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ানো যার ফলে শিক্ষক গল্প বলা, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা সহযোগে বাস্তব চিত্র ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

(চ) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ কীভাবে ঘটানো যায় সে সম্পর্কে অবহিত করা।

(ছ) শিক্ষার্থী শিক্ষককে পন্থা প্রকরণ সম্পর্কে অবহিতকরণ কীভাবে শিশুর শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাকে গান, আবৃত্তি, নাটক, খেলা, কর্ম-অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীল শিল্পকলার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়।

(জ) ফেলে দেওয়া ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে দর্শন সহায়ক উপকরণ তৈরি করার কৌশল শেখানো।

(ঝ) শিশুর গৃহপরিবেশকে বোঝা এবং পারস্পরিক স্বার্থে গৃহ ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাঞ্ছনীয় সংযোগ গড়ে তোলা।

(ঞ) সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৪.৮.২ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objective of Teacher Education for Primary Stage) :

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা, গণিত, এবং পরিবেশ পাঠ সম্পর্কিত প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং সেগুলি শেখানোতে দক্ষতা অর্জন।

(২) প্রথাবদ্ধ ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষণ পরিস্থিতিতে উপরিউক্ত বিষয়গুলি শেখানোর জন্য শিখন পরিস্থিতি নির্বাচন ও সংগঠন করতে শেখা।

(৩) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, আনন্দদায়ক কাজসংক্রান্ত, কর্ম-অভিজ্ঞতা, শিল্পকলা (art), সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দক্ষতা অর্জন যাতে সেগুলি সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায়।

(৪) এই স্তরের শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট বোধের বিকাশ।

(৫) শিশু শিক্ষা ও সমন্বিত শিক্ষা (integrated education) সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন।

(৬) মুখ্য শিক্ষণনীতিগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যা শিক্ষককে জ্ঞানগত, মনঃসঞ্চালনগত (psychomotor) এবং দৃষ্টিভঙ্গিজনিত শিক্ষণে সাহায্য করবে।

(৭) পারস্পরিক মঙ্গলের স্বার্থে, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে গৃহ, সমবয়সি দল (peer group) এবং সমাজের (community)-র ভূমিকা বোঝা।

(৮) সহজ প্রকৃতির অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন।

(৯) 'সমাজ পরিবর্তনের বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত করা।

৪.৮.৩ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Teacher Education for Secondary Stage) :

(ক) যে বিষয়ে শিক্ষক বিশেষজ্ঞ, নয়া পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ও শিক্ষণ ও শিক্ষণের স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে সেগুলি শ্রেণিকক্ষে শেখানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন।

(খ) শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, বোধ, উৎসাহ ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে গড়ে তোলা।

(গ) স্বাস্থ্য, শারীর শিক্ষা, খেলাধুলা, অন্যান্য আনন্দদায়ক কার্যাদি ও কর্ম-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন।

(ঘ) বিদ্যালয়ে সাধারণ ও বিশেষ বিষয় পড়ানোর জন্য নতুন নতুন শিখন অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি উদ্ভাবন, নির্বাচন ও সংগঠনে দক্ষতা অর্জন।

(ঙ) জ্ঞানমূলক, মনঃসঞ্চালনমূলক ও দৃষ্টিভঙ্গিজনিত শিখন (attitudinal learnings)-এর স্বার্থে বৃদ্ধি ও বিকাশের মনোবৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ, ব্যক্তিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের নীতিসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

(চ) ব্যক্তিগত এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যায় শিশুদের পথনির্দেশক ও পরামর্শদাতা হিসাবে বিকশিত করার যোগ্যতা অর্জন।

(ছ) পারস্পরিক কল্যাণের স্বার্থে, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে, গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে গৃহ, সমকক্ষ দল ও সমাজের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিতকরণ।

(জ) অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প ও অ্যাকশন রিসার্চ প্রকল্প গ্রহণ করতে শেখানো।

(ঝ) সমাজ পরিবর্তনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা।

৪.৮.৪ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এবং কলেজীয় শিক্ষাস্তরে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Teacher Education for Higher Secondary and Collegiate Stage) :

(১) শিক্ষক যে বিশেষ বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী সেই বিষয়ের জ্ঞানকে ভিত্তি করে এবং শিখন ও শিক্ষণের আধুনিক স্বীকৃত নীতিকে অবলম্বন করে এবং সাম্প্রতিকতম শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারে বিষয়টিকে ছাত্রের কাছে উপস্থাপিত করতে শেখানো।

(২) যথাযথ শিখন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক বিষয় উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানমূলক ও মনঃসঞ্চালনমূলক দক্ষতা অর্জন করতে শেখানো।

(৩) ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা এবং গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৪) অ্যাকাডেমিক ও বৃত্তিগত বিষয়সমূহ পাঠদানের জন্য 'শিক্ষাগত প্রযুক্তি বিজ্ঞান' (educational technology)-র ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে শেখানো।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালের জৈব-মানসিক-সামাজিক চাহিদা ও সমস্যাগুলি বুঝতে টিচার-ট্রেনিকে সাহায্য করা যাতে সে কৈশোরকালের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত সমস্যাগুলির সমাধানে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশ দান করতে পারে।

(৬) অন্য শিক্ষাস্তরের মতো একইভাবে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিতকরণ।

(৭) শিক্ষা ও অন্যান্য বিশেষায়িত বিষয়ে (specialised subject areas) পরীক্ষামূলক প্রকল্প, অ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট, গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহদান।

৪.৯ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। ভারতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী কী?

২। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

৩। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। ভারতে উচ্চমাধ্যমিক তথা কলেজীয় শিক্ষাস্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী কী?

৫। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি কী হওয়া উচিত?

৬। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

৭। এন. সি. ই. আর. টি. কোন্ কোন্ স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য রচনা করে? এই সূত্রে এই সংস্থা প্রস্তাবিত প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করুন।

৮। কোন্ মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য রচনা করা যায়?

৯। টীকা লিখুন :

(ক) শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠন সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)।

(খ) পরিকল্পনা কমিশনের প্ল্যান প্রজেক্ট কমিটি (১৯৬৩)-নির্ধারিত শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য-সমূহ।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য গঠনে সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)।

(ঘ) শিক্ষক প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইউনেসকো রেজলিউশন ১৯৬৮।

একক ৫ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থাপক সংস্থাসমূহ (MANAGING AGENECIES OF TEACHER EDUCATION)

গঠন

৫.১ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

৫.১.১ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

৫.১.১.১ মূল কাজ

৫.১.১.২ শিক্ষক শিক্ষণ কমিটি

৫.১.১.৩ গবেষণা কাজ

৫.১.১.৪ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস

৫.১.২ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ

৫.১.২.১ NCERT-র বিভাগসমূহ

৫.১.২.২ কাজ

৫.১.২.৩ রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন

৫.১.২.৪ শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ (DTE)

৫.১.৩ শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় সংস্থা

৫.১.৪ কম্প্রিহেনসিভ কলেজেস অফ এডুকেশন

৫.১.৫ ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৫.১.৬ শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চা কেন্দ্র

৫.১.৭ সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার জাতীয় পরিষদ

৫.১.৮ শিক্ষক শিক্ষার জাতীয় পরিষদ

৫.১.৮.১ গঠন

৫.১.৮.২ রিজিওনাল কমিটি

৫.১.৮.৩ NCTE-র কার্যাবলি

৫.১.৮.৪ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতিদান

৫.২ রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ

৫.২.১ SCERT

৫.২.২ SBTE

৫.২.৩ UNIVERSITY DEPTS of Education

৫.২.৪ SIE

৫.২.৫ Extension Service Centres

৫.৩ অনুশীলনী

৫.১ ❑ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Central Managing Agencies) :

৫.১.১ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (University Grants Commission—U.G.C.) :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা (National level Agency)। ১৯৫৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় আইনবলে ইউ.জি.সি. প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বছর পর ১৯৫৬ সালে এটি স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। কয়েকজন অবৈতনিক সাম্মানিক (honorary) সদস্য ছাড়াও এটি একজন পূর্ণসময়ের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হয়।

৫.১.১.১ কমিশনের মূল কাজগুলি নিম্নরূপ :

(i) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির আর্থিক প্রয়োজন খতিয়ে দেখে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া।
(ii) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিকাশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণের (maintainance) জন্য অনুদান দেওয়া।
(iii) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের আয়ত্তাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুদান দেবার নিমিত্ত নীতি নির্দেশিকা (guide lines) স্থির করতে সাহায্য করা।
(iv) স্থাপনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন খাতে আর্থিক অনুদান দেওয়া।
(v) আর্থিক সাহায্য প্রসারণের দ্বারা উন্নতমানের গবেষণা ও শিক্ষকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
(vi) আর্থিক সাহায্য করে কলেজকে যে-কোনও নতুন কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্দীপিত করা।
(vii) কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাকর্মে ফেলোশিপ প্রদান করা এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নতুন প্রকল্পে গবেষণামূলক কাজে উদ্দীপ্ত করতে অর্থসাহায্য করা।
(viii) সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট নীতি নির্দেশিকা মান্যতার ভিত্তিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দেওয়া।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইউ.জি.সি. এমন একটি সংস্থা যা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দেয় বা অর্থ বরাদ্দ করে। ইউ.জি.সি-র মুখ্য দায়িত্ব হল উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখা এবং তার প্রসারণ।

৫.১.১.২ শিক্ষক শিক্ষণ কমিটি (Teacher Education Committee) :

শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে ইউ.জি.সি.-র একটি আলাদা প্যানেল বা কমিটি আছে। এটি সাতজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। সদস্যগণ সমগ্র ভারত থেকে মনোনীত হন। এদের কাজ হচ্ছে—

(ক) শিক্ষক শিক্ষণের কাজে যুক্ত টিচার এডুকেটরদের মধ্য থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করা।
(খ) বিদ্যালয় পাঠক্রমের উপযুক্ত শিক্ষাকাজে প্রয়োজনীয়, লার্নিং মেটেরিয়াল তৈরির ব্যবস্থা করা।
(গ) প্রতিবেশী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নের স্বার্থে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা।
(ঘ) পরিবেশ ও জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাকাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওয়াকিবহাল করা।
(ঙ) ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের জন্য ইনটার-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের সুপারিশ করা।

(ছ) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইনটার-ডিসিপ্লিনারি সেমিনারের ব্যবস্থা করা এবং এখানে যোগ দিলে শিক্ষার্থী শিক্ষককে ক্রেডিট প্রদান করা।

(জ) ইনটার-ডিসিপ্লিনারি সেমিনার ও অন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে যোগদানের জন্য নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভ্রমণভাতা দেবার ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমেরিটাস ফেলোশিপ দেবার ব্যবস্থা করা।

(ঞ) পারস্পরিক বিনিময় কর্মসূচি (Inter change programme)-তে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বক্তৃতা দেবার জন্য ভাতা দেওয়া।

৫.১.১.৩ গবেষণা কাজ (Research works) :

ইউ.জি.সি. শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে কাজে লাগে এরকম গবেষণামূলক কাজে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই গবেষণা পরিচালিত করবেন বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষকগণ। সহায়ক হিসাবে সহায়কভাতা প্রদান করে কিছু রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত করা যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থাভাবে প্রকল্প বন্ধ না হয়ে যায় তা দেখা। প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত নতুন নতুন কৌশল নির্মাণ ও গবেষণার জন্য বই, অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রয়োজনে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ৩৫ বছরের কম বয়স্ক পি.এইচ.ডি. বা পোস্ট ডক্টোরাল ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের 'কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' স্বরূপ আরও গবেষণার জন্য পূর্ণ বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা তিন বছরের জন্য মঞ্জুর করা হয়।

৫.১.১.৪ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস (Centre for Advanced Studies) :

ভারতবর্ষে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের স্বার্থে ইউ.জি.সি. উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক বিষয়ের বিভিন্ন শাখার জন্য প্রাগসর পাঠচর্চাকেন্দ্র (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস্) স্থাপন অনুমোদন করে। ইউ.জি.সি., বরোদার মহারাজা শিবাজী রাও ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিভাগকে শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চাকেন্দ্র (Centre for Advanced Studies in Education CASE) হিসাবে মনোনয়ন দেয়। এ বিষয়ে পরে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১.২ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (National Council of Educational Research and Training—NCERT) :

এই সংস্থাটি বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই পরিষদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা সংস্থা (National Institute of Teacher Education—INTE), শিক্ষামূলক কৃৎকৌশল বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Institute of Educational Technology—CIET), চারটি রিজিওনাল কলেজেস অফ এডুকেশন (Regional Colleges of Education—RCE)।

৫.১.২.১ NCERT-র বিভাগসমূহ :

NCERT-র বহু বিভাগ এবং ইউনিট আছে।

এগুলি হল :

(i) সাইকোলাজিকাল ফাউন্ডেশন ডিপার্টমেন্ট।
(ii) সায়েন্স এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।
(iii) ফিলোসফিকাল ফাউন্ডেশন ডিপার্টমেন্ট।
(iv) ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ড সার্ভিসেস্।
(v) এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ইন্নোভেশন সেল (ERIC)।
(vi) ডিপার্টমেন্ট অফ টিচার এডুকেশন (D.T.E)।
(vii) ডিপার্টমেন্ট অফ কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট্ বুকস্।
(viii) বেসিক এডুকেশন অ্যান্ড প্রাইমারি এডুকেশন।
(ix) ডিপার্টমেন্ট অফ অডিওভিসুয়াল এডুকেশন।
(x) বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ।
(xi) কর্ম-অভিজ্ঞতা ও বৃত্তিমুখিকরণ বিভাগ।
(xii) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিভাগ।
(xiii) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা।
(xiv) নির্দেশনা ও পরামর্শদান বিভাগ (Guidance & Counselling) ইত্যাদি।

৫.১.২.২ কাজ (Functions) :

এন.সি.ই.আর.টি.র প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ :

(ক) এন.আই.ই. (NIE)-র প্রশাসন দেখা।
(খ) আর.সি.ই (RCE)-Regional College of Education গুলির প্রশাসন দেখা।
(গ) রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ইন-সার্ভিস এবং প্রি-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণে নেতৃত্ব দেওয়া।
(ঘ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাগত গবেষণা পরিচালনা করা।
(ঙ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উন্নত মানের নির্দেশনামূলক উপাদান (Instructional material) প্রস্তুত করা এবং প্রকাশ করা এবং এগুলি ব্যবহারে নির্দেশনা দান।
(চ) বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতমানের প্রতিভা বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা।
(ছ) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অর্পিত বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়নের জন্য যে-কোনও দায়িত্ব পালন করা, এর মধ্যে আছে শিক্ষার সর্বস্তরে গবেষণার ব্যবস্থা করা, উন্নত পর্যায়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতির জ্ঞানবিস্তার, শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
(জ) বুনিয়াদি শিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করা এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প রূপায়ণ করা।
(ঝ) পেশাগত শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্বার্থে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

৫.১.২.৩ রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন (Regional Institutes of Education—RIE) :

এন.সি.ই.আর.টি. মহীশূর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর এবং আজমেঢ় চারটি শিক্ষার নিমিত্ত আঞ্চলিক কলেজ স্থাপন করেছে।

আয়ত্তাধীন এলাকাগুলি হলো—

(ক) আজমেঢ়— জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড।

(খ) ভোপাল— মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়, গোয়া, দমনওদিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি।

(গ) ভুবনেশ্বর— ঝাড়গ্রাম, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর এছাড়াও বর্তমানে শিলং এ আরেকটি RIE স্থাপন হয়েছে। তার অধীনে রাজ্যগুলি হোল আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, সিকিম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলপ্রদেশ।

(ঘ) মহীশূর— অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরল।

রিজিওনাল কলেজগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল—

(১) সুসংহত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণে উৎকর্ষতা অর্জন করা।

(২) যার যার নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নে এবং বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিতে এক্সটেনশন সার্ভিস প্রদান করা ও উন্নয়ন করা।

উপরিউক্ত মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও রিজিওনাল কলেজগুলির অন্যান্য কাজগুলি হল—

(১) শিক্ষক শিক্ষণে ইনটার-ডিসিপ্লিনারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) টিচিং-এ ইনটার্নশিপ-এর ব্যবস্থা করা।

(৩) শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দান করা এবং আত্মনির্ভরতা ও স্বশিক্ষার অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা।

(৪) শিক্ষার্থী শিক্ষক (trainee teacher)-দের বৌদ্ধিক, সামাজিক, শিক্ষা (নির্দেশনা) গত বিকাশে সাহায্য করা।

(৫) রিজিওনাল কলেজগুলির নিজেদের মধ্যে এবং NIE-র সঙ্গে সবরকম আদানপ্রদান ও বিনিময় কর্মসূচি (Exchange programme)-র ব্যবস্থা করা।

কলেজগুলি যে কোর্সগুলি পরিচালনা করে সেগুলি হল :

(i) এক বছরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

(ii) শিক্ষকদের জন্য শিল্পকেন্দ্রিক হাতের কাজ (Industrial craft) শিক্ষণের জন্য দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

(iii) করেসপন্ডেন্স্ কোর্সের মাধ্যমে ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ।

(iv) শিক্ষক শিক্ষণে চার বছরের সমন্বিত শিক্ষণ কর্মসূচি।

চার বছরের এই কোর্সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর ভর্তি হওয়া যায়। বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সেই জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ, উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন কৌশল শেখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষাদানের দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধ শিখনে জোর দেওয়া হয়। কোর্স

শেষে বি.এস.সি-বি.এড অথবা বি.এ.-বি.এড ডিগ্রি দেওয়া হয়। পাঠক্রমে বিষয় অনুযায়ী বন্টনের শতকরা মাত্রা এইরকম—

(ক) সাধারণ শিক্ষা শতকরা ১৯ ভাগ।

(খ) কনকারেন্ট কোর্স শতকরা ৫৯ ভাগ।

(গ) বৃত্তিমুখি শিক্ষা শতকরা ২২ ভাগ।

সাধারণ শিক্ষায় থাকে—ভাষা (আঞ্চলিক, ইংরেজি), সমাজবিদ্যা, গণিত, গড়বিজ্ঞান, আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা। কনকারেন্ট পাঠক্রমে মেথড বিষয়ে বিষয় পাঠ (content) এবং পদ্ধতিবিদ্যা (methodology) পড়তে হয়।

বৃত্তিমুখি পাঠক্রমে শিখতে হয় মনোবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিদ্যা, শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা, নির্দেশনা ও মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষা।

প্রত্যেকটি রিজিওনাল কলেজের অধীন ডেমনস্ট্রেশন স্কুল থাকে যেখানে শিক্ষামূলক পরীক্ষা ও গবেষণা কাজ চালানো যায়। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সুসমন্বিত এবং সংবদ্ধভাবে শেখানো যায়। এই স্কুলগুলোতে শেখানো হয় 'কী শেখানো হবে' এবং 'কেমন করে শেখানো হবে'।

৫.১.২.৪ শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ (Department of Teacher Education—D.T.E) :

আমরা আগেই জেনেছি NCERT-র বহু বিভাগ ও ইউনিট আছে। এগুলির মধ্যে একটি হল শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ। এই বিভাগটির আলোচনা করা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ (DTE)-এর বহুবিধ কাজ নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের বিকাশ এবং পদ্ধতিসমূহের অনুশীলন।

এজন DTE, NCTE-র Frame work অনুসরণে পাঠক্রম রচনায় দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেবে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত অনুশীলনের বই, পাঠ্যপুস্তক রচনা করার দায়িত্ব এই বিভাগ গ্রহণ করবে। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিয়মাবলি প্রণয়নে সাহায্য করবে।

(২) চাকরিকালীন শিক্ষা (In-service education), প্রশিক্ষণ (training) এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচি (extension programme)-র ব্যবস্থা করা।

এজন্য শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের কাজ হল—

(ক) বিদ্যালয় ভিত্তিক চাকরিকালীন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(খ) অণুশিক্ষণে (Micro-teaching)-এ ওরিয়েন্টেশন কোর্স করা।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণে সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(ঘ) টিচিং মডেলের ওপর ওরিয়েন্টেশন কোর্স করা।

(ঙ) মূল্যবোধ শিক্ষায় শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(চ) SCERT এবং শিক্ষক শিক্ষণের রাজ্য বোর্ডগুলির বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

(৩) শিক্ষক শিক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত স্কিমগুলিকে সহায়তা দান করা—
এবং এর জন্য :

(i) DIET (District Institute of Teacher Education), CTE (Colleges of Teacher Education) এবং IASE (Institute of Advanced Studies in Education) গুলিকে গাইডলাইন দেওয়া।

(ii) SCERT গুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

(iii) শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পুস্তক তালিকা তৈরি করা, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, সাইকোলজি ল্যাবরেটরি ঠিকমত তৈরিতে সাহায্য করা, কম্পিউটার শিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা, এডুকেশনাল টেকনোলজি, আর্ট এডুকেশন পাঠাগার, ছাত্রাবাস, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা।

(iv) বিদ্যালয় শিক্ষকদের গণ অভিমুখিকরণ কর্মসূচি (Programme of Mass orientation of School Teachers—PROST) রূপায়িত করা।

(v) ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, SCERT, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও শিক্ষণ বিভাগ, কলেজের অফ এডুকেশনগুলির তথ্য সম্বলিত পুস্তক (Directory) প্রকাশ করা।

(vi) টিচিং মডেলে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন কৌশল রূপায়ণে গবেষণা করা।

(vii) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রমের বিকাশ সাধন করা, হাতে কলমে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের উদ্ভাবন, প্রতিবন্ধী শিক্ষক শিক্ষণের জন্য টিচিং মডেল তৈরি করা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, কম্পিউটারে শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য উপকরণ (টুলস্) চিহ্নিত করা এবং এদের মূল্যায়ন করা।

(viii) PROST-এর জন্য ভিডিও ফিল্ম তৈরি করা। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিধান ও বিশ্বকোশ তৈরি করা ইত্যাদি।

৫.১.৩ শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় সংস্থা (National Institute of Educational Planning and Administration—NIEPA) :

কার্যসমূহ

শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ জাতীয় সংস্থা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হলো—

(ক) শিক্ষণ সুবিধার জোগান (Providing training facilities) : শিল্পপরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষণ সুবিধার জোগান দেওয়া।

(খ) শিক্ষা প্রশাসন ও পরিকল্পনা ক্ষেত্রে পাঠ ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন (Integrating Educational studies and researches) : শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের সম্পর্কিত বিষয়মূলক পাঠ ও গবেষণা সমন্বিত করা।

(গ) সেমিনার ও ওয়ার্কশপ (Seminars & Workshop) : শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) সম্প্রসারণ কর্মসূচি (Extension Programmes) : শিক্ষাপরিকল্পনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিকাশ ও নব উদ্ভাবনের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই কর্মসূচির অঙ্গ

হিসাবে জার্নাল, বই, পুস্তিকা প্রকাশ করা। তত্ত্ব ও ব্যাবহারিক বিষয়ে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশ করা।

(ঙ) উন্নত ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতি (Contacts) : উন্নত দেশগুলির শিক্ষার পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক পরিচিত হয়ে সেগুলি দেশে কাজে লাগানো।

(চ) নির্দেশনা (Guidance) : শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে নির্দেশনার ব্যবস্থা করা।

(ছ) অভিমুখিকরণ কর্মসূচি (Orientation Programme) : পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নব নব বিকাশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে এবং সচেতনতা আনতে মাঝে মাঝেই দেশের শিক্ষা প্রশাসকগণের জন্য অভিমুখিকরণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

(জ) মূল্যায়ন : শিক্ষা প্রশাসনে ও পরিকল্পনায় নব নব উদ্ভাবনের বিষয়গুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।

৫.১.৪ কম্প্রিহেনসিভ কলেজেস অফ এডুকেশন (Comprehensive Colleges of Education) :

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা মহাবিদ্যালয় বা কম্প্রিহেনসিভ কলেজেস্ অব্ এডুকেশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। যেখানে একটি ট্রেনিং কলেজে সাধারণত একটি শিক্ষাস্তর (যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক অথবা একটি নির্দিষ্ট বিষয়)-এর জন্য শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সেখানে প্রস্তাব করা হয় কম্প্রিহেনসিভ কলেজ হবে এমন একটি ট্রেনিং কলেজ যেখানে একই ছাদের তলায় বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য এবং বিভিন্ন বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষাদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করা যাবে। কম্প্রিহেনসিভ কলেজ অফ এডুকেশন হল সর্বশিক্ষা স্তরভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ একটি শিক্ষণ কলেজ। প্রথম এই ধরনের কাজের জন্য এই ধরনের কলেজ স্থাপন করতে প্রস্তাব আসে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব টিচার এডুকেটরস্ (NATE) এবং এন.সি.ই.আর.টি.র যৌথ ব্যবস্থাপনায় গঠিত বরোদা স্টাডি গ্রুপ অব টিচার এডুকেশনের কাছ থেকে। কোঠারি কমিশনও এই ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা স্বীকার করে। এই কলেজগুলিতে শিক্ষার কাল বিভিন্ন কোর্সের জন্য এক বছর, দুবছর অথবা চার বছর হয়ে থাকে।

৫.১.৫ ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Language Institutes) :

ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে সে ব্যাপারে শিক্ষকদের অবহিত করতে নির্দিষ্ট ভাষাভিত্তিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান, আগ্রা।

(২) কেন্দ্রীয় ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Central Institute of English Language and Literature)—হায়দ্রাবাদ, কলকাতা।

(৩) ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (Central Institute of Indian Languages)—মহীশূর।

(৪) ভাষা শিক্ষকদের জন্য রাজ্যভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র—তামিলনাড়ু।

(৫) সংস্কৃত ও কন্নড় ভাষা শিক্ষার শিক্ষাদানের জন্য রাজ্য ভিত্তিক কেন্দ্র—কর্ণাটক।
(৬) কিছু অহিন্দিভাষী রাজ্য হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য হিন্দী শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫.১.৬ শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চাকেন্দ্র (Centre of Advanced Studies in Education—CASE) :

আগেই বলা হয়েছে যে, ইউ.জি.সি. গুজরাটের বরোদায় অবস্থিত মহারাজা শিবাজী রাও ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিভাগকে শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চা কেন্দ্র হিসাবে প্রথম মনোনয়ন দেয়। ইউ.জি.সি. পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে, হরিয়ানায় কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে CASE স্থাপনে অনুমোদন দেয়। এই প্রাগ্রসর পাঠচর্চা কেন্দ্রগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষকতার মান উন্নয়ন ও গবেষণার অগ্রসরমানতার স্বার্থে ব্যবস্থা নেয়। এটি সারাভারতে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকদের দলবদ্ধ কাজে উৎসাহ দেয়। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে CASE-এর প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ—

(১) শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে সহযোগিতামূলক দলবদ্ধ গবেষণা প্রকল্পে উৎসাহ দেওয়া।
(২) জার্নাল ও পুস্তিকা প্রকাশ করে টিচার এডুকেটর, শিক্ষা পরিকল্পনাকারী ও প্রশাসকদের মূল্যবান ও অগ্রসরমান তথ্য সরবরাহ করা।
(৩) সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
(৪) গবেষক, স্কলার ও শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তা দান।
(৫) এন.সি.ই.আর.টি, এন.সি.টি.ই এবং ইউ.জি.সি-র সহযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি (Extension programmes in Education) সংগঠিত করা।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল বরোদার এম.এস. ইউনিভার্সিটির 'শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চা কেন্দ্র' সারা ভারতে অবস্থিত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব গবেষণা হয়েছে তা সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে প্রফেসর এম.বি.বুচ (Prof. M.B. Buch)-এর সম্পাদনায় এডুকেশনাল রিসার্চ সার্ভে—প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর NCERT এই 'Research survey in Education' গুলি প্রকাশ করে চলেছে। এগুলি থেকে শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে কতগুলি গবেষণা কাজ হয়েছে এবং তার মান কী রকম সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় এবং বর্তমান গবেষকগণ এর সাহায্য নিয়ে তাঁদের পরবর্তী গবেষণা কাজে এগোতে পারে।

৫.১.৭ সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার জাতীয় পরিষদ (Indian Council of Social Science Research—ICSSR) :

সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং পরিকল্পিতভাবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে প্ল্যানিং কমিশন একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ICSSR নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা (Autonomous Organisation) স্থাপনে সুপারিশ করে। সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে এই সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার কাজ হল সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার বিস্তৃতি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাতে এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হয়।

(১) পূর্বে কৃত সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণামূলক বিষয়গুলির প্রয়োগ ক্ষেত্রে সফলতা যাচাই করে দেখা এবং তৎসংক্রান্ত নির্দেশনা দান।

(২) সমাজবিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণার জন্য এবং এই ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলি রূপায়িত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক অনুদান ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

(৩) এই ক্ষেত্রে পূর্ণ সময়ের গবেষকদের স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ দেবার ব্যবস্থা করা।

(৪) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের জন্য এবং নতুন নতুন পাঠদান পদ্ধতি (methodology) উদ্ভাবনের জন্য অভিমুখিকরণ কর্মসূচি (Orientation Programmes), সেমিনার কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

(৫) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মধ্যে গবেষণায় আন্তর্শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আন্তর্শৃঙ্খলা গবেষণা (Interdisciplinary research)-র ব্যবস্থা করা।

(৬) যে-কোনো রকম সমাজবিজ্ঞানমূলক গবেষণায় নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করা।

(৭) নিজ দেশের সমাজবিজ্ঞান বিষয়গুলির গবেষণা সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নত দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলিকে পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দেওয়া।

৫.১.৮ শিক্ষকশিক্ষার জাতীয় পরিষদ (National Council for Teacher Education) :

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং এর পরবর্তী POA (Programme of Action) ১৯৯২ বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষণকে ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই উদ্দেশ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে সংসদীয় আইনের দ্বারা (No 73 of 1993) NCTE প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ১৭ই আগস্ট থেকে কার্যকরী হয়। তৎকালীন NCTE যা ১৯৭৩ সালের মে মাসে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করছিল ১৯৯৩ সাল থেকে তা একটি সংবিধান সম্মত আইনানুগ সংস্থায় পরিণত হল এবং সারা ভারতের সমস্ত স্তরের সমস্ত ধরনের শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার মর্যাদা পেল।

৫.১.৮.১ গঠন :

কাউন্সিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়।

(ক) চেয়ারপার্সন— পূর্ণসময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত।

(খ) ভাইস চেয়ারপার্সন— একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত।

(গ) সদস্য সচিব— পূর্ণ সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত।

(ঘ) থেকে (ঠ) পদাধিকার বলে সদস্য (ex-officio members) যথা—

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর সংশ্লিষ্ট সচিব, ইউ.জি.সি-র চেয়ারম্যান অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি, এন.সি.ই.আর.টি-র অধিকর্তা, NIEPEA-র অধিকর্তা, প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা পরামর্শদাতা, CBSE-র চেয়ারম্যান, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ পরামর্শদাতা, AICTE-র সদস্য সচিব, NCTE-র আঞ্চলিক কমিটিগুলির চেয়ারপার্সন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ।

(ড) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিযুক্ত ১৩ জন ব্যক্তি।

(i) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিন এবং অধ্যাপক — ৪জন।

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ — ১জন।

(iii) প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ — ৩জন।

(iv) ননফর্মাল এডুকেশন এবং বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রের — ২জন।

(v) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, বৃত্তিশিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা, এডুকেশনাল টেকনোলজি, স্পেশাল এডুকেশন বিষয় ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞর মধ্য থেকে ক্রম অনুযায়ী (by rotation)— ৩জন।

(ঢ) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি — ৯জন।

(ণ) পার্লামেন্টের সদস্য (মনোনীত) — ৩জন।

(ত) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত স্বীকৃত প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক — ৩জন।

প্রথম তিনজন সদস্য ৪ বছরের মেয়াদে অথবা ৬০ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে থাকতে পারবেন। (ড) এবং (ত) ধারায় বর্ণিত সদস্যগণের মেয়াদ ২ বছরের।

কাউন্সিল কাজের সুবিধার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করে।

কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা —

(১) (২) এবং (৩) কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব।

(৪) কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব।

(৫) ইউ.জি.সি. সচিব।

(৬) এন.সি.ই.আর.টি. অধিকর্তা।

(৭) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ উপদেষ্টা।

(৮) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চারজন।

(৯) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মনোনীত চারজন রাজ্য প্রতিনিধি।

(১০) আঞ্চলিক কমিটিগুলির চেয়ারপার্সনস্।

৫.১.৮.২ রিজিওনাল কমিটি :

গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কাউন্সিল পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য চারটি রিজিওনাল কমিটি গঠন করবে।

রিজিওনাল কমিটি গঠিত হবে নিম্নলিখিত সদস্যগণের দ্বারা—

(ক) কাউন্সিল দ্বারা মনোনীত একজন সদস্য।

(খ) অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একজন করে প্রতিনিধি।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে সময়ে সময়ে রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি। কাউন্সিল রিজিওনাল কমিটির সদস্যগণের মধ্য থেকে একজনকে কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করবেন।

৫.১.৮.৩ NCTE-র কার্যাবলি (Functions of NCTE) :

কাউন্সিলের মূলকাজ হল দেশের যে-কোনো শিক্ষা স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণের

পরিকল্পিত ও সমন্বয়িত (co-ordinated) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে-কোন পদক্ষেপ কার্যকরী মনে হবে তা গ্রহণ করা।

দেশের শিক্ষক শিক্ষণের মান নির্ধারণ, উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য ১৯৯৩-এর আইন অনুযায়ী NCTE নিম্নবর্ণিত কাজগুলি পালন করবে—

(ক) NCTE শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিরীক্ষণ (survey) এবং অনুসন্ধান করবে ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

(খ) শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ইউ.জি.সি-র নিকট সুপারিশ করবে।

(গ) দেশে শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সমন্বয় ও নজর রাখা (monitor)-র কাজ করবে।

(ঘ) স্বীকৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তির ন্যূনতম যোগ্যতামান সম্পর্কে নির্দেশনা দেবে।

(ঙ) বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের মান স্থির করবে। সেই কোর্সে প্রবেশের ন্যূনতম যোগ্যতা-মান ভর্তির জন্য বাছাই প্রক্রিয়ার মান, কোর্সের স্থায়িত্বকাল, কোর্স কনটেন্ট এবং পাঠক্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে গাইডলাইন দেবে।

(চ) নতুন প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা অথবা চালু প্রতিষ্ঠানে নতুন কোর্স খোলার বাস্তব ও পরিকাঠামো-গত শর্ত কী হবে তা নির্ধারণ করবে। স্টাফ প্যাটার্ন ও স্টাফ মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান স্থির করবে।

(ছ) টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি নির্ধারণে গাইডলাইন দেবে।

(জ) শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবলি কাজ ও গবেষণা করবে ও তার ফল প্রকাশ করবে।

(ঝ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করবে যে, বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট গাইড-লাইন মেনে কাজ করছে কিনা।

(ঞ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের স্বীকৃতিদান ব্যবস্থার মান (suitable performance systems norms) নির্ধারণ করবে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা (accountability) স্থির করবে।

(ট) বিভিন্ন স্তরের স্বীকৃত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নতুন স্কিম দেবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশের জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করবে।

(ঠ) শিক্ষক শিক্ষণে বাণিজ্যিকীকরণের (commercialisation)-এর প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ড) শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য যে দায়িত্ব দেবে তা পালন করবে।

(ঢ) অ্যাক্টে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে কিনা তা নির্ধারণে নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করার (inspection) ক্ষমতা পাবে কাউন্সিল।

৫.১.৮.৪ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতিদান (Recognitions of Teacher Education Institution) :

দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৩-এর NCTE অ্যাক্ট কার্যকরী হবার আগে (১৯৯৫-এর ১৭ই আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদন নিয়ে চলছে এবং পরবর্তীকালে যে প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন চালু করতে চায় অথবা পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নতুন কোনো কোর্স খুলতে চায় (যেমন— M Ed) তবে সবগুলির ক্ষেত্রেই NCTE-র স্বীকৃতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

এই স্বীকৃতি নেবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থ (Recognition fee) জমা দিয়ে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল কমিটির কাছে যে শিক্ষাবর্ষ থেকে স্বীকৃতি চাওয়া হবে তার অনেক আগে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। এর পরে রিজিওনাল কমিটি পরিদর্শক মণ্ডলী গঠন করে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন।

স্বীকৃতি পেতে গেলে নিয়মানুযায়ী গচ্ছিত অর্থসম্পদ, যথাযথ পরিসর, পরিকাঠামো, যথাযথ যোগ্যতামান সম্পন্ন স্টাফ, লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত থাকতেই হবে। সঠিক শর্তগুলি পালন করলে প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পাবে নতুবা স্বীকৃতি পাবে না বা পূর্ব স্বীকৃতি বাতিল হবে। স্বীকৃতি পাওয়া ও বাতিল হওয়ার বিষয় লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানিয়ে দিতে হবে। স্বীকৃতি পাওয়া ও বাতিল হওয়া কার্যকরী হবে যখন এই ধরনের পত্র পাওয়া যাচ্ছে তার পরবর্তী অ্যাকাডেমিক সেসন থেকে (যেমন, ডিসেম্বর ২০শে ২০০৬-এ পেলে, ২০০৭-এর ১লা জুলাই থেকে)।

এখন NCTE-র স্বীকৃতি পেলেই তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বা অন্য অনুমোদন দানকারী সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন (affiliation) দিতে পারবে। স্বীকৃতি (recognition) বাতিল হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বা অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুমোদন বাতিল করতে হবে। NCTE-র স্বীকৃতিহীন প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া ও শংসাপত্র দেওয়া চলবে না। পরীক্ষা নিয়ে ও শংসাপত্র দিলেও তাকে কোনোভাবেই চাকরির ক্ষেত্রে বা উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করা চলবে না।

৫.২ ❑ রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ (State level Agencies) :

শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যস্তরের প্রধান সংস্থাগুলি হল :

(১) রাজ্য গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ (State Council of Educational Research and Training— SCERT)।
(২) শিক্ষক শিক্ষণের রাজ্য পর্ষদ (State Boards of Teacher Education— SBTE)।
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ/শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ (University Departments of Education/ University Teacher's Training Departments)।
(৪) রাজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (State Institutes of Education)।
(৫) শিক্ষা প্রসারণ সেবা কেন্দ্র (Extension Service Centres in Education)।

৫.২.১ SCERT :

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদের আদর্শ বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পর্ষদ গঠিত হয়।

পর্যদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে।

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান। সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

(৩) বিদ্যালয় শিক্ষা ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যম (agent) হিসেবে কাজ করা।

৫.২.২ SBTE :

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষক শিক্ষণের যথাযথ উন্নয়নের জন্য প্রতিটি রাজ্যে একটি করে SBTE স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৬৭তে মধ্যপ্রদেশে সর্বপ্রথম SBTE স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে অনেক রাজ্যেই এই SBTE স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ SBTE স্থাপন করেনি। NCTE পরবর্তীকালে এই রাজ্য বোর্ড গঠনের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

SBTE স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষণের যাবতীয় দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে। শিক্ষক শিক্ষণের ওপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষক শিক্ষণের মুখ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণে উপদেশ দেয়।

৫.২.৩ University Deparment of Education অথবা University Teacher's Training Deparment :

শিক্ষক শিক্ষণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাগত প্রশাসক, টিচার এডুকেশন পাঠক্রম রচনায় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ—এঁদের কার্যক্ষমতা ও ছাত্রদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা (accountability)-র ওপর।

M. Ed, Ph. D ইত্যাদি পাঠক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রস্তুত করতে সক্ষম। এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চমানের শিক্ষক, কর্মী নিয়োগের এবং প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য (scholarship) করার সংগতি আছে।

৫.২.৪ State Institutes of Education (SIE) :

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Institute of Education— NIE)-এর ধাঁচে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে SIE গড়ার কথা বলা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক শিক্ষণ সহ বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিতে সাহায্য করবে। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশের জন্য গঠিত স্টাডিগ্রুপ যে রিপোর্ট (Report of the Studygroup on the Training of Elementary Teacher's in India published by

Ministry of Education) দেয় তাতে SIE গুলির নিম্নলিখিত কাজগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

(i) প্রারম্ভিক স্তরের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত টিচার এডুকেশন এবং ওই স্তরের পরিদর্শক মণ্ডলীর জন্য ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যার সমাধানে পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রম রূপায়ণে গবেষণা কাজে সাহায্য করা।

(iii) সাধারণভাবে প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে বুনিয়াদি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষণের বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৫.২.৫ Extension Service Centres in Education :

চতুর্থ পরিকল্পনার সময়কালে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে ১১৬টি এবং প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৪৬টি সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্র ছিল। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত এগুলি NCERT দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং অর্থসাহায্য পেত। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে এগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা রাজ্য শিক্ষাদপ্তর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর ন্যস্ত হয়। সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তবে এই সেবাকেন্দ্রগুলির কাজ চাহিদা অনুযায়ী ফলপ্রদ হয়নি। মূল কারণ অর্থ ও সম্পদের অভাব। সারাদেশে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের চাহিদা মেটাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে Extension Service Centre খোলার লক্ষ্যে এগোতে হবে।

৫.৩ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। শিক্ষক শিক্ষণে জাতীয় স্তরের সংস্থাগুলির নাম লিখুন। ইউ.জি.সি-র মূল কাজগুলি কী কী? ইউ.জি.সি-র শিক্ষক শিক্ষণ কমিটির কাজ কী?

২। NCERT-র বিভিন্ন বিভাগগুলি কী কী?
NCERT-র কাজগুলি কী কী?

৩। NCTE-র গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
NCTE-র রিজিওনাল কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত?

৪। শিক্ষক শিক্ষণে রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলির নাম লিখুন এবং তাদের কার্যপ্রণালী আলোচনা করুন।

৫। টীকা লিখুন :
(ক) রিজিওনাল কলেজেস অফ এডুকেশন।
(খ) NCERT-র শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ।
(গ) NIEPA (নীপা)।

(ঘ) কম্প্রিহেনসিভ কলেজেস অফ এডুকেশন।

(ঙ) ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(চ) শিক্ষায় প্রাগ্রসর পাঠচর্চা কেন্দ্র (CASE)।

(ছ) সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার জাতীয় পরিষদ (I.C.S.S.R.)।

(জ) এস. সি. ই. আর. টি.।

(ঝ) এস. বি. টি. ই.।

(ঞ) University Departments of Education।

(ট) এস. আই. ই.।

(ঠ) এক্সটেনশান সার্ভিস সেন্টারস্।

একক ৬ ❑ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি (PROGRAMMES OF TEACHER EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION IN INDIA)

গঠন

৬.১ স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা

৬.২ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষণকেন্দ্র

৬.৩ নর্মাল স্কুল বা প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয়

৬.৪ প্রাক্-স্নাতকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয়

৬.৫ স্নাতক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

৬.৬ স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি

৬.৬.১ বিএড/বিটি উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক বছরের নিয়মিত এমএড কোর্স

৬.৬.২ দু-বছরের এম.এ./এম.এসসি.ইন এডুকেশন ডিগ্রি কোর্স

৬.৬.৩ দু-বছরের পি.এইচ.ডি. বা এক বছরের এমফিল কোর্স ইন এডুকেশন

৬.৬.৪ বিএড পাশের পর কতকগুলি শিক্ষাগত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স

৬.৭ শিক্ষার আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়

৬.৮ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণ

৬.৮.১ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

৬.৮.২ উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল

৬.৯ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ পুনর্গঠন

৬.৯.১ প্রয়োজনীয়তা

৬.৯.২ শিক্ষক শিক্ষণ—প্রারম্ভিক বিদ্যালয় স্তরে—পুনর্গঠনের বর্তমান প্রস্তাব

৬.৯.৩ শিক্ষক শিক্ষণ—মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তর—পুনর্গঠনের বর্তমান প্রস্তাব

৬.৯.৪ শিক্ষক শিক্ষণ—উচ্চ শিক্ষাস্তর—বর্তমান প্রস্তাব

৬.১০ পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থা

৬.১১ অনুশীলনী

৬.১ ❑ স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা (Teacher Education in India at different levels of Education) :

স্বাধীন ভারতে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন, মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারি কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ভারতে বিভিন্ন

স্তরে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষা পরিচালিত হতে শুরু করে। যথা—

(১) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষণকেন্দ্র।

(২) প্রাথমিক স্তরের জন্য নর্মাল স্কুল বা প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয়।

(৩) নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয়।

(৪) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

(৫) স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি।

(৬) শিক্ষক শিক্ষণে আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়।

(৭) উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থা।

৬.২ ❑ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষণকেন্দ্র (Pre-Primary Learning Centre) :

এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ধরনের পাঠক্রম (নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, মন্টেসরি, প্রাক্-বুনিয়াদি) অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

টিচার এডুকেটরদের জাতীয় সমিতি প্রকাশিত অষ্টম সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে ভারতে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র ছিল ৬০টি। এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন মহিলা। NCERT-র চাইল্ড স্টাডি ইউনিট এবং বরোদা ও জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক বা দু-বছরের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করে। এখানে শিক্ষার্থীর প্রবেশের যোগ্যতা ছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্যের দায়িত্বে না পড়ায় সরকারি স্তরে পশ্চিমবঙ্গো রাজ্য সরকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের দায়িত্ব নেয় না। নগরাঞ্চলে নার্সারি স্কুল, মডেল স্কুল, পাবলিক স্কুল নামে অসংখ্য প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। শিক্ষকতার সমমান বজায় রাখতে এমতাবস্থায় এক/দুই বছবের শিক্ষক শিক্ষণ মাধ্যমিক (বা সমস্তরের) পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা যেতে পারে।

১৯৭০ সালে NCERT প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের জন্য দুটি অংশে একটি পাঠক্রমও নির্দিষ্ট করে। এর একটি অংশে ছিল সাধারণ পেশাগত কোর্স এবং অপর অংশে ছিল পর্যবেক্ষণ ও কাজে অংশগ্রহণের কর্মসূচি। এই স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

৬.৩ ❑ নর্মাল স্কুল বা প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয় (Normal School or Primary Learning School) :

পূর্বে যেগুলি নর্মাল স্কুল নামে পরিচিত ছিল পরে সেগুলি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (J. B. T. Institute) নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ইনস্টিটিউটগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। সাধারণত এই শিক্ষণকাল দু-বছরের হয়। এখানে শিক্ষার্থীর প্রবেশের যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন বা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। অধিকাংশ রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

৬.৪ ❑ প্রাক্-স্নাতকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় (Educational School for Pre-graduate) :

কিছু রাজ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (যাঁরা স্নাতক নন) জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে। শিক্ষা শেষে C.T. অথবা L.T. অথবা S.T.C. ইত্যাদি বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই কোর্স সাধারণত এক বা দু-বছরের হয়। পরিচালনা করে হয় রাজ্য শিক্ষাদপ্তর বা বিশ্ববিদ্যালয়। মুম্বাই, বরোদা, গুজরাট, নাগপুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স পরিচালনা করে। এখানে উল্লেখ্য এই যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন বা রূপান্তরের ফলে এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিও ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে।

৬.৫ ❑ স্নাতক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (Educational College for Graduate) :

সাধারণত একবছরকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এইসব কলেজে। শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীরা বিটি/বিএড উপাধি প্রাপ্ত হন। সাধারণত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী শিক্ষকদের এই শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রস্তুত করে জুনিয়র হাই, হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকতার জন্য। প্রায় সমস্ত রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালনা করার দায়িত্ব হচ্ছে (i) সরকারি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (ii) সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি মহাবিদ্যালয় (iii) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের। এই সবগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত হতে হবে। শুধু বুনিয়াদি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষকরা রাজ্য সরকার কর্তৃক পিজিবিটি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমানে এনসিটিই-র স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক। ২০১৫ সাল থেকে NCTE এর নিয়ম অনুযায়ী ২ বছরের B.Ed. কোর্স চালু হয়েছে। এছাড়াও চার বছরের B.A. B.Ed. ও BSc. B.Ed. Integrated Course চালু হয়েছে।

৬.৬ ❑ স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি (Teacher Education and Research Programme for Post-Graduate) :

আমাদের দেশে নিম্নরূপ চাররকমের স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচির ব্যবস্থা আছে।

৬.৬.১ বিএড/বিটি উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিয়মিত এমএড কোর্স :

এক বছরের এমএডের নিয়মিত পেশাগত শিক্ষা কোর্স চালু আছে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে বা অনুমোদিত শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে। বিভিন্ন বিএড কলেজে অধ্যাপনার চাকরিতে প্রবেশের শর্ত হিসাবে এই এমএড ডিগ্রি এনসিটিই বাধ্যতামূলক করায় বহু বিশ্ববিদ্যালয়—এই এমএড কোর্স চালু করেছে অথবা চালু করার অনুমতি দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কোর্স চালু করা এক সাম্প্রতিক ঘটনা (২০০০ সালের পর)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে, সরকারি কলেজ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, ইনস্টিউট অফ এডুকেশন ফর উয়োমেন (হেস্টিংস হাউস)-কেও এই কোর্সের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গোর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথা

কল্যাণী, কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এড. কোর্স চালু হয়েছে। তবে এইসব প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সাল থেকে NCTE এর নিয়ম অনুযায়ী ২ বছরের M. Ed. কোর্স চালু হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকার প্রতিষ্ঠানেও M. Ed. কোর্স চালু হয়েছে।

৬.৬.২ দু-বছরের এম.এ/এম.এস.সি ইন এডুকেশন ডিগ্রি কোর্স :

কলকাতা, গৌহাটি, আলিগড়, কুরুক্ষেত্র ও পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদার এম এস রাও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বহু পূর্ব থেকে এডুকেশন বিষয়ে এম.এ/এম.এস.সি-র অ্যাকাডেমিক কোর্স চালু করেছে। এর মেয়াদ দু-বছরের। এই কোর্সে অন্যান্য অ্যাকাডেমিক বিষয়ের মতোই এডুকেশনের তত্ত্বসমৃদ্ধ বিষয় পড়ানো হয়। পরবর্তীকালে বহু বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনে এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অনুমোদন দিয়েছে। এনসিটিই বিএড কলেজে অধ্যাপনার চাকরির শর্ত হিসাবে এই ডিগ্রির বাঞ্ছনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬.৬.৩ পি.এইচ.ডি. অথবা এমফিল কোর্স ইন এডুকেশন :

ইউ.জি.সি.-র অনুমোদনে দেশের নানান বিশ্ববিদ্যালয় এমএ এডুকেশন এবং এমএড ডিগ্রির পর পি.এইচ.ডি অথবা এমফিল কোর্স ইন এডুকেশন চালু করে। এ ছাড়া ইউ.জি.সি. এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন রিসার্চ ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে।

৬.৬.৪ বিএড পাশের পর কতকগুলি শিক্ষাগত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স :

NIE (National Institute of Education)-র অধীন বিভিন্ন বিভাগ বিএড উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর জন্য স্বল্পমেয়াদি (তিন মাস থেকে এক বছরের) বিভিন্ন শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করে।

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দৃষ্টি ও শ্রুতি সহায়ক উপকরণ (Audio Visual Aids), গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology), শিক্ষা ও বৃত্তিগত নির্দেশনা (Educational and Vocational Guidance), মূল্যায়ন (Evaluation), সামাজিক শিক্ষা (Social Education), বিশেষ শিক্ষা (Special Education) ইত্যাদি বিষয়ে।

৬.৭ ❑ শিক্ষার আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় (RIE) :

রিজিওনাল কলেজেস অফ এডুকেশনের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান, কারিগরি, কলা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষণের চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৬৫ সালে আজমীর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং মহীশূরে শিক্ষার আঞ্চলিক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজগুলি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পেশাগত শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছে। এখানে চার বছরের বিএড কোর্স, দু-বছরের বিজ্ঞান শিক্ষণের স্নাতকোত্তর কোর্স ইত্যাদি পরিচালিত হয়। বর্তমানে শিলং এ আরেকটি RIE স্থাপিত হয়েছে।

৬.৮ ❑ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education in Higher Study) :

৬.৮.১ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) মন্তব্য করেছে "অভূতপূর্ব জ্ঞানের বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষাকে আরও বেশি করে চলচ্ছশক্তিমান হয়ে অজানিত ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাতে হবে।" ("In the context of the unprecedented explosion of knowledge, higher education has to become dynamic as never before constantly entering uncharted areas."

বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার বিচ্ছুরণের দ্বারা উচ্চশিক্ষা জাতীয় উন্নয়নে সাহায্য করে। শিক্ষাকাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করায় উচ্চশিক্ষাকে সমস্ত বিভাগের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করতে হয় এবং সব ধরনের শিক্ষাসংস্থা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করতে হয়।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) প্রথম উচ্চশিক্ষায় নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ট্রেনিং ও অভিমুখিনতা (Orientation)-র প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। কমিশন মন্তব্য করে : "There is at present no provision for the professional initiation of a University teacher. A lecturer is generally expected to take up his full load of teaching work and sometimes even more from the first day of his appointment. He generally receives no initiation into his duties and no orientation in his profession." অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের পেশায় যোগদানের নিমিত্ত কোনো প্রারম্ভিক ট্রেনিং পান না। পেশাগত অভিমুখিনতার কোনও সুযোগ নেই। এ ছাড়াই একজন লেকচারারকে পেশায় যোগ দিয়ে প্রথম দিন থেকেই পূর্ণ কাজের দায়িত্ব এবং বোঝা গ্রহণ করতে হয়।

পরবর্তীকালে অবশ্য "The Natioanl Commission on Teachers" এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত সকল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৭ সালে ইউজিসি সমগ্র দেশব্যাপী অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ (ASC) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। ASC গুলি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য দু-ধরনের কোর্সের ব্যবস্থা করে। (১) ওরিয়েন্টেশন কোর্স, এবং (২) রিফ্রেশার কোর্স। প্রথম যোগ দেওয়া শিক্ষকদের জন্য প্রথম কোর্স এবং সিনিয়রদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা থাকে। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে যোগদানকারী শিক্ষকরা সিনিয়র সহকর্মীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পান। সুযোগ হয় সমাজ এবং শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র আলোচনা, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি, বিষয়জ্ঞান সমৃদ্ধি, এবং ব্যক্তিত্বের ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার। এই ধরনের কোর্সের স্থিতিকাল চার সপ্তাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। পরিবর্তনশীল সমাজের উপযুক্ত পরিবর্তনমুখি শিক্ষক প্রস্তুত করাই ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য। রিফ্রেশার কোর্সের স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ ধরা হয়। কোর্স পরিচালিত হয় একটি বিষয়ের এক একটি ক্ষেত্র বা area নিয়ে। এখানে ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেকচার দিতে বা আলোচনায় অংশ নিতে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে আহ্বান করা হয়। এই কোর্স দুটির সার্টিফিকেট কলেজ শিক্ষকগণের বেতনক্রমের উন্নতি বা চাকুরির উন্নতিতে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।

৬.৮.২ উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল :

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সামর্থের বিকাশ সাধন করা জরুরি। যেমন, সমালোচনা করার দক্ষতা, নিজের ধারণাকে উপস্থাপন করার ক্ষমতা, অপরের ধারণাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া। উচ্চশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শিক্ষণকৌশলগুলি প্রযোজ্য হতে পারে।

(১) কনফারেন্স,
(২) সেমিনার,
(৩) সিম্পোজিয়ম,
(৪) প্যানেল ডিসকাসন,
(৫) কর্মশালা,

(১) কনফারেন্স :

কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ মূল বিষয় (theme) সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারেন। অন্যের বক্তব্যের ওপর প্রশ্ন করতে পারেন। অন্যের প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে শেখেন। সভার শেষে কনফারেন্সের মূল বিষয়, আলোচিত বক্তব্য এবং আলোচনার ফলাফল সম্বলিত একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। এতে একই ক্ষেত্রে (area) কর্মরত শিক্ষকদের মত বিনিময়ের সুযোগ বাড়ে। ফলস্বরূপ কেবলমাত্র যে জ্ঞানগত উন্নয়ন হয় তাই নয়, নিজেদের চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

(২) সেমিনার :

নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর লিখিত আকারে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়। তার ওপর আলোচনা হয়ে থাকে। এতে পারস্পরিক ভাবের ও মতের আদানপ্রদান ঘটে। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষণসংক্রান্ত আবশ্যিক বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

(৩) সিম্পোজিয়ম :

প্লেটো বলেছেন সিম্পোজিয়ম ঈশ্বরের ওপর বিভিন্ন মতামত সম্বলিত 'উচ্চ কথোপকথন' (good dialogue)। আধুনিককালে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান আছে এমন মানুষের একত্রে জমায়েত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা সভাকে সিম্পোজিয়ম বলে। এটি বিজ্ঞজনের সভা বা পণ্ডিতদের সভা। এই সভায় আলোচিত বিষয় শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রভাবিত করে এবং তাদের মতামত, মূল্যবোধ ও অনুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(৪) প্যানেল ডিসকাসন :

এই শিক্ষাদান কৌশলে আলোচনাকারীদের একটি প্যানেল থাকবে। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার শেষে মডারেটর তালিকাভুক্ত সমস্ত বক্তাদের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এবং সঙ্গে নিজের মতামত উপস্থাপিত করবেন।

(৫) কর্মশালা পদ্ধতি :

পূর্বে আলোচিত সমস্ত কৌশল জ্ঞানমূলক (cognitive) এবং আচরণমূলক (affcetive)

উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সঞ্চালনগত বিকাশ (motor development) সম্পর্কেও ভাবতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় কর্মশালা পদ্ধতিতে শিক্ষণের মাধ্যমে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বিষয়ক একটি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শিক্ষার্থীরা বেছে নেয় এবং দলবদ্ধভাবে আলোচনা ও কাজের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই, চার্ট, ম্যাপ, পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের সাহায্য নিয়ে এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Resource Person)-র পরামর্শ অনুসারে গৃহীত সমস্যাটির গ্রহণযোগ্য সমাদানে পৌঁছাতে পারে।

পুথিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্মপ্রচেষ্টার কোনও সুযোগ না থাকলেও কর্মশালা পদ্ধতিতে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য মিলেমিশে আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং হাতেকলমে কাজে মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে।

৬.৯ ❑ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ পুনর্গঠন (Reconstruction of Teacher Education at different levels of Education) :

৬.৯.১ প্রয়োজনীয়তা :

'টিচার ট্রেনিং' শব্দটির পরিবর্তে 'টিচার এডুকেশন' শব্দটি এখন যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়। ধারণায় এই পরিবর্তন এটাই সূচিত করে যে শুধুমাত্র ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করেই একজন শিক্ষক সন্তুষ্ট তাকবেন না—তিনি এক সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন এবং পেশাগতভাবে যথেষ্ট দক্ষ হবেন এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন।

বর্তমান জ্ঞান বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু দুটিরই চাহিদা থাকবে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষণে এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ের ধারণাতেও এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যালয়কে এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয় যাতে পরিবেশ উন্নত হয়।

উপরিউক্ত ধারণাগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে সেই পরিবর্তিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তনের পথে নিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে UNESCO-র একটি প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য— "The purpose of teacher preparation programme should be to develop in each student his general education and personal culture, his ability to teach and educate others, an awareness of the principles which underline good human relations and a sense of responsibility to contribute both by teaching and example to social, cultural and economic progress."

এর মর্ম হল এই যে, শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া এবং তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানানো, অপরকে শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করানো, মানবিক সম্পর্কগুলির নীতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দায়িত্বকবাধ জাগানো যা উদাহরণস্বরূপে এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে।

৬.৯.২ শিক্ষক শিক্ষণ—প্রারম্ভিক বিদ্যালয় স্তরে—পুনর্গঠনের বর্তমান প্রস্তাব :

প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদানেচ্ছু শিক্ষকদের প্রাক্-শর্ত হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণে

ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি জরুরি—এটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে ঘোষিত হয়েছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চল এবং অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল যেখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব আছে।

শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নে জোর দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ প্রথমেই প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে বলেছে এবং বাছাই করা কতকগুলি প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি ডায়েট (DIET)-এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। District Institutes of Education and Training (DIET) গুলি প্রাথমিক/প্রারম্ভিক বিদ্যালয় স্তরের প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের চাহিদা মেটাবে এবং কন্টিনিয়ুইং এডুকেশন, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা কেন্দ্র (non-formal education centre) এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি (adult education programme)-র সঙ্গে যুক্ত এডুকেটরদের প্রয়োজনীয়তা মেটাবে।

প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে আবশ্যিক পরিবর্তন আনা সম্ভব যদি এই স্তরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা যায়।

DIET গুলির কাজ হল :

(i) প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থার প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় এবং মাইক্রোলেভেল পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে ট্রেনিং দেওয়া এবং অভিমুখীকরণ (Orientation)-এর ব্যবস্থা করা।

(iii) প্রারম্ভিক বিদ্যালয় স্তরে প্রভাব বিস্তারকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টির নেতাগণের অভিমুখীনতা (Orientation)-র ব্যবস্থা করা।

(iv) স্কুলছুট (School complexes) এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ (District Boards of Education—DBE)-কে শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তাদান (academic support)।

(v) অ্যাকশন রিসার্চ এবং পরীক্ষামূলক কাজ।

(vi) প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এবং নন-ফর্মাল ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।

(vii) শিক্ষক, প্রশিক্ষক, নির্দেশনাদানকারী (Teachers, Instructors)-দের জন্য লার্নিং সেন্টার বা রিসোর্স সেন্টার হিসাবে কাজ করা।

(viii) জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ-এর পরামর্শদানকারী (consultancy and advice) হিসাবে সহায়তা দান করা।

প্রতিটি রাজ্যকে টাস্কফোর্স গঠন করতে বলা হল যারা চিহ্নিত করবেন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কোন্‌গুলিকে পরিকাঠামোগত ও বাস্তব দিক থেকে DIET-এ উন্নীত করা চলে এবং সে অনুযায়ী রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। DIET প্রতিষ্ঠিত হলে নিম্নমানের অনেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটবে। DIET গুলির প্রধান বা অধ্যক্ষ সাধারণ কলেজ বা বি এড কলেজের অধ্যক্ষের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবেন এবং বেতন হবে সমমানের। শিক্ষকরা অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবেন। বিশেষ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিগণকেই DIET-এর শিক্ষক অথবা প্রধান হিসাবে বেছে নিতে হবে। NCERT, SCERT এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত অভিমুখিনতা কর্মসূচি (Orientation programme)-র মাধ্যমে শিক্ষকগণের শিক্ষণ জ্ঞানকে উদ্দীপিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

DIET-এর আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে জেলা NFE কেন্দ্র এবং জেলা বয়স্ক শিক্ষা উৎস কেন্দ্র (Adult Education District Resource Unit) গুলিকে জুড়ে দেওয়া হবে। এর জন্য DIET-এ অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। খরচের সিংহভাগ বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

আধুনিক কৃৎকৌশলে (Latest Technology)-র সাহায্য নেবার এখানে ব্যবস্থা থাকবে। কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষাদান, VCR, TV ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষক এগুলির সাহায্য গ্রহণ করবেন। তিনি নিজেও প্রয়োজনমতো শিক্ষা সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবন করে তার সাহায্যেও শেখাতে পারেন।

৬.৯.৩ শিক্ষক শিক্ষণ—মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তর : পুনর্গঠনের বর্তমান প্রস্তাব :

চালু ব্যবস্থার মতোই মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এবং এন.সি.টি.ই. স্বীকৃত শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি। এন.সি.টি.ই. নিয়মনীতির বাইরে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা গ্রহণ করবে, ডিগ্রি/ডিপ্লোমা দেবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের মানকে নিশ্চিত করবে।

প্রস্তাব হল কিছু মহাবিদ্যালয়কে সম্পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয়ে (Comprehensive Colleges of Education) উন্নীত করা যায় কিনা তা দেখতে হবে। এখানে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের যৌথ ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হল। বলা হল হায়ার সেকেন্ডারি পাশের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জন্য ধীরে ধীরে চার বছরের বিএ বিএড বা বিএসসি বিএড খোলা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং একই প্রতিষ্ঠানে এমএড পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

৬.৯.৪ শিক্ষক শিক্ষণ—উচ্চশিক্ষাস্তর—বর্তমান প্রস্তাব :

পূর্বেই বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষায় কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণ অবশ্যই জরুরি। তবে এখানে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংই বেশি উপযোগী। শিক্ষণকৌশলগুলিও তত্ত্বগত হলে—পরামর্শ সভা, সেমিনার, বিদ্বৎ জনসভা, প্যানেল আলোচনা ইত্যাদি এবং ব্যাবহারিক হলে— কর্মশালা পদ্ধতি।

এ-ছাড়া অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ (ASC) গুলিকে নিচু নজরে দেখলে চলবে না। এখানে ঠিকমত শিক্ষার area বাছাই করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে 'feed back' নিতে হবে—অংশগ্রহণকারীদের থেকে, রিসোর্স পার্সনদের থেকে ASC-র সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির কাছ থেকে। এই 'feed back'-এর ভিত্তিতে পরবর্তী প্রোগ্রামে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে হবে। তবেই ASC-র কার্যসূচি সার্থক হবে।

৬.১০ ❑ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থা (Teacher Education in West Bengal at different levels of Education) :

স্বাধীনতা লাভের আগে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং স্কুল ও বি টি কলেজ ছিল। একেবারে শুরুতে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং স্কুলগুলি নর্মাল স্কুল বলে পরিচিত ছিল এবং মূলত মিশনারিদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। বুনিয়াদি শিক্ষা শুরুর পর বুনিয়াদি শিক্ষকদের

জন্য কয়েকটি জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও কয়েকটি সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। বর্তমানে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলির নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা (Primary Teachers Training Institute—P.T.T.I) হয়েছে। সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতার পর বাণীপুর ও রহড়ায় স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এগুলি পরিচালিত হত রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক। শিক্ষা শেষে পিজিবিটি উপাধি প্রদান করা হত। বর্তমানে বুনিয়াদি শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিএড কলেজের অনুমোদন পেয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এবং এন.সি.টি.ই. স্বীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিএড কলেজ রূপে পরিচিত এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিএড ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

পি.টি.টি.আই গুলিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সার্টিফিকেট দেন সরকারি শিক্ষাদপ্তর।

স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণের কোর্স হিসাবে বিএড-এর পর এক বছরের (বর্তমানে দু-বছরের) এমএড ডিগ্রি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগে এবং অনুমোদিত কিছু কলেজে চালু হয়েছে। বিএড কলেজগুলিতে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে এমএড ডিগ্রি এখন আবশ্যিক।

৬.১১ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষা কী কী ছিল উল্লেখ করুন। প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি আলোচনা করুন।

২। ভারতে স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি সম্বন্ধে কী জানেন আলোচনা করুন।

৩। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী?
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আপনার পরিচিতি দিন।

৪। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা কী?
প্রারম্ভিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণের পুনর্গঠনের বর্তমান সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষক শিক্ষার পুনর্গঠনের বর্তমান সুপারিশগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৬। টীকা লিখুন :
(ক) স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি।
(খ) উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল।
(গ) DIET।
(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা।
(ঙ) শিক্ষার আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়।

একক ৭ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম গঠন (Framing of Teacher Education Curriculum)

গঠন

৭.১ ভূমিকা
৭.২ পাঠক্রমের অর্থ
৭.৩ পাঠক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ
৭.৪ পাঠক্রমের নমনীয়তা
৭.৪.১ গোষ্ঠী, সমাজের বৈচিত্র্য অনুযায়ী
৭.৪.২ ব্যক্তিসামর্থ্য ও বিদ্যালয় পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী
৭.৫ চলতি প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা।
৭.৫.১ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির উপাদানসমূহ
৭.৫.২ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা—মূল বিষয়
৭.৬ শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা নিয়ে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ
৭.৭ উন্নত গুণমানের পাঠক্রমের রূপরেখা—এন. সি. টি. ই. মডেল
৭.৭.১ প্রস্তাবনা
৭.৭.২ শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা—১৯৭৮
৭.৭.৩ শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের এন. সি. টি. ই. মডেল—১৯৯৮
৭.৮ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা
৭.৯ অনুশীলনী

৭.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

একটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে পারবে কিনা তা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠান শিক্ষণকালে কী ধরনের গুণমানসম্পন্ন পাঠক্রমে তাদের শিখিয়েছে তার ওপর। উন্নত পাঠক্রম সরবরাহকারী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কার্যকারিতায় দক্ষ শিক্ষক অবশ্যই তৈরি করে। আমরা এখানে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম তৈরি করার প্রক্রিয়ায় যে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি আলোচনা করব এবং এ ব্যাপারে স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতে এই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করব।

৭.২ ❑ পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum) :

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট পেশাগত শিক্ষাসংস্থার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন পাঠক্রম তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে।

'প্রশিক্ষণ' (training)-এর পরিবর্তে 'শিক্ষণ' বা 'শিক্ষা' (Education) শব্দের ব্যবহারও এক্ষেত্রে

তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষককে বিশেষ শিক্ষাদানকারী কতকগুলি দক্ষতা (teaching skills) অর্জন করিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে ও তার পরিবেশ সম্পর্কে এবং তার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তাকে সমাজের প্রেক্ষাপটে সার্থক ব্যক্তি হিসাবে খাপ খাওয়ানোর মানসিকতায় এক সার্বিক ও সঠিক ধারণা দিতে চেষ্টা করে, সঠিক মনোভাব গঠনে চেষ্টা করে। কারণ শিক্ষার কাজ হচ্ছে পারিবেশিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিকে সঠিক সমন্বয়ের চেষ্টা করা।

'শিক্ষা' যখন একটি প্রক্রিয়া 'পাঠক্রম' হচ্ছে সেটি পাবার 'উপায়' (means)। 'শিক্ষা' যখন কিছু 'শিখন' (Learning), 'পাঠক্রম' তখন শিখনের 'পরিবেশ' (situations) তৈরি করে। শিক্ষা যখন বলে 'কীভাবে' এবং 'কখন' তখন —'পাঠক্রম' বলে 'কী' শিখবে? যখন শিক্ষা হচ্ছে 'পরিণতি' (product) তখন 'পাঠক্রম' হচ্ছে 'পরিণতি'তে পৌঁছানোর পরিকল্পনা (plan)।

'পাঠক্রম' কাকে বলে? কানিংহাম (Cunningham) বলেছেন, "পাঠক্রম হচ্ছে নিজস্ব স্টুডিও (বিদ্যালয় পরিবেশ/কলেজ পরিবেশ)-তে নিজস্ব আদর্শ (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) অনুযায়ী শিল্পী (শিক্ষক)-র অধীন বিষয় (ছাত্র বা শিক্ষার্থী)-কে গড়ে তোলার যন্ত্র" ["Curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupils) according to his ideas (aims and objectives) in his studio (school/college.)]

তবে কার্নে এবং কুক (Kerney and Cook) বলেন, "পাঠক্রম হল কম বেশি পরিকল্পিত অথবা নিয়ন্ত্রিত বিষয়ের জটিল পরিস্থিতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আচরণ করতে শেখে এবং শেখে নিজের নিজের বিভিন্ন পথে। এতে নতুন আচরণ অর্জন করা যায়, বর্তমান আচরণের রূপান্তর সংরক্ষণ অথবা বর্জন করা চলে। ফলে বাঞ্ছিত আচরণ একই সঙ্গে দৃঢ় এবং প্রয়োগযোগ্য হতে পারে" ("It is a complex of more or less planned or controlled conditions under which students learn to behave and to behave in their various ways. In it, new behaviour may be acquired, present behaviour may be modified, maintained or eliminated; and desirable behaviour may become both persistent and viable.")

বর্তমানে আধুনিক পাঠক্রম তাই কেবলমাত্র শুধুমাত্র তত্ত্বগত পাঠের সমষ্টি নয়। পাঠক্রমের মধ্যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিও যুক্ত থাকে।

৭.৩ ❑ পাঠক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Curriculum) :

(১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশের উন্মীলন, অনুশীলন, উদ্দীপন এবং অনুপ্রেরণা দান।

(২) এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষার্থী পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং গঠনমূলকভাবে চিন্তা করতে পারে এবং সমস্যা সমাধান করে সত্যে পৌঁছাতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীর চরিত্রের গুণাবলিসমূহ যেমন, অটল নিষ্ঠা, সততা, বিচারকরণ, সহযোগিতা, সখ্যতা, শুভেচ্ছার বিকাশ ঘটানো।

(৪) শিক্ষার্থীকে এমন এক গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রস্তুত করা যেখানে স্বাধীনতা ও মুক্তি (freedom and liberty) আইন ও বিচারের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে এবং যেখানে জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতার বোধ ব্যক্তির অন্তরের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত হয়।

(৫) মানবিকবিদ্যা, কলাবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ধর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধের সৃষ্টি করা।

(৬) প্রবণতা, সামর্থ্য, আগ্রহে বৈচিত্র্যসম্পন্ন বহুবিধ শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করা।

৭.৪ ❑ পাঠক্রমের নমনীয়তা (Flexibility of the Curriculum) :

আধুনিক পাঠক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর নমনীয়তা।

এই নমনীয়তা দু রকম কারণের উপর নির্ভরশীল :

(১) বিভিন্ন গোষ্ঠী, দেশ ও সমাজের বৈচিত্র্য অনুযায়ী।

(২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও বিদ্যালয় পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী।

৭.৪.১ গোষ্ঠী, সমাজের বৈচিত্র্য অনুযায়ী :

ভারতে বহু মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যময়। তারা কেউ পাহাড়ে, কেউ বা সমতলে, কেউ মরু অঞ্চলে, কেউ উপত্যকায় আবার কেউ বা সমুদ্রতীরে বাস করে। এজন্য তাদের জীবনযাত্রায়, ব্যক্তিসত্তায়, পরিবেশে, রীতি ও চাহিদায় পার্থক্য থাকে। চাহিদা ও পরিবেশ ব্যতিরেকে সর্বতোভাবে একই রকম পাঠক্রম সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অঞ্চলে অঞ্চলে, সমাজে সমাজে পাঠক্রমে তাই পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

পাঠক্রম কখনই স্থির এবং দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে না। এটি সবসময়ই নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। স্বাধীন ভারত ও বৃটিশ ভারতের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় তাই পাঠক্রমে বিভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যেহেতু বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের দর্শন, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য থাকে তাই, ইংল্যান্ড, ভারত, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পাঠক্রমেও বিভিন্নতা থাকা এক স্বাভাবিক বিষয়।

৭.৪.২ ব্যক্তিসামর্থ্য ও বিদ্যালয় পরিবেশে বিভিন্নতা অনুযায়ী :

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে শিখন ক্ষমতার বিভিন্নতা থাকে। যে সব শিক্ষণীয় বিষয় ও কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জিত হয় শিশু ও তার বিদ্যালয় পরিবেশের পার্থক্য হেতু তার মধ্যেও পার্থক্য রচিত হয়।

সেজন্য পাঠক্রম থেকে অর্জিত জ্ঞান বিদ্যালয় অনুযায়ী, শ্রেণি অনুযায়ী এবং শিক্ষার্থী অনুযায়ী তাতে পার্থক্য রচিত হয়ে যায়। তাই সাধারণ পাঠক্রম হয় সমাজের সাধারণ চাহিদার পরিপূরক ও বৈচিত্র্যময় ও অনেকের প্রয়োজন মেটাতে পারে এইরকম এবং সে পাঠক্রম নমনীয় হতে বাধ্য।

৭.৫ ❑ চলতি প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা (Concept of current tendencies) :

শিশুদের তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমস্যা যেটি অনুভূত হয় সেটি হচ্ছে গুণমানে ও শিক্ষাদানে দক্ষ শিক্ষকের অভাব বা শিক্ষক তৈরি করার পরিস্থিতির অভাব। এটি হয়েছে এই কারণে যে এক উন্নত শিক্ষক

শিক্ষণ কর্মসূচি শিক্ষকদের কাছ থেকে সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য দিক থেকে কী আশা করে তা বোঝার অভাব।

বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে সাধারণ শিক্ষার প্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার নতুন নতুন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমানের শিক্ষকদের নিজ বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নির্দেশনার দক্ষতা থাকলেই চলে না, যে সমাজে সে বাস করে এবং যে সমাজের জন্য সে ভবিষ্যতের নাগরিক সৃষ্টিতে ব্রতী তার সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও সচেতন হতে হয়। সেজন্য দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য রচনা করবার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিকেই নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসতে হয়।

সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে নিয়োজিত শিক্ষককুলকে কেবল কতকগুলি পেশাগত শিক্ষা-নির্দেশকারী কৌশল জানলেই চলে না তাকে মুক্ত সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো সর্বাংশে শিক্ষিত, সমন্বিত ও বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয় এবং পেশাগত দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জ্ঞান বিস্ফোরণের ফলে শিক্ষাগত নির্দিষ্ট বিষয়ের নিজস্ব জ্ঞানের পরিমাণও তাকে বাড়াতে হয়।

শিক্ষকতার ধারণাও এখন পরিবর্তনশীল। শিক্ষকতা কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চালন ও তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষার্থীরা পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজ চেষ্টা ও উদ্যোগে যাতে শিখতে পারে, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা (helping)-ই হল শিক্ষকতা (teaching)।

'শিক্ষকের ভূমিকা' সম্পর্কে ধারণাও আজ পরিবর্তিত। শিক্ষককে বহু বিস্মৃত 'আচার্য'র ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকের শিক্ষক কেবলমাত্র বিষয়জ্ঞানের সঞ্চালনকারী (Communicator of knowledge) নন। তিনি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সঞ্চালনকারীর ভূমিকাও পালন করেন। তিনি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে যে হাবভাব, এবং আচরণ প্রত্যাশা করেন সেরকম আচরণ তিনি নিজে ছাত্রদের নিকট প্রদর্শন করবেন। শিক্ষা যদি বর্তমানে সমাজের পরিবর্তনের হাতিয়ার হয় তবে শিক্ষক হবেন তাতে সক্রিয়তাদানকারী মাধ্যম (agent) ভবিষ্যৎ সমাজের রূপকার একজন সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেকট। তাই শিক্ষকের কাজ কেবল শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁকে সমাজের সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যোগ্য নেতৃত্বদান করতে হয়।

বর্তমান বিদ্যালয়ের ধারণাও আজ পরিবর্তনশীল। বিদ্যালয় যে আঞ্চলিক পরিবেশে অবস্থিত অবশ্যই সেই পরিবেশের উন্নতিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নেবে এবং এর জন্য পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।

৭.৫.১ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির উপাদানসমূহ (Elements of Teacher Education Programme) :

উপরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি আলোচিত হল সেগুলির শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আছে। স্বভাবতই শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদান নির্ধারণকল্পে আমাদের নীচের বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হয়।

(১) শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোঝার সামর্থ্য বিকাশে এবং নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা জানতে সাহায্য করা।

(২) একজন নব শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মনোভাবের বিকাশ।

(৩) মূল অর্ন্তদৃষ্টি ও বোঝাপড়ার বিকাশ যার অভাবে একজন নব শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সঠিকভাবে কাজ শুরু করতে অপারগ হতে পারেন।

(৪) ব্যক্তি ও সমাজের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম পরিবর্তনে দক্ষতার বিকাশ।

(৫) স্বাধীন সমাজের সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব ও মূল্যবোধের বিকাশ।

(৬) অল্প হলেও কতিপয় শিক্ষকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবণতার বিকাশ যার ফলে তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও উদ্ভাবনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

(৭) নব শিক্ষকদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করা, তাদের নিজ পেশায় অন্তর্ভুক্তি (belongingness)-র মনোভাব গড়ে তোলা এবং পেশাগত দক্ষতায় আরও উন্নতি করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৭.৫.২ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা—মূল বিষয় (Needs for the development of Teacher Education Programme—Basic Issues) :

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মূলগত কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। বিষয়গুলি হল—

(ক) কোন্ কোন্ জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন।

(খ) পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা কী।

(গ) শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় তাদের কী কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করা উচিত।

(ঘ) আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ও জনশক্তি তৈরি হবে সেখানে কী কী ধরনের শিক্ষক আমাদের প্রয়োজন।

(ঙ) জাতীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

(চ) নিজের পেশায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে শিক্ষকের কতটা সাধারণ শিক্ষা এবং কতটা পেশাগত শিক্ষা অর্জন করা আবশ্যিক।

(ছ) শিক্ষক শিক্ষণ কীভাবে আমাদের দেশের স্কুল কলেজে শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করে।

(জ) এই শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিতে জাতীয় অর্থ বাজেটের কত শতাংশ খরচ করা উচিত।

(ঝ) সার্বিক শিক্ষাক্ষেত্রের আলোয় শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির সংগঠন, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কেমন হবে।

(ঞ) উন্নত শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি শিক্ষকদের কাছ থেকে মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিক থেকে কতখানি আশা করে।

(ট) কোন্ সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষক বাস করে এবং কোন্ সমাজের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সে তৈরি করতে চায়।

(ঠ) সাধারণ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতের সামাজিক লক্ষ্যগুলি অনুধাবন করা।

(ড) জ্ঞান বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণের উন্নত কর্মসূচিতে বিষয়-পদ্ধতির শতকরা ভাগ এবং গুণমান কেমন হবে।

(ঢ) শিক্ষার পরিবর্তিত ধারণা 'সেবা করা'। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দক্ষতা, মূল্যবোধ, মনোভাব গঠনে শিক্ষক কীভাবে সাহায্য করবেন।

(ণ) শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে নেতৃত্ব দেবেন।

(ত) জ্ঞান দান করার ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষক কীভাবে নির্দেশনাদানকারী ও সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সঞ্চালনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

(থ) বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে একে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাহায্যকারী ও সাহায্য গ্রহণকারীর ভূমিকায় শিক্ষক কিভাবে পরিবর্তন করবেন।

এইসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকুই বলা চলে শিক্ষকের শিক্ষা বিষয়ে ও নিজস্ব জ্ঞানমূলক বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান থাকা অবশ্যই জরুরি। তবে পেশার ক্ষেত্রে আরও জরুরি যেটা সেটা হল তিনি নিজে কী কী মানবিক গুণাবলির অধিকারী, তাঁর জীবনদর্শন কী এবং সমাজ ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কেমন ?

৭.৬ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপরেখা নিয়ে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the Kothari Commission on the Curriculum framework of Teacher Education) :

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) তথা কোঠারি কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্দেশ করলেন যে—"The essence of a programme of teacher education is 'quality' and in its absence, teacher education becomes, not only a financial waste but a source of overall detoriation in educational standards."

অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির মূলকথা হচ্ছে 'গুণমান' এবং এর অনুপস্থিতিতে শুধু অর্থের অপচয়ই ঘটে না, সার্বিকভাবে শিক্ষামানের অবনতি ঘটে।

সে কারণে কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের গুণমান বৃদ্ধিতে নিম্নরূপ সুপারিশ করে—

[১] শিক্ষকতা পেশায় ছাত্রদের যা শেখাতে হবে তার গভীরে যেতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও স্নাতকোত্তর কলেজের সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়গুলির পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

[২] বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার সমন্বিত কর্মসূচির প্রবর্তন করতে হবে।

[৩] ভারতীয় পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শিক্ষায় পেশাগত পাঠের উজ্জীবন এবং এ ব্যাপারে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

[৪] শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা যাতে স্বয়ংপাঠ (self study) এবং আলোচনার যুগপৎ সুযোগ থাকে এবং উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে ব্যাবহারিক বিষয়, সেশনাল ওয়ার্ক এবং প্র্যাকটিস টিচিং-এর ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

[৫] প্র্যাকটিস টিচিং ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এটিকে সার্বিক ইনটার্নশিপের কর্মসূচিতে পরিণত করা।

[৬] কাজে লাগে এমন নতুন নতুন বিশেষ পাঠ ও কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

[৭] যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার বিবর্তনে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা যাতে শিক্ষক নিতে পারে সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির সর্বস্তরে পাঠক্রমের সংশোধন করা।

এই কারণে শিক্ষক যাতে ব্যক্তিত্বমূলক, বিষয়জ্ঞানমূলক, পেশাগত সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে সেরকম সার্বিক পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স হয় তবে অর্ধেক সময় ব্যয় করতে হবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধারণাগত দক্ষতার বিকাশে এবং অপরার্ধ ব্যয় করতে হবে পেশাগত শিক্ষাদানের দক্ষতার বিকাশে। যদি এটি একটি এক বছরের কোর্স হয় তবে ধরে নিতে হবে সাধারণ স্নাতক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকের আগেই ধারণাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সময়টি ব্যয় করতে হতে শিক্ষকের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং পেশাগত শিক্ষাদানের দক্ষতার বিকাশে। পাঠক্রম সেভাবেই রচনা করতে হবে।

৭.৭ ❑ উন্নত গুণমানের শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপরেখা—এন.সি.টি.ই. মডেল (Curriculum Framework for Quality Teacher Education—NCTE Model) :

৭.৭.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

সাধারণভাবে বিদ্যালয়স্তরে এবং নির্দিষ্টভাবে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ১৯৯৩ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে এন. সি. টি. ই. প্রতিষ্ঠিত হয়।

এন. সি. টি. ই. জাতীয় স্তরে টিচার এডুকেটর, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার পরিকল্পনাকারী বহু ব্যক্তির সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে 'উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপরেখা' তৈরি করে ১৯৯৮ সালে। এই ডকুমেন্টের মারফত এন. সি. টি. ই. পুনরায় প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ভিত্তিক এবং শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সমাজের কাজে লাগে এমন পেশাগত দক্ষতা সৃষ্টিতে তৎপর শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নে এবং বিকাশে শিক্ষক, টিচার এডুকেটর এবং শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে ও সামর্থ্যে আস্থা জ্ঞাপন করে। এই রূপরেখা আরও বর্ধিত দক্ষতায় নব পরিবর্তনগুলির সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে টিচার এডুকেটরগণের ক্ষমতার প্রশংসা করে।

নতুন রূপরেখা প্রণয়নের আগের অবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি তৎকালীন উপদেষ্টা পর্ষদ এবং অবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ১৯৭৩ সালে গঠিত এন. সি. টি. ই.-র ১৯৭৮ সালে তৈরি পাঠক্রমের রূপরেখা অনুসরণে চলে আসছে। বহু রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠক্রমও অনুসরণ করা হয়।

৭.৭.২ শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা—১৯৭৮ (Teacher Education Curriculum Framework—1978) :

মূল সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) শিশুর ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সংগতি :

শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ভাবলে শিক্ষককে এই পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। বিদ্যালয়ে দেওয়া শিক্ষার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের ও ব্যক্তির চাহিদার সংগতি থাকবে এবং পরিপূরক হবে। তাই বিদ্যালয় পাঠক্রম এবং শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে সাযুজ্য থাকবে।

(২) নমনীয়তা :

পাঠক্রম হবে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। নমনীয় হবে বিভিন্ন কারণে—

(ক) নমনীয় হবে জাতীয় লক্ষ্য ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের নিরিখে।

(খ) স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের প্রয়োজন মেটাতে।

(গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোর্স থেকে অপর কোর্স গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে।

(ঘ) বিজ্ঞানক্ষেত্র, কারিগরি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে।

(ঙ) ফর্মাল ও নন-ফর্মাল প্রথায় গৃহীত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় সংগতি রাখতে।

(৩) কার্যসম্পাদনভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ :

নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে শিক্ষক শিক্ষণকে আরও বেশি করে কার্যসম্পাদনভিত্তিক (performance based or task oriented) করার কথা বলা হয়।

(৪) প্র্যাকটিস টিচিং/ইনটার্নশিপ :

শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে কার্যসম্পাদনভিত্তিক করার পথে প্রথম প্রচেষ্টা হওয়া উচিত প্র্যাকটিস টিচিং ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত ব্যাবহারিক ও বাস্তবসম্মত (realistic) করা যেখানে ট্রেনি টিচাররা সম্যক বিদ্যালয় পরিবেশে শ্রেণিকক্ষের বাস্তব প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শিক্ষা নির্দেশনা দানকে প্রয়োগ করতে পারে এবং টিচার এডুকেটরের কাছ থেকে পাওয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ কাজে লাগাতে পারে। প্র্যাকটিস টিচিং-এর পরিবর্তে এখন আরও সংগতিপূর্ণ পরিবর্ত শব্দ ইনটার্নশিপ কথাটা ব্যবহার করা হয়।

(৫) শিক্ষক শিক্ষণের সমন্বিত রীতি :

শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করা দরকার যাতে তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয় থাকে এবং এই সমন্বয়টি যেন দক্ষতাভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হয়।

(৬) শিক্ষাকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে গড়ে তোলা :

শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের উন্নতি হবে যদি একে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা শুধু শিক্ষণ

বিজ্ঞান (pedagogy) হিসাবে না দেখে শিক্ষাবিজ্ঞান (Education) বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পাঠক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা (discipline) হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

(৭) সেমিস্টার পদ্ধতি :

বার্ষিক কোর্সকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিটি সেমিস্টার ১২০ দিনের কম হবে না। এখানে নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে ক্রেডিট দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব থাকবে।

(৮) মূল্যায়ন :

কার্যসম্পাদনভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশের জন্য জরুরি একটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং যথার্থ আন্তঃ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যা টিচার এডুকেটর ও টিচার ট্রেনির আন্তঃ ও মধুর নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের নিরিখে গড়ে উঠবে। মূল্যায়নের মূল কথা এখানে পথপ্রদর্শন করা (guiding), মান নির্ধারণ করা (assessing) নয়।

(৯) পরীক্ষা, উদ্ভাবন ও গবেষণা :

শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা বিকাশের জন্য এই ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা করা জরুরি। এটি বরাবরই অবহেলিত হয়ে এসেছে। গবেষণা বিভিন্ন সময় প্রচলিত কেতা অনুযায়ী (fashionable) তাত্ত্বিক অনুশীলনে পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা সমস্যা সমাধানে ব্যাবহারিক হয়ে দাঁড়ায়নি।

সেজন্য বলা হয়েছে ভারতের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়ে যথার্থতাসম্পন্ন মডেল ও মডিউল অনুসরণ করে সমস্যাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল ও পরিমাপকের সাহায্য বাস্তবে কাজে লাগে এরকম গবেষণার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং পাঠক্রমে 'রিসার্চ মেথডলজি'-কে একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(১০) সময়কাল :

১০ বছর বিদ্যালয় পাঠশেষে বা ১০+২ শিক্ষাস্তরের পরে যে ট্রেনিং প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক স্তরের বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য প্রয়োজন তা হবে ২ বছরের।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের জন্য বিএড কর্মসূচি থাকবে যথারীতি এক বছরের। চার বছরের সংহত ও পূর্ণাঙ্গ যে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা কোনও কোনও জায়গায় আছে (বিএ বিএড/বিএসসি বিএড) তাও চলতে থাকবে।

১০+২ পাশ এবং কলেজ পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষণ পাঠক্রমেরও সুপারিশ করা হয়। ইতিমধ্যে দুই দশকের অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন নতুন অগ্রগতির বিষয় টিচার এডুকেশনে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে। এই উপলব্ধি প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও টিচার এডুকেটরদের মারফত। এরই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯৫ সাল থেকে কার্যকরীভাবে ক্ষমতা হাতে পাওয়া এন. সি. টি. ই.-র স্থাপন শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে জনসমক্ষে কেন্দ্রভূমিতে উপস্থিত করতে পেরেছে। সারা

ভারতব্যাপী শিক্ষক, টিচার এডুকেটর, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণের আলোচনার ফলস্বরূপ এন. সি. টি. ই. ১৯৯৮ সালে গুণগত মানসমন্বিত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করে।

৭.৭.৩ শিক্ষক পাঠক্রমের এন. সি. টি. ই. মডেল—১৯৯৮

(১) মূল বৈশিষ্ট্য (Main Charactistics) :

ভারতে বাস্তব পরিস্থিতি, সংস্কৃতি ও মানসিকতার শিকড় স্পর্শ করে, শিক্ষাগত কৃৎকৌশল, বিশ্বায়ন বিশ্বের মানব সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরি হল।

এই ডকুমেন্ট শিক্ষার্থী, সমাজ ও নিজ পেশার প্রতি শিক্ষকের দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিল, জোর দিল শিক্ষার গুণগত মান ও মূল্যবোধের বিকাশে এবং গুরুত্ব দিল শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গাভিত্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর এবং কর্ম অভিমুখিন রীতির ওপর। বিভিন্ন মডেল এবং মডিউলার অ্যাপ্রোচকে কাজে লাগিয়ে টিচার এডুকেটরদের বিভিন্ন স্তরভিত্তিক কর্মসূচিতে গুরুত্ব দেবার কথা বলল।

পাঠক্রমের রূপরেখা বিদ্যালয় শিক্ষক এবং শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের টিচার এডুকেটরদের নব নব ধারণার ওপর রূপান্তরিত আচরণে পরীক্ষা নিরীক্ষায় সমর্থ করবে যাতে করে বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী উন্নতি ঘটে। এতে তারা পুথিগত কার্যক্ষেত্রে যথাযথ স্বাধীনতা পাবার আশা রাখে। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে তাদের পেশাগত দায়বদ্ধতাকে, প্রয়োজনে কাজের গলতিতে কৈফিয়ৎ দেবার মানসিকতা থাকতে হবে।

শিক্ষকগণ এই পাঠক্রম রূপায়ণে কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষের থেকে জোগান (input) পাবেন তাই নয়। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয় সংলগ্ন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কী আশা করে বা দিতে পারে তাকেও মাথায় রাখতে হবে। অধিকন্তু নতুন পাঠক্রম কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা দূর করবে না। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল তাও দূর করবে। এই পাঠক্রম বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গতানুগতিক পদ্ধতি, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা থেকেও মুক্ত করবে। এই পাঠক্রম রূপায়ণের পথে শিক্ষকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকশিত হবে, আত্মনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে। এই পাঠক্রম অনুশীলিত ও বিশ্লেষিত হলে দেখা যাবে যে একে কার্যকরী করতে চিন্তাশীল শিক্ষকের শ্রেণির ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতির জোগান কাজে লাগবে। এতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া হবে গতিশীল, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় যার ফলে বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণ উভয়ই বাঞ্ছিত লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য যখন প্রসঙ্গাভিত্তিক এবং স্তর অনুযায়ী নির্দিষ্ট তখন শিক্ষা নির্দেশনার প্রণালী শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ উন্নত করার সুযোগ আছে। নতুন পাঠক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম বিকাশের মুখোমুখি হবে। তত্ত্ব ও বাস্তবকে মেলাবার চেষ্টা করবে। এই পাঠক্রমে নতুন ধারণা নিয়ে শিক্ষকগণ নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ পারে। এ ছাড়া এই শিক্ষণ পাঠক্রম প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

এই পাঠক্রম বিভিন্ন স্তরের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজন অনুযায়ী, তত্ত্বশিক্ষা, প্র্যাকটিস টিচিং, ইনটার্নশিপ, অন্যান্য ব্যাবহারিক কাজ (যেমন, ফিল্ড ওয়ার্ক, সমাজ সম্পর্কিত কাজ, কর্মশিক্ষা) কেমন হবে তা নির্ধারণ করবে।

(২) তত্ত্বমূলক বিষয় (Theoretical component) :

তত্ত্বগত বিষয়ের মধ্যে সাম্প্রতিকতম উপাদান হিসাবে শিক্ষণের সকল স্তরে 'Emerging Indian Society' অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অন্তর্ভুক্তি শিক্ষকদের যে পরিস্থিতিতে তারা কাজ করে তার বাস্তবতা বুঝতে সমর্থ করবে। এই কোর্সে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নাগরিকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মানবাধিকারের শিক্ষা, মূল্যবোধ, দেশের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়। এই তত্ত্বগত উপাদান শিক্ষার্থীকে সমাজ সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তার ওপর ও বিদ্যালয়ের ওপর কী কী প্রভাব পড়ছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে। এ-ছাড়াও সংগত কারণে শিখন ও শিক্ষণের মনস্তত্ত্ব, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলি সম্পর্কে গভীর অনুধাবনের জন্য 'মাধ্যমিক শিক্ষা' কোর্স অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষকগণকে নিজেদের কাজে স্বয়ংক্রিয় করার স্বার্থে 'গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং' অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে—(i) কারিক্যুলাম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (ii) অ্যাসেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রেমিডিয়েশন, (iii) স্কুল ম্যানেজমেন্ট, (iv) কমপ্যারেটিভ এডুকেশন। বহুবিধ ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বলা হয়েছে এর মধ্য থেকে যে-কোনও দুটি শিক্ষার্থীরা বেছে নেবে।

(৩) বিষয় বিশ্লেষণ/প্র্যাকটিস টিচিং (Pedagogical Analysis/Practice Teaching) :

শিক্ষক শিক্ষণে তত্ত্বমূলক মেথড বিষয়ে (theory) এবং টিচিং প্র্যাকটিসে বিষয় বিশ্লেষণ (Pedagogical analysis)-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ট্রেনি টিচার বিষয়টিকে কতকগুলি একক (unit)-এ বিশ্লেষণ করতে শেখে, তার লক্ষ্য কী মাথায় রাখে। বিষয়টি শেখানোর আগে শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য করে, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন কৌশল কী হবে ভেবে নেয় এবং শেখানোর বিষয়টি সম্পর্কে নিজেই সবিশেষ অবগত হতে পারে।

টিচার এডুকেটর প্র্যাকটিস টিচিং-এর আগে নিজে মডেল লেসন দেবেন। ট্রেনিরা তা দেখে শিক্ষণ কৌশল শিখবে। প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করবে, শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করবে। ট্রেনি ছাত্ররা পড়াবে। সুপারভাইজার শিক্ষক পরবর্তীকালে ত্রুটিগুলি আলোচনা করবে এবং শুধরে দেবে। প্র্যাকটিস টিচিং তাই আগের মতো শুধু শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দেওয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি, পর্যবেক্ষণ ও সময় লাগবে এবং সর্বোপরি লাগবে সহায়ক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সহায়তা।

(৪) ব্যাবহারিক কাজ (Practical Work) :

সারাবছর ধরে বহুবিধ অর্থপূর্ণ সর্বার্থসাধক ব্যাবহারিক কাজের ব্যবস্থা থাকবে যাতে করে তত্ত্বমূলক বিষয়গুলি সঠিকভাবে আয়ত্তিকরণের সুযোগ ঘটে। এর জন্য ক্রমাগত পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন দরকার। পাঠক্রমের ফ্রেমে বহু বিচিত্র ব্যাবহারিক কাজের ব্যবস্থা থাকবে যা ভবিষ্যৎ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের বহু দিকে বিকাশের চেষ্টা করবে। এর মধ্যে থাকবে ইনটার্নশিপ, কর্মশিক্ষা, ফিল্ডওয়ার্ক, শিক্ষামূলক কর্মসংগঠন, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা ইত্যাদি।

(৫) সময়কাল (Duration) :

প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি ও এলিমেন্টারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য শিক্ষণকাল আগের মতোই ২ বছর নির্দিষ্ট থাকবে। ওপরে যে পাঠক্রমের রূপরেখা প্রস্তাবিত হয়েছে তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় প্রয়োজনীয় বিএড কোর্সের জন্য। বিস্তৃত ও ব্যাপক পাঠক্রম সুপারিশ করার কথা বলা হল এর জন্য দু-বছরের সময়কাল লাগবে। দু-বছরের বিএড পাঠক্রম পরবর্তী একবছরের এমএড কোর্সের জন্য শক্ত ভিতের কাজ করবে। অতএব বর্তমানে চালু ১ বছরের বিএড পাঠক্রমের বদলে ২ বছরের বিএড পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়।

এই সুপারিশের রূপায়ণে কিছু সময় লাগতে পারে। পরিকাঠামো, অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের অপ্রতুলতা দূর করতে হবে। যে বি এড কোর্সের সুপারিশ করা হয় তা সম্পূর্ণ অর্থে প্রি-সার্ভিস কোর্স। এতে ডেপুটেশনে শিক্ষক ভর্তির ব্যবস্থা না থাকলেই ভালো। অর্থাৎ বিএড হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদানের প্রাক্ ও পূর্বশর্ত।

৭.৮ ❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা (Academic freedom of the Universities) :

সারা দেশে চালু করার জন্য এন. সি. টি. ই. পাঠক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা থাকার জন্য এই পাঠক্রম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে।

আশার কথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পরে বিএড পাঠক্রমে পরিবর্তন এনেছে। কোন এক সময় বোর্ড অফ স্টাডিজ এন. সি. টি. ই. অনুসরণে দু-বছরের পাঠক্রম তৈরি করেও পরিকাঠামোগত ও আর্থিক কারণে এবং শিক্ষকদের বর্ধিত ডেপুটেশন ব্যাপারে সমস্যা থাকায় তা চালু করা হয়নি।

পরিবর্তে এক বছরের কোর্সেই বিএড পাঠক্রমকে কর্মসম্পাদনভিত্তিক (performance based) করার চেষ্টা হয়েছে। ব্যাবহারিক বিষয়ের গুরুত্ব বেড়েছে। স্কিল আইডেনটিফিকেশন, পেডাগগিকাল অ্যানালিসিস, লেসন প্ল্যানের বদলে একক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা হয়েছে। সিমিউলেটেড টিচিং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষাপত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। প্রতিটি শিক্ষামূলক সাধারণ পত্রকে দুটি অর্ধে বিভক্ত করা হয়েছে। এককথায় গতানুগতিকতা থেকে আধুনিকতার পথে কিছুটা অগ্রসরের চেষ্টা হয়েছে।

৭.৯ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। পাঠক্রমের অর্থ বিবৃত করুন।
২। কানিংহাম প্রদত্ত পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন।
৩। পাঠক্রম সম্পর্কে কার্নে ও কুক কী বলেছিলেন ?
৪। পাঠক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
৫। পাঠক্রমের নমনীয়তা কী কী কারণনির্ভর ? বিস্তৃত আলোচনা করুন।
৬। পাঠক্রমের রূপরেখা প্রণয়নে চলতি প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা দিন। এর নিরিখে রূপরেখা নির্মাণে মূল উপাদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা নিয়ে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ কী ছিল?

৮। উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা সম্পর্কে এন. সি. টি. ই. মডেল আলোচনা করুন।

৯। টীকা লিখুন :

(ক) উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা এন. সি. টি. ই. মডেল—১৯৭৮।

(খ) উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা, এন. সি. টি. ই. মডেল—১৯৯৮।

(গ) পাঠক্রম প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা।

একক ৮ ❑ শিক্ষকগণের পেশাগত প্রস্তুতি (PROFESSIONAL PREPRATION FOR TEACHERS)

গঠন

৮.১ দু-ধরনের প্রস্তুতি

৮.২ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন

৮.২.১ গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন ও প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন

৮.২.২ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষনীতি

৮.২.৩ প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকতার জন্য প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন

৮.২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকতার জন্য প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন

৮.২.৫ প্রি-সার্ভিস টিচার্স এডুকেশনে মাস্টারস ডিগ্রি

৮.৩ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন

৮.৩.১ সংজ্ঞা

৮.৩.২ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের গুরুত্ব

৮.৩.৩ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা (চাহিদা)

৮.৩.৪ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৮.৩.৫ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত গঠন ও মডেল

৮.৩.৬ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহ

৮.৩.৭ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ত্রুটি সম্পর্কে এন.সি.ই.আর.টি.-র মন্তব্য

৮.৩.৮ উন্নয়নের সুপারিশ

৮.৪ অনুশীলনী

৮.১ ❑ দু-ধরনের প্রস্তুতি (Two types of Preparation) :

শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হতে গেলে বা হওয়ার পরও সার্থক শিক্ষাদানের স্বার্থে দু-ধরনের প্রস্তুতি জরুরি।

[এক] প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (চাকরি-পূর্ব শিক্ষক শিক্ষা)

[দুই] ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (চাকরিকালীন শিক্ষক শিক্ষা)

৮.২ ❑ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (Pre-Service Teacher Education) :

সারাদেশব্যাপী যে শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচি শিক্ষকগণের শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের পূর্ব শর্ত ও প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করা হয় তাকেই প্রাক্-শিক্ষকতা পেশাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃত অর্থে প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনে শিক্ষকদের চাকরিকালীন ডেপুটেশন নিয়ে পড়তে আসার কথা নয় এবং কোর্সটিও সেভাবে তৈরি করা নয়। এই প্রি-সার্ভিস শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষককে শিক্ষাদান পেশায় অভিমুখি (orient) করবে। এটি সেজন্য এক ধরনের অভিমুখিকরণ কর্মসূচি (Orientation Programme)। মনে রাখতে হবে প্রাক্-শর্ত হিসাবে গঠিত এই অভিমুখীকরণ কর্মসূচিকে আগের মতো 'প্রশিক্ষণ' বা

'training' বলা হয় না। এর বদলে 'শিক্ষণ' বা 'শিক্ষা' বা 'education' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের উদ্দেশ্য ও পরিধি এখন ব্যাপক। এটি আর কেবল শিক্ষার তত্ত্বমূলক বিষয়ের বক্তৃতা দানে সীমাবদ্ধ নেই অথবা মেথড বিষয়ে বিদ্যালয়ে যা শেখানো হবে তার জ্ঞানমূলক অংশটি ট্রেনি টিচারদিগকে আবার একইভাবে বক্তৃতার মাধ্যমে শিখিয়ে দেওয়া নয়। প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের ধারণা আরও বেশি কিছু। এটি কতকগুলি নির্দেশনা কৌশলই শেখায় না, যে পরিবেশে, যে সমাজ ও দেশে শিক্ষক, শিক্ষকতা ব্রতে লিপ্ত হবেন তাকে চেনাতে শেখায়। তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বাতাবরণ, লক্ষ্য ও চাহিদাকে চেনায় এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সমাজের গণতান্ত্রিক দক্ষ নাগরিক গড়তে সাহায্য করে।

৮.২.১ গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন ও প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (Change of Traditional Concept and Pre-Service Education) :

বর্তমানে ছাত্র, বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষা সব কিছুর ক্ষেত্রেই গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা বয়স্কদের ক্ষুদ্র সংস্করণ (adult in miniature through the wrong end of the telescope) বলে মনে করা হয় না। আগের মত তাই বয়স্কদের ইচ্ছা অনুযায়ী জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিদ্যালয় পরিবেশ কতকগুলি চেয়ার বেঞ্চের নির্জীব সমষ্টি বলে মনে করা হয় না। মনে করা হয় স্বাধীন উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণ করবে। থাকবে হাত পা ছড়ানোর জায়গা, থাকবে খেলার মাঠ। পাঠক্রমও আজ নির্দিষ্ট 'দৌড়ের পথ' (race course) নয়। সহপাঠক্রমিক কার্যসূচি সহ বহুবিধ শিক্ষাগত, সামাজিক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে গণতান্ত্রিক পরিবেশে দক্ষ নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার প্রয়াস পাবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকগণও আজ আগের মত বেত্রহস্ত, রক্তচক্ষু শাসক নয়। তাঁরা বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক।

সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণও আর আগের ধারণায় আটকে থাকলে চলবে না। তাকে আধুনিক ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক হতে হবে এবং সেই অনুযায়ীই প্রাক্-পেশাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ (Pre-Service Teacher Education) গড়ে তোলার কথা বললেন স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন।

৮.২.২ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (NPE 1986 on Pre- Service Teacher Education) :

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ শিক্ষককুলের ওপর প্রচণ্ড আস্থা রাখে। এই নীতি শিক্ষকদের কাজের উন্নত পরিবেশ এবং উন্নত গুণমান সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণের কথা বলে। এই নীতি ছাত্রদের কাছে, তাদের অভিভাবকদের কাছে, সমাজ ও নিজ পেশার কাছে শিক্ষকগণের গ্রহণযোগ্যতার ওপর জোর দেয়। এই কারণে শিক্ষকগণের মর্যাদার উন্নতিকল্পে, তাদের শিক্ষকতার গ্রহণযোগ্যতার মান বাড়াতে এবং শিক্ষক শিক্ষণের উন্নতিতে যে কৌশলের কথা বলা হল তার মূল বিষয় হল :

১। শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতিতে সংস্কার।
২। শিক্ষকগণের কাজের পরিবেশে উন্নতি/সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি।
৩। অভিযোগের প্রতিকারকল্পে কার্যকরী সংস্থার সৃষ্টি।
৪। শিক্ষার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৫। শিক্ষকগণের মর্যাদা ও পেশাগত সংহতি বৃদ্ধি ও পেশাগত শৃঙ্খলার অভাব দূরীকরণে শিক্ষক সংস্থাগুলির দায়িত্বগ্রহণ।

৬। শিক্ষকগণের জন্য পেশাগতভাবে মান্যতার বিধি বিধান চালু করা এবং দেখা শিক্ষকগণ তা মেনে চলছেন কিনা।

৭। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্তগ্রহণ।

৮। শিক্ষকগণের নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের জন্য যোগ্য পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

৮.২.৩ প্রারম্ভিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষকতার জন্য প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (Pre-Service Teacher Education at Elementary Level of Education) :

প্রাইমারি তথা এলিমেন্টারি প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের বর্তমান সময়কাল এন.সি.টি.ই. বিধি অনুযায়ী দু-বছরের। ভর্তির যোগ্যতা দশ ক্লাস পাশ বা ১০ + ২ শ্রেণি পাশ। পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ মারফত সরকার অনুমোদিত পি টি টি আই (Primary Teachers' Training Institutes) গুলি এই কোর্স পরিচালনা করে। এগুলির ট্রেনিং শেষে সরকার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ট্রেনিং কোর্সগুলির এন.সি.টি.ই.-র দ্বারা স্বীকৃতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। বর্তমানে এই কোর্সটির নাম D.Ed/D.El. Ed.

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ সুপারিশ করেছে যে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নতির স্বার্থে সারাদেশে এই প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলিকে ধীরে ধীরে DIET (District Institutes of Education and Training)-এ উন্নীত করা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা।

৮.২.৪ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতার জন্য প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (Pre-Service Teacher Education at Secondary Level) :

মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন কোর্স পরিচালিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজের মারফত। এই কোর্সগুলি অবশ্যই এন সি টি ই দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। এন. সি. টি. ই.-র বিধি লঙ্ঘন না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা গ্রহণ করবে, ডিগ্রি দেবে এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির উন্নতিতে ব্যবস্থা নেবে। বেশির ভাগ জায়গায় এই কোর্স এখনও এক বছরের বি এড কোর্স বলে পরিচিত ; যদিও ১৯৯৮-এ এন সি টি ই 'উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের রূপরেখা'য় দু-বছরের বি এড কোর্সের সুপারিশ করেছে।

যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এন সি টি ই এই প্রি-সার্ভিস বি এড কোর্সে পরিবর্তনের কথা বলেছে। তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দুটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে 'ইমারজিং ইন্ডিয়ান সোসাইটি', কমপ্যারেটিভ এডুকেশন, 'গাইডেন্স অ্যান্ড কাউন্সেলিং', 'কারিকুল্যাম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট', 'স্কুল ম্যানেজমেন্ট', 'স্বাস্থ্য শিক্ষা', 'শারীর শিক্ষা' অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে।

প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে সারাবছর ধরে ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যাকশন রিসার্চ, প্ল্যানিং, গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। প্র্যাকটিশ টিচিং-এর বদলে ইনটার্নশিপ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেসন প্ল্যান-এর বদলে কনটেন্ট অ্যানালিসিস এবং পেডাগজিক্যাল অ্যানালিসিস-এর কথা বলা হয়েছে। এক একটা দক্ষতা (skill)-কে বেছে নিয়ে সেটিকে কীভাবে বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এইসব কারণেই এক বছরের বদলে দু-বছরের পাঠক্রম জরুরি। তার আগে

দেখে নিতে হবে কলেজের পরিকাঠামো, যোগ্য শিক্ষকের জোগান, আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির নিশ্চয়তা দেওয়া গেল কিনা। ২০১৫ সাল থেকে NCTE সারা দেশে দু বছরের B.Ed. Course চালু করেছে।

এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য কন্টিনিউয়িং এডুকেশন দেবার জন্যও দায়বদ্ধ থাকবে। কিছু কলেজকে কম্প্রিহেনসিভ কলেজে উন্নীত করার সুপারিশ করা যেতে পারে যারা একই সঙ্গে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ও এম এড পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শেষে চার/পাঁচ বছরের সমন্বিত (integrated) কোর্সও পরিচালনা করতে পারে।

বর্তমানে NCTE উচ্চমাধ্যমিকের পরে চার বছরের integrated B.A. B.Ed/BSc. B.Ed. Course চালু করেছে।

৮.২.৫ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনে মাস্টারস ডিগ্রি (Pre-Service Teacher Education at Master's degree Level) :

এন সি টি ই বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (B.Ed. কলেজে) কর্মে যোগদানেচ্ছু শিক্ষকগণের (Teacher Educators) জন্য স্নাতকোত্তর প্রি-সার্ভিস ডিগ্রি কোর্স এম এড-এর সুপারিশ করেছে। এটি এক বছরের কোর্স এবং বিএড কলেজে যোগদানের পূর্ব শর্ত হিসাবে বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন ধরনের মডেলের কথা বলা হয়েছে।

এম এড—প্রাক্-প্রাথমিক/প্রাথমিক শিক্ষা।
এম এড—স্পেশাল এডুকেশন।
এম এড—ডিসট্যান্স এডুকেশন।
এম এড—শারীর শিক্ষা।
এম এড—জেনারাল।
এম এড—টিচার এডুকেশন।

২০১৫ সাল থেকে M.Ed. কোর্সটি দুবছরের হয়েছে।

৮.৩ ❑ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (In-Service Teacher Education)

৮.৩.১ ❑ সংজ্ঞা (Definition) :

প্রি-সার্ভিস-টিচার এডুকেশন যেমন শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের আগে প্রয়োজনীয় পেশাগত অভিমুখিকরণের প্রস্তুতি, ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন তখন কর্মরত নিয়মিত শিক্ষকের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশের অন্যতম শর্ত। এই শিক্ষণ কর্মসূচি এমন কতকগুলি নিত্যনতুন কাজের সমষ্টি যার যথার্থতা প্রমাণিত। এই কর্মসূচি কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান, আগ্রহ এবং মনোভাবের এমন উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয় যার ফলে তাঁরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের চরম উন্নতি ঘটাতে সক্ষম এবং বিনিময়ে নিজস্ব সন্তোষ ও শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জনের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন।

M.B. Buch-এর মতে, "In-service education is thus a programme of activities aiming at the continuing growth of teachers and educational personnel in-service."

অর্থাৎ 'In-service education' হল একগুচ্ছ কর্মসূচি যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে কর্মরত শিক্ষক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি।

এই কর্মগুচ্ছ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষকদের ব্যক্তিমানুষ ও পেশাগতভাবে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। Cane (1969) বললেন, In service Teacher-

education means "all those activities and courses which aim at enhancing and strengthening the professional knowledge, interest and skills of serving teachers".

অর্থাৎ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন বলতে সেইসব কাজ ও কোর্সের সমষ্টিকে বোঝায় যা কর্মরত শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান, আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও শক্তিশালী করতে চালিত হয়।

এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণে তাৎপর্যময় নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(ক) পেশাগত জ্ঞান।

(খ) পেশার প্রতি মনোভাব।

(গ) পেশাগত নিয়মবিধি ও মূল্যবোধ।

(ঘ) পেশাগত দক্ষতাসমূহ— যেমন প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ও নেতৃত্বের দক্ষতা ইত্যাদি।

(ঙ) শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ।

(চ) বিষয়সমূহ (courses) যা শিক্ষাবিজ্ঞানগত জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতে এবং গবেষণালব্ধ ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত।

(ছ) কর্মসমূহ (activities)—যেমন সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা ইত্যাদি।

কর্মরত শিক্ষকদের নিকট ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন এমন নতুন নতুন কোর্স উপস্থিত করে যা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষকগণকে প্রভাবিত করে এবং যার যথার্থতা আগেই প্রমাণিত হয়েছে এবং এর ফলে শিক্ষককুল তাদের পেশাগত জ্ঞান, আগ্রহ ও মনোভাবকে পরিশীলিত করতে পারে, শিক্ষার্থীগণের শিক্ষণকে উন্নীত করতে পারে এবং নিজেরা কাজে সন্তোষ পেতে পারে।

৮.৩.২ ইন-সার্ভিস টিচার্স এডুকেশনের গুরুত্ব (Importance of In-Service Teacher Education) :

বিভিন্ন কমিশন, কমিটি এবং শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময় ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্ব ব্যক্ত করেছেন।

(১) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট (১৯৪৯) মন্তব্য করেছে ২৪/২৫ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই বিদ্যালয় শিক্ষকগণ শিক্ষকতা বৃত্তিতে প্রবেশ করেন এবং সে সময় বিষয় এবং পাঠদান সম্পর্কে সব কিছু জানবেন এটা অসম্ভব। তাই মাঝে মাঝে তাঁরা নিজেরাও শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করে নতুন বিষয় জানতে পারলে পাঠ ও পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিকতম জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৫২-৫৩)-এর মতে 'প্রি-সার্ভিস ট্রেনিং'-এর কর্মসূচি যতো ভালোই হোক না কেন তার দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষক তৈরি হয় না। এই কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবকে উসকে দিয়ে শিক্ষকতার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারে মাত্র, যদিও সার্বিক অভিজ্ঞতায় ঘাটতি থাকতে পারে। এই ঘাটতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পূরণ করতে পারে ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি।

(৩) আই. জে. প্যাটেল, এম. বি. বুচ এবং এস.এন. পালসারে দ্বারা সম্পাদিত 'Readings in In-service Education' বইটির 'Learning is the life long' নামক প্রবন্ধটিতে J.P. Leonard মন্তব্য করেছেন—

(ক) শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। একটি প্রতিষ্ঠানে একবার মাত্র প্রথাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতার উপযুক্ত ক'রে কাউকে সর্বকালের ভালো শিক্ষক তৈরি করা যায় না।

(খ) শিক্ষকতা পেশার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে বিষয়বস্তু ও পাঠদানের ধারণায় অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

(গ) সকল ব্যক্তির মতো শিক্ষকদেরও একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে এই যে তাঁরা যেভাবে শিখেছেন পরবর্তীকালে সেভাবেই শেখাবেন।

(ঘ) ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রাম ও ছোটো শহর অঞ্চলে উপযুক্ত বই, প্রদীপন, পরীক্ষাগার ও পরীক্ষার উপকরণের অভাব আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন গবেষণালব্ধ ফল এখানে পৌঁছায় না। অথচ শিক্ষকগণকে এসব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(ঙ) 'School Personnel Administration' বইয়ে Jay. E. Green "In service Education"-এর পক্ষে নীচের যুক্তিগুলি দিয়েছেন—

(ক) 'জ্ঞানের' অর্থের প্রভূত ও দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার প্রথাগত শিক্ষক শিক্ষণকালে শেখা অভিজ্ঞতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।

(খ) সমগ্র দেশব্যাপী নিম্নমানের বহু শিক্ষককে দেখা যাচ্ছে।

(গ) এমন বহু শিক্ষক আছেন যাঁরা নবতম শিক্ষা কৌশলগুলি সম্পর্কে অবহিত নন।

(ঘ) নতুন নতুন শিক্ষা নির্দেশনাকারী মাধ্যম, ভাষা পরীক্ষাগার, শিক্ষাদানকারী যন্ত্র, কম্পিউটার, টিভি প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে নতুনভাবে শিক্ষাদানের কথা ভাবতে হবে।

(ঙ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আচরণের ওপর বহু গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে শিক্ষাদানের কথা ভাবতে হবে।

(চ) দিনে দিনে শ্রেণিকক্ষে ছাত্র বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তার মোকাবিলা করে কীভাবে তাদের প্রেরণা জোগানো যায় তা শিখতে হবে।

(ছ) পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি, নিয়মকানুন, এবং মূল্যবোধ শিক্ষককেও বাধ্য করছে নিত্যনতুন শিক্ষাদান কৌশল জানতে ও গ্রহণ করতে।

(জ) শিক্ষককে বহু রকম ভূমিকা পালন করতে হয় এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী তাঁকে বিভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও আচরণের অধিকারী হতে হয়।

(ঝ) প্রি-সার্ভিস ট্রেনিং-এ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান দীর্ঘ সময়ের পর শিক্ষকরা ভুলে যেতে পারেন।

(ঞ) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক হয়তো পূর্বের উৎসাহ হারাতে পারেন।

৮.৩.৩ ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা (চাহিদা) (Need for In-Service Teacher Education) :

(১) শিক্ষকের ক্রমান্বয় শিক্ষা— পরিকল্পিতভাবে এই শিক্ষা একজন শিক্ষককে সারাজীবনব্যাপী পেশাগত শিক্ষার সুযোগ করে দেয়।

(২) গুণগত মানের উন্নয়ন— শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটায়।

(৩) প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়— শিক্ষকতা জীবনে দক্ষতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে শুধুমাত্র 'প্রি- সার্ভিস' ট্রেনিং যথেষ্ট নয়।

(৪) মানবিক প্রচেষ্টায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন— মানবিক প্রচেষ্টায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (different areas of human endevour) উন্নয়ন ঘটে চলেছে। এই উন্নয়ন শিক্ষার সম্পর্কিত

ক্ষেত্রেও উন্নয়নের দাবী করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও তাঁর দক্ষতা, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও দক্ষতাসূচক উন্নয়নের প্রয়োজন।

(৫) আঞ্চলিক ও শিক্ষকের ব্যক্তিগত চাহিদায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা— শিক্ষাক্ষেত্রে বৃহৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য ঘটাতে আঞ্চলিক প্রয়োজন, ব্যক্তি প্রয়োজন ও বিদ্যালয় গোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে কোনো কোনো সময় শিক্ষাক্ষেত্রে ছোটো ছোটো পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। এই শিক্ষা সম্প্রসারণের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে ইন-সার্ভিস এডুকেশন জরুরি হয়ে পড়ে।

৮.৩.৪ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of In-Service Teacher Education) :

আকাঙ্ক্ষিত দিকে নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ও বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের 'ইন সার্ভিস' শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এইরূপ শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ভূমিকা পালনে শিক্ষকদের প্রেরণা জোগানো।

(২) নিজ নিজ সমস্যা অনুধাবন করতে ও নিজস্ব জ্ঞান ও সংগতি (Wisdom and resources) কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যাগুলি সমাধান করতে শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করা।

(৩) আরও কার্যকরী পদ্ধতি ব্যবহার করতে শিক্ষকদের সহায়তা করা।

(৪) শিক্ষায় আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা।

(৫) শিক্ষকদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণ ঘটানো।

(৬) শিক্ষকদের জ্ঞানভাণ্ডারের উন্নয়ন ঘটানো এবং পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সাহায্য করা।

(৭) শিক্ষকতায় প্রস্তুতির পথে বাধাগুলিকে অপসারিত করা।

(৮) শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের ক্রম-উন্নয়ন।

সংক্ষেপে বলা চলে শিক্ষকগণের ইন-সার্ভিস এডুকেশন (I.S.E)-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় উন্নয়নের ইচ্ছাকে উৎসাহিত করা, নতুন পরিবর্তনকে সঠিকভাবে গ্রহণ করায় উদ্দীপ্ত করা, জড়তাকে ভাঙা, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে কর্মময় একজন মানুষ এবং শিক্ষক হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

৮.৩.৫ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত গঠন ও মডেল (Existing Structure and Models of In-Service Education for Teachers) :

নীচে ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন মডেলগুলি উল্লেখ করা হল :

(১) ওরিয়েন্টেশন কোর্স।

(২) সামার কোর্স।

(৩) স্যান্ডউইচ কোর্স।

(৪) রিফ্রেশার কোর্স।

(৫) করেসপন্ডেন্স কোর্স।

(৬) ওয়ার্কশপ।

(৭) সেমিনার ও সিম্পোসিয়াম।

(৮) কনফারেন্স।
(৯) এক্সটেনশন প্রোগ্রাম।
(১০) শর্ট টার্ম কোর্স।
(১১) ডিসটান্স এডুকেশন।

৮.৩.৬ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহ (Institutions for In-Service Education) :

(১) স্টেট ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন (State Institute of Education)।
(২) স্টেট ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স (State Institute of Science)।
(৩) স্টেট ইনস্টিটিউট অব্ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার (State Institute of English Language and Literature)।
(৪) এক্সটেনশন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টস (Extension Services Departments)।
(৫) ইউ.জি.সি.-র অধীন অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজেস্ (Academic Staff Colleges Under U.G.C.)। Academic Staff College এর বর্তমান নাম "Human Resource Development Centre".
(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ (University Departments of Education)।
(৭) রিজিওনাল কলেজেস অফ এডুকেশন (Regional Colleges of Education R.C.E.)।
(৮) এন. সি. ই. আর. টি. (NCERT)।
(৯) এস. সি. ই. আর. টি. (SCERT)।
(১০) শিক্ষকদের পেশাগত সংগঠন (Professional Organisations of Teachers)।
(১১) নীপা (NIEPA—National Institute of Educational Planning and Administration)।

এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬র প্রস্তাব অনুযায়ী প্রারম্ভিক শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রি-সার্ভিস এডুকেশনের মতো ইন-সার্ভিস এডুকেশনের দায়িত্বও থাকবে DIET (District Institute of Education and Training)-এর ওপর।

৮.৩.৭ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ত্রুটি সম্পর্কে (Comments on the defects of In-Service Teacher Education by NCERT) :

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬-র গাইডলাইন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে NCERT-এর একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করে। সেগুলি হল :

(১) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারা।
(২) এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ নীতির অভাব।
(৩) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের পদ্ধতিগত দিকটির প্রতি যথেষ্ট নজর না দেওয়া।
(৪) নিয়ম না মেনে রিসোর্স পারসন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থী নির্বাচন করা।
(৫) কার্যকরী 'Follow up' না করা।
(৬) প্রি-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের 'কো-অর্ডিনেশন' এবং 'মনিটরিং' যথার্থ না হওয়া।
(৭) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণে নেতা তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

(৮) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণকে অধিক কার্যকরী করার জন্য যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ না থাকা।
(৯) রাজ্য এবং জাতীয় উভয় স্তরেই উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

৮.৩.৮ উন্নয়নের সুপারিশ (Recommendations for Improvement) :

উপরিউক্ত ত্রুটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপ উন্নয়নমূলক সুপারিশ করে।

(১) যেহেতু ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের অসংখ্য পার্থক্যজনিত বৈশিষ্ট্য আছে অতএব এই শিক্ষক শিক্ষণের একটি স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার।

(২) উপযুক্ত সংস্থার দ্বারা মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়নের নিরিখে ইন-সার্ভিস এডুকেশনের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(৩) কেন্দ্র, রাজ্য, স্থানীয় সংস্থা এবং বিদ্যালয়গুলিকে একযোগে কাজ করে ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন মারফত শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তবেই সার্থক হবে।

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষকদের বহুমুখি পেশাগত চাহিদা বিকাশের ব্যবস্থা ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণে থাকতে হবে।

(৫) অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার বৃদ্ধি ও বিকাশের বিষয়টি মনে রেখে একটি যথার্থ ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন এবং 'followup' অবশ্যই এর প্রয়োজনীয় অঙ্গ হবে।

(৬) রিসোর্স পারসনদের উপযুক্ত শিক্ষণ, ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের যথার্থ পরিকল্পনা করা, নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতীয় সংস্থা স্থাপন করা, নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করা, একটি সুগঠিত দূরায়ত ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের 'self-learning'-এর জন্য কৌশল উদ্ভাবন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৪ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য প্রি-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের সংজ্ঞা দিন। ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করুন।

৩। ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের ত্রুটি ও উন্নয়নের সুপারিশ সম্পর্কে এন সি ই আর টি-র মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন :

(ক) প্রি-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬।

(খ) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

(গ) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত গঠন ও মডেল।

(ঘ) ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহ।

একক ৯ ❑ শিক্ষক শিক্ষণে কতকগুলি সমকালীন বিষয় (১) পাঠপরিকল্পনা (২) অণুশিক্ষণ (৩) সিমুলেটেড টিচিং (৪) অ্যাকশন রিসার্চ (SOME CONTEMPORARY ISSUES OF TEACHER EDUCATIONS: 1. LESSON PLAN 2. MICROTEACHING 3.SIMULATED TEACHING 4. ACTION RESEARCH)

গঠন

৯.১ পাঠপরিকল্পনা

৯.১.১ ভূমিকা

৯.১.২ পাঠপরিকল্পনার সংজ্ঞা

৯.১.৩ পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

৯.১.৪ বিভিন্ন ধরনের পাঠ

৯.১.৫ পাঠপরিকল্পনার পূর্বশর্ত

৯.১.৬ একটি আদর্শ পাঠপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

৯.১.৭ পাঠপরিকল্পনার বিভিন্ন রীতিসমূহ

৯.১.৭.১ হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি

৯.১.৭.১(১) হার্বার্টিশিয়ান অ্যাপ্রোচ অনুসারে পাঠটীকার গঠন

৯.১.৭.২ ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচ

৯.১.৭.২(১) ব্লুমের মূল্যায়নভিত্তিক পাঠপরিকল্পনার গঠন

৯.২ অণুশিক্ষণ

৯.২.১ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

৯.২.২ সংজ্ঞা বিশ্লেষণে অণুশিক্ষণের ধারণা

৯.২.৩ অণুশিক্ষণ কৌশলের গঠনমূলক উপাদান

৯.২.৪ অণুশিক্ষণের বিভিন্ন ধাপ

৯.২.৫ অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে সাবধানতা

৯.২.৬ অণুশিক্ষণের সুবিধা

৯.২.৭ অণুশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা

৯.২.৮ প্রচলিত শিক্ষণ বনাম অণুশিক্ষণ

৯.২.৯ শিক্ষাদানে দক্ষতা ও অণুশিক্ষণ

৯.৩ সিমুলেটেড টিচিং

৯.৩.১ সংজ্ঞা-অর্থ-ধারণা
৯.৩.২ সিমুলেটেড টিচিং-এর ধাপসমূহ
৯.৩.৩ সিমুলেটেড টিচিং-এ সাবধানতা
৯.৩.৪ সিমুলেটেড টিচিং-এ সুবিধা
৯.৩.১ সিমুলেটেড টিচিং-এর সীমাবদ্ধতা
৯.৪ অ্যাকশন রিসার্চ
৯.৪.১ রিসার্চ কথার অর্থ
৯.৪.২ শিক্ষা গবেষণা কী ?
৯.৪.৩ অ্যাকশন রিসার্চের অর্থ
৯.৪.৪ মৌলিক গবেষণা ও অ্যাকশন রিসার্চের মধ্যে পার্থক্য
৯.৪.৫ অ্যাকশন রিসার্চের ধাপসমূহ
৯.৪.৬ অ্যাকশন রিসার্চের কাজ ও সুবিধা
৯.৪.৭ অ্যাকশন রিসার্চের সীমাবদ্ধতা
৯.৫ অনুশীলনী

৯.১ ❑ পাঠপরিকল্পনা (Lesson Plan) :

পাঠপরিকল্পনা ধারণার উৎপত্তি গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ থেকে। গেস্টাল্ট শিক্ষণতত্ত্ব শিক্ষা-ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী যে-কোনো বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণায় পৌঁছাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সাহায্য গ্রহণ করে। এক একটি একক (unit)-এর অন্তর্ভুক্ত পরস্পর সম্পর্কিত অর্থবোধক অংশগুলি সম্বন্ধে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমগ্র, একক এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। গেস্টাল্ট তত্ত্ব থেকেই এই একক পরিকল্পনার (Unit Plan) উৎপত্তি হয়েছে।

একক পরিকল্পনা দুটি চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জে.এফ. হার্বার্ট একক পরিকল্পনায় বিষয় এবং তথ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কিন্তু জন ডিউই এবং কিলপ্যাট্রিক শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেন। বি. এফ. স্কিনার একক পাঠপরিকল্পনার এক আধুনিক পদক্ষেপের ধারণা দেন। তাঁর মতে পাঠ-পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ইউনিট প্ল্যান। যদি বিষয়বস্তু ইউনিটে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায় তবে তারা বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

৯.১.২ পাঠপরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of Lesson Plan) :

পাঠপরিকল্পনাকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের শিখন শিক্ষণ কার্যসমূহের একটি সামগ্রিক তালিকা, নীল নকশা অথবা কর্ম নির্দেশক মানচিত্র রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। এটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ধারণা, দক্ষতা ও মনোভাব বিকাশমূলক নমনীয় অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ, শিক্ষাদান নির্দেশিকার লিখিত রূপ এবং নিকট পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষে সংঘটিত হবার আশায় আবেগমূলক ও মনশ্চক্ষে ভাসমান কর্মপ্রণালীর তালিকা।

(A lesson Plan may be envisaged as a blue print, a guide map for action, a comprehensive chart of classroom teaching learning activities, an elastic but systematic approach for the teaching of concepts, skills and attitude etc. It is an emotional and mental visualisation of the teacher regarding classroom experiences as he hopes to occur.)

অধ্যাপক বিনিং এবং বিনিং-এর সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এঁদের মতে দৈনন্দিন পাঠ-পরিকল্পনা বলতে বোঝায়, পাঠটির উদ্দেশ্য কী তা বলা, বিষয়বস্তু নির্বাচন করে ঠিকমত সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা এবং এই উপস্থাপনে সঠিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

৯.১.৩ পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity/Importance of Lesson Plan) :

Bagley-র মতে "However, able and experienced the teacher, he could do never without his preliminary preparation."

অর্থাৎ শিক্ষক যত অভিজ্ঞ এবং কার্যক্ষম ব্যক্তিই হোন না কেন তিনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কিছুই করতে পারেন না।

J.K. Davis বলেছেন, "Lesson must be prepared for, there is nothing so fatal to a teacher's progress as unpreparedness."—অর্থাৎ পাঠটীকা অবশ্যই প্রস্তুত করা দরকার এইজন্য যে, শিক্ষকের শিক্ষাদানে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে প্রস্তুতিহীনতার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না।

এসব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি—

(১) পাঠপরিকল্পনার দ্বারা শিক্ষক পূর্ব থেকেই যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন।
(২) শ্রেণিকক্ষে সময়ের নিরিখে পাঠদানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
(৩) শিক্ষক পাঠপরিকল্পনার দ্বারা পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হন।
(৪) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।
(৫) পাঠপরিকল্পনার সাহায্যে তত্ত্বগত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
(৬) সময় ও শক্তির অপচয় কমে।
(৭) শ্রেণিকক্ষের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষিত হয়।
(৮) শিক্ষাদানকে সজীব ও উন্নত করার জন্য শিক্ষক সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষা-উপকরণ প্রয়োগ করতে পারেন।
(৯) শিখন শিক্ষণের বাস্তব রূপ প্রকাশ পায়।
(১০) সর্বোপরি পাঠপরিকল্পনার সাহায্যে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং পাঠদান কার্যকরী হয়।

তবে পাঠপরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে মেনে চলে এর বশ্যতা স্বীকার করলেই কার্যকরী শিক্ষক হওয়া যায় না। এর সঙ্গে নিজ ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত বৈষম্যজনিত ক্ষমতাও কাজে লাগাতে হয়। সেজন্য R.L. Stevenson বলেছেন—"Always plan out your lesson before hand but do not be slave to it".—অর্থাৎ পূর্ব থেকেই পাঠটীকা তৈরি করো, তবে এর একেবারে দাস হয়ে উঠো না।

৯.১.৪ বিভিন্ন ধরনের পাঠ (Types of Lesson) :

আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। এটি শিশুর তিনটি দিকের উন্নতি ঘটিয়ে তার সুসমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা করে। এই তিনটি দিক হল: জ্ঞানগত (cognitive), অনুভূতিমূলক (affective) এবং প্রয়াসমূলক (conative)। এদের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের পাঠ (Lessons)-এর আমরা সন্ধান পাই। সেই তিন ধরনের পাঠ হল:

(ক) জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lessons) :

এইসব পাঠ শিশুর জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে চালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস, ভূগোল বিষয় এই পাঠটীকার মাধ্যমে পড়ানো যায়।

(খ) দক্ষতামূলক পাঠ (Skill Lessons) :

এর লক্ষ্য হল প্রয়োগমূলক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশনায় দক্ষতা অর্জন করা। উদাহরণস্বরূপ লিখন, চিত্রকলা, অঙ্কন, কাঠের কাজ ইত্যাদি এই পাঠের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(গ) উপলব্ধিমূলক পাঠ (Appreciation Lessons) :

এই ধরনের পাঠের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর নান্দনিক বোধের বিকাশ ঘটানো। কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা এই ধরনের পাঠের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৯.১.৫ পাঠপরিকল্পনার পূর্বশর্ত (Pre-requisites of Lesson Plan) :

শিক্ষকের নিম্নলিখিত কতকগুলি জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে একটি পাঠপরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

(১) প্রয়োগ সম্পর্কিত দর্শন (Operational Philosophy) :

কোন্ লক্ষ্যপথে শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা প্রয়োগ করবেন সে সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা (operational philosophy of the teacher)।

(২) বিষয়জ্ঞান (Knowledge of subject matter) :

যে বিষয়টির পাঠ দেবেন সে সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই।

(৩) শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হবে যে উপকরণসমূহ সে সম্পর্কে ধারণা (Konwledge of the materials to be used in the class room) :

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন সেগুলি সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকবে। সেগুলি তিনি তৈরি করবেন অথবা প্রস্তুত রাখবেন।

(৪) শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা (Knowledge of Child psychology) :

শিক্ষক যাদের পড়াবেন তাদের বয়স ও মান সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের উপযোগী করে বিষয়জ্ঞান উপস্থাপিত করবেন।

(৫) পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান (Knowledge of methods and techniques) :

শিক্ষক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত থাকবেন।

এগুলিকে পাঠ পরিকল্পনা গঠনের উপাদান বলেও চিহ্নিত করা যায়।

৯.১.৬ একটি আদর্শ পাঠপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of an ideal lesson plan) :

একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা হবে—

(১) উদ্দেশ্যভিত্তিক।
(২) পূর্বজ্ঞানভিত্তিক।
(৩) বিভিন্ন এককে বিভক্ত।
(৪) উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার।
(৫) সঠিক, নবতম শিক্ষণ পদ্ধতি, কৌশল এবং উপকরণের ব্যবহার।
(৬) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজের পূর্ব পরিকল্পনা থাকবে।
(৭) ভাষার সারল্য থাকবে।
(৮) উদাহরণের ব্যবহার যথোচিত হবে।
(৯) অনুবন্ধনীতির প্রয়োগ করা যাবে।
(১০) ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার ব্যবস্থা রাখা হবে।
(১১) সময়ের পরিসর সম্পর্কে সচেতনতাভিত্তিক হবে।
(১২) স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নভিত্তিক হবে।
(১৩) ব্ল্যাকবোর্ডের যথোচিত ব্যবহার করা যাবে।
(১৪) ছাত্রদের মূল্যায়নের সাহায্যে পাঠদান পদ্ধতির মূল্যায়নের ব্যবস্থা।

৯.১.৭ পাঠপরিকল্পনার প্রকারভেদ বা বিভিন্ন রীতিসমূহ (Various Forms or Approaches of Lesson Planning) :

লিখিত পাঠটীকার বিভিন্ন রীতি আমাদের দেশে বা বিদেশে চালু আছে। তার মধ্যে বহু প্রচলিত ও জনপ্রিয় দুটি রীতির কথা এখানে আলোচিত হল।

(১) হার্বার্টিয়ান অ্যাপ্রোচ।
(২) ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচ।

৯.১.৭ (১) হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি (Herbartian Five Steps Approach) :

পাঠপরিকল্পনা শিক্ষাক্ষেত্রের এক প্রাচীন ধারণা। তৎসত্ত্বেও বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যাবহারিক প্রয়োগে এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট একজন জার্মান দার্শনিক এবং মহান শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিখনের ভাবজট (Apperceptive Mass) তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে হার্বার্টের পাঠপরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। এর গঠন থেকে মনে হয় যে, এই রীতি প্রচলিত মানব সংগঠনের তত্ত্ব (Classical Human Organisation Theory) অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে শিক্ষার্থীর মন একটি পরিষ্কার শ্লেটের মতো। সমস্ত জ্ঞানই বাইরের থেকে চাপানো হয়। এই পাঠপরিকল্পনা রচনায় শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব

আরোপ করা হয়। সে অনুযায়ী সামর্থ, আগ্রহ, মনোভাব এবং মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব থাকে না। মনে করা হয় যে, নতুন জ্ঞান যদি পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সংযোজিত হয় তবেই তা সহজে গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্থায়ী হবে।

শিক্ষণীয় বিষয় কতকগুলি ইউনিটে ভাগ করে উপস্থাপন করা হবে। এককগুলি যুক্তিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে সজ্জিত হবে।

হার্বার্ট যে পঞ্চসোপানের উল্লেখ করেন তা হল—

(১) প্রস্তুতি বা আয়োজন (Preparation)

(২) উপস্থাপন (Presentation)

(৩) তুলনা (Comparison and Abstraction)

(৪) সামান্যীকরণ বা সূত্র গঠন (Generalisation)

(৫) প্রয়োগ বা অভিযোজন (Application)

উপরিউক্ত পঞ্চসোপানের ভিত্তিতে সামান্য পরিমার্জনা করে পাঠপরিকল্পনার নীচের রূপটি গ্রহণ করা হয়।

(১) বিষয় (subject), বিশেষ বিষয় (topic), শ্রেণি, সময়সীমা, তারিখ, উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও গড়বয়স।

(২) পাঠটি শিক্ষাদানের সাধারণ উদ্দেশ্য।

(৩) পাঠটি শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্য।

(৪) লক্ষ্যের উল্লেখ করে পাঠঘোষণা (Announcement)।

(৫) পূর্বজ্ঞান বা পূর্বপাঠের সূত্র ধরে নতুন পাঠের আয়োজন (Preparation)।

(৬) চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন (Presentation)।

(৭) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাকরণ এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার, সারাংশ (Summary) প্রস্তুতকরণ।

(৮) অভিযোজন (Application) পর্বে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ও পরীক্ষা।

(৯) গৃহকার্যভার (House work/Assignment)

৯.১.৭.১ (১) হার্বার্টিয়ান অ্যাপ্রোচ অনুসারে পাঠটীকার গঠন (Model Lesson Plan according To Herbertian Approach) :

পাঠটীকা (Lesson Plan)

তারিখ.... শ্রেণি—৮ম সময়সীমা-৪৫ মিনিট

বিষয়-বিজ্ঞান

অদ্যকার পাঠ : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

সাধারণ লক্ষ্য : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের কুসংস্কার দূর করা এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

বিশেষ লক্ষ্য : গ্রহণ কী? তার কারণ কী ও প্রভাব সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করা।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ :

১। সূর্যগ্রহণ দৃশ্যরত কোনো বালকের বা বালিকার ছবি।
২। চন্দ্রগ্রহণের কারণ জানাতে একটি অঙ্কিত রেখাচিত্র।
৩। সূর্যগ্রহণ কেন ঘটে তা দেখানোর জন্য একটি রেখাচিত্র।

পূর্বজ্ঞান :

শিক্ষার্থীরা জানে আলো সরল রেখায় চলে এবং তার পথে বাধার সৃষ্টি হলে বাধার পিছনে ছায়ার সৃষ্টি হয় এবং ঐ অংশের কেউ আলোর অধিকাংশ শিক্ষার্থি প্রাকৃতিক ঘটনা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছে।

আয়োজন :

প্রশ্ন পরিষ্কার আকাশে বছরের কোন্ কোন্ দিনে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না কেন?
উত্তর গ্রহণের জন্য।
প্রশ্ন প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত সূর্যগ্রহণ দৃশ্যরত ১নং উপকরণ (ছবি) টি দেখিয়ে—এটা কী দেখছ?
উত্তর শিক্ষার্থীরা যা দেখছে বলবে।

পাঠ ঘোষণা :

আজ আমরা "সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ" সম্বন্ধে জানব।

উপস্থাপন :

প্রশ্ন গ্রহণ হয় কেন?
উত্তর রাহু ও কেতু গ্রাস করে বলে।

শিক্ষকের বিবৃতি :

এই উত্তর ঠিক নয়। এর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। যা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রশ্ন গ্রহমণ্ডলে চন্দ্র কার চতুর্দিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয়?
উত্তর চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।

প্রশ্ন গ্রহমণ্ডলে পৃথিবী কার চতুর্দিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয়?
উত্তর পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

ব্যাখ্যা :

আবর্তনের পথে কোনও সময় পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে আসে আবার কোনও সময় চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করে।

প্রশ্ন পৃথিবী কোন্ উৎস থেকে তাপ ও আলো পায়?
উত্তর সূর্য থেকে।
প্রশ্ন চন্দ্র কোথা থেকে তাপ ও আলো পায়?
উত্তর সূর্য থেকে।

শিক্ষকের বিবৃতি :

পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েই সূর্য থেকে তাপ ও আলো পায়। চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি অবস্থান করে চান্দ্রমাসের মধ্য দিয়ে (অমাবস্যায়)।

প্রশ্ন পূর্ণিমা কবে হয়?
উত্তর চান্দ্রমাসের শেষ দিনে।
প্রশ্ন পূর্ণিমার দিন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান কেমন?
উত্তর পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে অবস্থান করে।

শিক্ষকের বিবৃতি :

কোনও কোনও সময় পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে অথবা সূর্যের আলো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চাঁদে পৌঁছাতে পারে না।

প্রশ্ন এই অবস্থাকে আমরা কী বলি?
উত্তর চন্দ্রগ্রহণ।

ব্যাখ্যা :

এইভাবে কোনও সময় চান্দ্রমাসের মধ্য দিনে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে আসে এবং চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর পড়ে অথবা সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন এই অবস্থাকে আমরা কী বলি?
উত্তর সূর্যগ্রহণ।
প্রশ্ন সূর্যগ্রহণ কেন প্রতি অমাবস্যায় ঘটে না?
উত্তর ছাত্ররা দিতে পারে না।

শিক্ষকের বিবৃতি :

প্রত্যেক মাসে অমাবস্যায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় আসে না।

পৃথিবীর কক্ষপথ ২৩½° উত্তর কোণ করে থাকে। ত্রিশ দিনে পৃথিবী সম্পূর্ণ আবর্তন সম্ভব করতে পারে না।

প্রশ্ন প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন?

উত্তর সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ প্রতি পূর্ণিমায় এক সরলরেখায় আসে না।

অভিযোজন :

(১) সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের কোন্ অবস্থানে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়।

(২) চান্দ্রমাসের কোন্ দিনে চন্দ্রগ্রহণ হয়?

(৩) কোন্ দিনে সূর্যগ্রহণ হয়?

(৪) কেন প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না?

বাড়ির কাজ :

চিত্র অঙ্কন সহ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

৯.১.৭.২ ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচ (Bloom's Evaluation Approach) :

মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচটি B. S. Bloom-এর আবিষ্কার। তিনি শিক্ষাদানকে বিষয়বস্তু অপেক্ষা উদ্দেশ্যভিত্তিক করার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচ একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া—

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

(২) শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা।

(৩) শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন মূল্যায়ন করা।

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ :

যে-কোনো সুসংগঠিত কাজ যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনে, তাই সেই কাজের লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্য আচরণের জ্ঞানমূলক (cognitive), অনুভূতিমূলক (affective) এবং সঞ্চালনগত (psychomotor) পরিবর্তন আনতে পারে।

(২) শিখন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি :

শিখনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেলে যথাযথ শিক্ষাদান কৌশল, শিখন সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করা হয় এবং শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য এমন পরিবেশ রচনা করা হয় যা পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ
(ক) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য	বক্তৃতা, কথা বলা, দেখানো, চার্ট, মডেল, পাঠ্যপুস্তক, প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশন, বাড়ির কাজ
(খ) বোধমূলক উদ্দেশ্য	প্রশ্ন-উত্তর কৌশল, দলবদ্ধ আলোচনা, রেখাঙ্কন, মানচিত্র, মডেল, পাঠ্যপুস্তক, বাড়ির কাজ
(গ) প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য	প্রকল্প পদ্ধতি, টিউটোরিয়াল, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পাঠ্যপুস্তক, বাড়ির কাজ
(ঘ) সৃজনমূলক উদ্দেশ্য	সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, ব্যক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

এই শিখন অভিজ্ঞতাগুলি বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও সরবরাহ করা যেতে পারে। শিক্ষক তাঁর কাজগুলি শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্যই সংগঠিত করবেন।

ব্লুম অ্যাপ্রোচে উপস্থাপন স্তরে এটি দেখানো হয়েছে।

উপরের তালিকাতে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে কীভাবে বিভিন্ন শিখন উদ্দেশ্যকে সার্থক করা যায়।

(৩) আচরণ পরিবর্তনের মূল্যায়ন :

শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনলে আমরা বলতে পারি শিখন অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা সার্থক হয়েছে। তিন ধরনের আচরণ পরিবর্তন করার কথা বলা হয়।

(ক) জ্ঞানমূলক (Cognitive)

(খ) অনুভূতিমূলক (Affective)

(গ) মনঃসঞ্চালনগত (Psychomotor)

জ্ঞানমূলক আচরণ পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনাধর্মী অভীক্ষা গঠন করা হয়। পাঠপরিকল্পনায় মৌখিক প্রশ্ন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কী কী কৌশল অবলম্বন করা হয় তা নীচে নির্দেশিত হল। আচরণ পরিবর্তন হল শিক্ষণ কৌশলের যথার্থতার মূল্যায়ন।

৯.১.৭.২(১) ব্লুমের মূল্যায়ন ভিত্তিক পাঠপরিকল্পনার গঠন (Bloom's Evaluation Lesson Plan Model) :

তারিখ.... শ্রেণি—অষ্টম সময়-৪৫ মিনিট

বিষয় : ভূগোল/বিজ্ঞান

অদ্যকার পাঠ : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ : নিম্নবর্ণিত শিক্ষাদান বিষয়ক উদ্দেশ্য সার্থক করতে পাঠটীকাটি গঠিত হয়েছে :

(১) শিক্ষার্থীরা যাতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বর্ণনা দিতে সমর্থ হয়।

(২) শিক্ষার্থীরা যাতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ বলতে পারে।

(৩) কোন্ কোন্ তিথিতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে তা যাতে বলতে পারে।

(৪) শিক্ষার্থীরা যাতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারে।

উপস্থাপন			
১. শিক্ষকের কাজ	২. শিক্ষার্থীর কাজ	৩. শিক্ষাদানপদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণ	৪. উদ্দেশ্য
প্রশ্ন: পরিষ্কার আকাশে কিছুক্ষণের জন্য বছরের কোনও কোনও সময় সূর্য দৃশ্যমান হয় না কেন?	গ্রহণের জন্য	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
"আমরা গ্রহণের কারণ কী জানব"	—	—	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: গ্রহণ হওয়ার কারণ কী?	রাহু কেতু সূর্যকে গ্রাস করে বলে গ্রহণ হয়।	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: কার চর্তুদিকে চন্দ্র আবর্তিত হয়?	চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: কার চর্তুদিকে পৃথিবী আবর্তিত হয়? পৃথিবীর মডেল প্রদর্শন করা হল।	পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। পর্যবেক্ষণ।	প্রশ্ন-উত্তর শিক্ষা-উপকরণ	জ্ঞানমূলক জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: আবর্তনের গতি সমূহ সূর্যের অবস্থানে কী প্রভাব ফেলে?	উত্তর নেই।	শিক্ষা-উপকরণ	জ্ঞানমূলক
ব্যাখ্যা: কোনও সময় পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে আসে, আবার কোনও সময় চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে।	শ্রবণ।	শিক্ষা-উপকরণ	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: কোথা থেকে পৃথিবী তাপ ও আলো পায়?	সূর্য থেকে	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক

উপস্থাপন (চলছে)			
১। শিক্ষকের কাজ	২। শিক্ষার্থীর কাজ	৩। শিক্ষাদান পদ্ধতি / উপকরণ	৪। উদ্দেশ্য
প্রশ্ন: কোথা থেকে চন্দ্র তাপ ও আলো পায়?	চন্দ্র, সূর্য থেকে তাপ ও আলো পায়।	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
শিক্ষকের বিবৃতি : পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই সূর্য থেকে তাপ ও আলো পায়। চান্দ্রমাসের মধ্য দিনে (অমাবস্যায়) চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে অবস্থান করে।	শ্রবণ	মডেল প্রদর্শন চিত্র-অঙ্কন	বোধমূলক
প্রশ্ন: পূর্ণচন্দ্রের দিন কোন্‌টি?	চান্দ্রমাসের শেষ দিন (পূর্ণিমা)	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: পূর্ণিমার দিন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান কীরকম?	পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে অবস্থান করে।	মডেল প্রদর্শন চিত্র অঙ্কন	——
শিক্ষকের বিবৃতি : কোনও কোনও পূর্ণিমায় পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র এক সরলরেখায় অবস্থান করে। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে অথবা সূর্যের আলো আংশিক বা পূর্ণভাবে চাঁদে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।	শ্রবণ	——	বোধমূলক
প্রশ্ন: এই অবস্থাকে আমরা কী বলি?	চন্দ্রগ্রহণ	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: কীভাবে সূর্যগ্রহণ হয়?	উত্তর নেই	——	——

উপস্থাপন

১। শিক্ষকের কাজ	২। শিক্ষার্থীর কাজ	৩। শিক্ষাদান পদ্ধতি / উপকরণ	৪। উদ্দেশ্য
প্রশ্ন: কোনও কোনও অমাবস্যায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর মাঝে থাকে। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর ওপর পড়ে অথবা সূর্যকিরণ তখন পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধা পায়।	শ্রবণ	মডেল প্রদর্শন চিত্র অঙ্কন	বোধমূলক
প্রশ্ন: এই অবস্থাকে আমরা কী বলি?	সূর্যগ্রহণ	প্রশ্ন-উত্তর	জ্ঞানমূলক
প্রশ্ন: প্রতি অমাবস্যা সূর্যগ্রহণ হয় না কেন?	উত্তর নেই	——	——
শিক্ষকের বিবৃতি : প্রত্যেক মাসে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র সরলরেখায় থাকে না।	শ্রবণ	প্রশ্ন-উত্তর	বোধমূলক
পৃথিবীর অক্ষ ২৩$^{১}/_{২}$ ডিগ্রি উত্তরে হেলে থাকে। চন্দ্র একমাসের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করতে পারে না।	শ্রবণ	উপস্থাপন	বোধমূলক
প্রশ্ন: প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন?	সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র প্রতি পূর্ণিমায় এক সরলরেখায় অবস্থান করে না।	প্রশ্ন-উত্তর	——

মূল্যায়ন :

১। কখন চন্দ্রগ্রহণ হয়?

২। প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন?

৩। কখন সূর্যগ্রহণ হয়?

৪। প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না কেন?

বাড়ির কাজ :

চিত্র অঙ্কনসহ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কীভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করো।

৯.২ ❑ অণুশিক্ষণ (Micro-Teaching) :

৯.২.১ ❑ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature) :

অণুশিক্ষণ হচ্ছে একটি অল্প সময়ের শিক্ষণ। অল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়ে অল্প সময়ে শিক্ষণ দেওয়ার জন্য এটি হল আনুপাতিক হারে কমিয়ে আনা শিক্ষাদান (Reduced teaching অথবা Sealed down teaching encounter)। এ সময়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠ্যবিষয়টির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য (Single Objective) সামনে রেখে একটি ছোটো ছাত্রদলকে স্বল্প সময়ের জন্য পড়ান যাতে পাঠ্যবিষয়ের ঐ একটি দিকে তারা দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এতে নতুন শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদান কৌশল আয়ত্তের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকারা পুরাতন কৌশল/পদ্ধতির পুনর্মার্জনা করতে পারেন।

অণুশিক্ষণ (Micro teaching)-এর সর্বজনগ্রাহ্য একটিমাত্র সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। Allen (১৯৬৬) বলেন—শ্রেণির ছাত্রের সংখ্যা ও শ্রেণি শিক্ষাদান সময়ের ভিত্তিতে শিক্ষাদানকে কমিয়ে আনাকেই (Scaled down teaching encounter) বলে Micro teaching বা অণুশিক্ষণ।

M.B. Buch (১৯৬৮)-এর মতে মাইক্রোটিচিং হল এমন একটি শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল যার সাহায্যে শিক্ষক ছোটো একটি শ্রেণির ছাত্রদলের ওপর একটি সুপরিকল্পিত পাঠ ৫-১০ মিনিটে প্রয়োগ করবেন এবং যার সম্পাদনা আত্মবিশ্লেষণের জন্য ভিডিও টেপে দেখে নেবার সুযোগ পাবেন ("teacher education technique which allows teachers to apply well defined teaching skills to a carefully prepared lesson in a planned series of five to ten minutes encounters with a small group of real classroom students, often with an opportunity to observe the performance on video-tape.")।

Allen এবং Ryans (১৯৬৯) এইভাবে সংজ্ঞা দেন—

(ক) এটি প্রকৃত শিক্ষাদান।

(খ) শ্রেণি শিক্ষার সঙ্গেই এটি চলতে পারে।

(গ) বিশেষ কাজের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(ঘ) সমস্ত পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(ঙ) অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে "feed-back"এর সুযোগ থাকে।

Clift এবং অন্যান্যরা (১৯৭৬) বলেন যে, মাইক্রোটিচিং হল এমন এক শিক্ষা প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষাদান সময় ও শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা কম রেখে বিশেষ শিক্ষাকৌশল অনুশীলন এবং চর্চার দিকে নজর দেওয়া

হয় এবং পরিস্থিতি থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। (Micro teaching is a "teacher training procedure which reduces the teaching situation to simpler and more controlled encounter achieved by limiting the practice teaching to a specific skill and reducing teaching time and class size.")।

৯.২.২ সংজ্ঞা বিশ্লেষণে অণুশিক্ষণের ধারণা (Assumptions of Microteaching on the basis of analysis of difinitions) :

(ক) শিক্ষাদানের জটিলতা অনুশিক্ষণের দ্বারা কমানো হয়।

(খ) এর দ্বারা শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

(গ) এটি ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষাদান কর্মসূচি।

(ঘ) এটি একটি প্রকৃত শিক্ষাদান কর্মসূচি।

(ঙ) 'feed back'-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান চর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

(চ) শিক্ষকের সমালোচনা, কর্মসম্পাদন রেকর্ড করে ভিডিও ফিল্মের সাহায্যে দেখানো ইত্যাদির মারফত 'feed back' দেওয়া যেতে পারে।

৯.২.৩ অণুশিক্ষণে কৌশলের গঠনমূলক উপাদান (Components of Microteaching Technique) :

(১) অণুশিক্ষণে পরিস্থিতি :

ছাত্রসংখ্যা ৫-১০ জন।

পড়ানোর সময় ৬-১০ মিনিট।

বিষয় উপস্থাপন—একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

(২) শিক্ষাদানে দক্ষতা অর্জন : শিক্ষণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান বিষয়ে কতকগুলি দক্ষতা অর্জন আবশ্যিক যেমন: পড়ানোর দক্ষতা, ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্ন রচনা করার দক্ষতা।

(৩) ফিডব্যাক : শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য 'ফিডব্যাক' জরুরি।

(৪) ট্রেনি টিচার : অণুশিক্ষণে শিক্ষার্থী শিক্ষক থাকবেই এবং থাকবে শিক্ষাদান ছাড়াও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠন করা।

(৫) পরীক্ষাগার—'feed back'-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখার জন্য একটি অণুশিক্ষণ পরীক্ষাগার (microteaching laboratory)।

৯.২.৪ অণুশিক্ষণের বিভিন্ন ধাপ (Steps of Microteaching) :

(ক) দক্ষতা নির্দিষ্টকরণ ও ব্যাখ্যাদান (Skill defined and explained) :

শিক্ষণীয় দক্ষতাকে নির্দিষ্ট করে শিক্ষণ শিক্ষার্থীর কাছে তার সংজ্ঞা দিতে হবে এবং শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের কী পরিবর্তন আসতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। অর্থাৎ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে হবে।

(খ) দক্ষতার উপস্থাপন (Demonstration of the skill) :

আগে থেকেই তুলে রাখা ভিডিও টেপের মাধ্যমে বা টিচার এডুকেটরের দ্বারা প্রদর্শিত অণুশিক্ষণের মাধ্যমে 'দক্ষতা' শিক্ষণ শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামনে তুলে ধরতে হবে।

(গ) অণুশিক্ষণে পাঠটীকা (Micro Lesson Plans) :

শিক্ষার্থী শিক্ষক (Trainee teacher) 'দক্ষতা' টিকে উপস্থাপন করা যাবে এ ধরনের স্বল্প সময়ে পাঠদানের জন্য অণু পাঠটীকা রচনা করবেন।

(ঘ) 'দক্ষতা'র শিক্ষণ (Teaching of the 'skill') :

ট্রেনি টিচার তখন ছোট একটি ছাত্রদলকে (৫ থেকে ১০ জন) এই পাঠটীকার ভিত্তিতে শিক্ষা দেবেন। এটি ভিডিও বা অডিও টেপে তুলে রাখা হবে। কোন একজন টিচার এডুকেটর এবং অন্য একটি ট্রেনি টিচারের ছোট দল (peer group) সেটি পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষাদান শেষে আলোচনা করবেন।

(ঙ) ফিডব্যাক (Feed back) :

টিচার এডুকেটরের পর্যবেক্ষণ এবং ট্রেনি টিচারের নিজ শিক্ষাদানের ভিডিও/অডিও টেপ প্রদর্শনের ভিত্তিতে টিচার এডুকেটর যে তথ্য ও পরামর্শ দেবেন তাকে বলে 'feed back' যা অণুশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক জরুরি বিষয়।

(চ) পাঠটীকার পুনর্পরিকল্পনা (Replanning the lesson) :

'feed back'-এর ভিত্তিতে আগের ভুল শুধরিয়ে 'দক্ষতা' নির্দেশক পাঠটীকাটি ট্রেনি টিচার আবার পরিকল্পনা করবেন।

(ছ) দক্ষতার পুনর্শিক্ষণ (Reteaching the lesson) :

ট্রেনি টিচার এবার নতুনভাবে পরিকল্পিত পাঠটীকার সাহায্যে দক্ষতাটি বিভিন্ন তুলনীয় ছাত্রদলকে শেখাবেন।

(জ) পুনর্মূল্যায়ন (Re-evaluation) :

পুনর্শিক্ষণটি পর্যবেক্ষক আবার মূল্যায়ন করবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন।

এই চক্র চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনি টিচার দক্ষতার শিক্ষণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে।

৯.২.৫ অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে সাবধানতা (Precautions in Microteaching Approach) :

(১) উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বলতে হবে।

(২) প্রথমে আদর্শপাঠ (model lesson) উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) একসঙ্গে একটিমাত্র দক্ষতা (skill) অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে।

(৪) সমালোচনা নয়, ধনাত্মক মতামতই পাঠদানকে উন্নত করবে।

৯.২.৬ অণুশিক্ষণের সুবিধা (Advantages of Microteaching) :

(১) 'প্রি-সার্ভিস' এবং 'ইন-সার্ভিস' উভয়প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর নিকট অণুশিক্ষণ প্রয়োজনীয়।
(২) তাৎক্ষণিক এবং কার্যকরী 'feed back'-এর ব্যবস্থা আছে।
(৩) শিক্ষকদের ট্রেনিং-এ নিরবচ্ছিন্ন ধারা বজায় রাখে।
(৪) তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।
(৫) অণুশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়।
(৬) টেপরেকর্ডার ও ভিডিও টেপের সাহায্যে আত্ম-মূল্যায়ন সম্ভব।
(৭) ব্যক্তিভিত্তিক ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে এটি একটি সফল পদ্ধতি।
(৮) একটি বা দুটি 'দক্ষতা' উন্নয়নে বিশেষ সাহায্যকারী।
(৯) সংক্ষিপ্ত ফিল্ম এবং ভিডিও লেসনের সাহায্যে এখানে আদর্শ পাঠদান উপস্থাপিত করা যায়।
(১০) অণুশিক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদানপ্রদান অনেক সরলীকরণ করে।
(১১) এর উদ্দেশ্যগুলি অনেক পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট করে বলা থাকে।
(১২) শ্রেণিশিক্ষণ সম্পর্কিত গবেষণায় অণুশিক্ষণ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৯.২.৭ অণুশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Microteaching) :

(১) আর্থিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন ট্রেনিং কলেজে অণুশিক্ষণ পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা রাখা অনেক সময় সম্ভব নয়।
(২) অণুশিক্ষণের কৌশল আয়ত্ত করতে সময় লাগে।
(৩) এই কৌশল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্যান্য শিক্ষণ পদ্ধতি যেমন সিমুলেটেড টিচিং (Simulated teaching) পদ্ধতি, Inter-action analysis পদ্ধতি ইত্যাদির সহযোগে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়।
(৪) অণুশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করতে যে সকল যন্ত্রপাতির দরকার তা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।
(৫) শিক্ষকরা নিজেরাই অনেকে এই অণুশিক্ষণ পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে পারদর্শী নন।

৯.২.৮ প্রচলিত শিক্ষণ বনাম অণুশিক্ষণ (Traditional Teaching Vs Micro teaching) :

(১) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা থাকে বিপুল কিন্তু অণুশিক্ষণে ছাত্রসংখ্যা থাকে ৫-১০ জন।
(২) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'feed back'-এর ব্যবস্থা নেই। অণুশিক্ষণে feed back আবশ্যিক।
(৩) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহ আচরণের নিরিখে (behavioural terms) লেখা হয় না, কিন্তু অণুশিক্ষণে তা অবশ্য প্রয়োজন।
(৪) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদান একটি জটিল প্রক্রিয়া। অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়া তত জটিল নয়।
(৫) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একটি পাঠদানের সময়সীমা যেখানে ৪০-৫০ মিনিট, মাইক্রোটিচিং-এ সেই সীমা ৫-১০ মিনিট কোনও কোনও ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০ মিনিট।
(৬) প্রচলিত শিক্ষণব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা অস্পষ্ট (vague)। কিন্তু অণুশিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং পূর্ব নির্ধারিত।

৯.২.৯ শিক্ষাদানে দক্ষতা ও অণুশিক্ষণ (Teaching skills and Microteaching) :

অণুশিক্ষণ কতকগুলি শিক্ষণদক্ষতা বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। শিক্ষণদক্ষতা বলতে আমরা শিক্ষকের পালনীয় কতকগুলি আচরণের সমবায়কে বুঝি যা ট্রেনি টিচারের আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। বহুবিধ দক্ষতা আছে ট্রেনি টিচারের মধ্যে যার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

(১) Allen এবং Ryans-এর দৃষ্টিভঙ্গি (১৯৬৯) (View point of Allen and Ryans (1964) :

Allen & Ryan ১৪টি দক্ষতা নির্দেশ করেন।

(১) উদ্দীপনার পরিবর্তন (Stimulus variation)
(২) প্রস্তুতি (Set Induction or Introduction)
(৩) উপসংহার (Closure)
(৪) নীরবতা ও অবাচনিক ইঙ্গিত (Silence and nonverbal cues)
(৫) পুনঃসংযোজন ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ (Re-inforcement and student participation)
(৬) প্রশ্নজিজ্ঞাসায় সাবলীলতা (Fluency in asking questions)
(৭) অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Probing questions)
(৮) ক্রমোন্নত মানের প্রশ্ন (Higher order questions)
(৯) বিভিন্নধর্মী প্রশ্ন (Divergent questions)
(১০) মনোযোগী আচরণের উপলব্ধি (Recognizing attending behaviour)
(১১) উদাহরণের ব্যবহার (Illustrating and use of examples)
(১২) বক্তৃতাদান (Lecturing)
(১৩) পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তি (Planned repetition)
(১৪) সংযোগের সম্পূর্ণতা (Completeness of communication)

(২) B.K. Passi-র দৃষ্টিভঙ্গি (১৯৭৬) (View Point of B.K. Passi (1976) :

Dr. B.K. Passi অণুশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে এরকম ১৩টি দক্ষতার কথা বললেন।

(১) নির্দেশাত্মক উদ্দেশ্য লিখন (Writing Instructional objectives)
(২) পাঠপ্রস্তুতি (Introduction of the lesson)
(৩) প্রশ্ন করায় সাবলীলতা (Fluency in questioning)
(৪) অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Probing questions)
(৫) ব্যাখ্যাদান (Explaining)
(৬) উদাহরণদান (Illustrating)
(৭) উদ্দীপনার পরিবর্তন (Stimulus variation)
(৮) নীরব এবং অবাচনিক ইঙ্গিতদান—হাসি, মুখভঙ্গি (Silence and nonverbal cues, e.g. smile, verbal expressions)
(৯) পুনঃসংযোজন (Re-inforcement)

(১০) ছাত্রদের ক্রমান্বয় অংশগ্রহণ (Increasing pupil participation)

(১১) ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার (Use of Black board)

(১২) উপসংহারে পৌঁছানো (Achieving closure)

(১৩) ছাত্রদের আচরণে মনোযোগদান (Attending behaviour of the pupils)

কতকগুলি দক্ষতার ধারণা (Meaning of some teaching skills) :

আমরা অণুশিক্ষণের মাধ্যমে গঠিত হয় এমন কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(ক) প্রস্তুতি (Skill of Introduction or set Induction) :

এটি হচ্ছে পাঠটি সঠিকভাবে আরম্ভ করার দক্ষতা যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টি করে এবং এমন পরিবেশ রচনা করতে সাহায্য করে যা শিক্ষার্থীকে পাঠের দিকে আকর্ষণ করে এবং শিক্ষকের সৃজনীক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। শিক্ষক যদি সঠিকভাবে শুরু করতে পারেন তবে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর জড়িয়ে পড়তে (Involvement) সময় লাগে না।

(খ) অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Probing questions) :

যখন কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হয় বা ভাসা ভাসা উত্তর দেয় তখন শিক্ষক অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করতে পারেন যা শিক্ষার্থীকে আগেই জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যগ্র করে। অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন হচ্ছে সেগুলি যেগুলি শিক্ষার্থীকে সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও ভাবতে সাহায্য করে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখায়। এইরকম প্রশ্ন ভাষার একটু পরিবর্তন করে করা যায়। সংকেত দেওয়া যায়। আরও তথ্য সরবরাহ করা যায়।

(গ) বক্তৃতাদান পদ্ধতি (Lecturing skill) :

অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও এখনও জ্ঞানমূলক ও উপলব্ধিমূলক বিষয় পাঠদানে বক্তৃতাদান প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।

বিষয় সম্পর্কিত নীতি ও ধারণা বাচনিক সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেওয়াই বক্তৃতাদান। বক্তৃতাদানে কতকগুলি কৌশল অবশ্য প্রয়োজনীয়। যেমন : ভাষার সরলীকরণ, বক্তৃতা আরম্ভ করা, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা, পুনরাবৃত্তি, গতিয়তা, উপসংহার ঠিকমত টানা ইত্যাদি।

(ঘ) উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যাদান (Illustrating with examples) :

শ্রেণিকক্ষে জটিল ধারণা ও চিন্তাধারা সহজ করে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকের এই উদাহরণ দেবার দক্ষতা প্রয়োজন। চিত্রের সাহায্যে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের সাহায্যে উদাহরণ দেওয়া যায়। এর ফলে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট ও আগ্রহোদ্দীপক হয়। অজানা বিষয়টি জানা কোনো উদাহরণের মাধ্যমে সহজেই ছাত্রদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আমরা এ বিষয়ে—

(i) ছোটো ছোটো উদাহরণ থেকে বড়ো ও জটিল উদাহরণের দিকে যেতে পারি।

(ii) ছাত্রদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে উদাহরণ দেবার চেষ্টা করতে পারি।

(ঙ) ব্যাখ্যাদান (Skill of Explanation) :

এই দক্ষতার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয় সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীরা তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। এই দক্ষতা সবরকম বিষয় পাঠদানে কাজে লাগে। এই দক্ষতা প্রয়োগে

(i) শিক্ষকের বিবৃতিগুলি সম্পর্কিত থাকবে।
(ii) কোনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিলে চলবে না।
(iii) শিক্ষাদানের বিষয়টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে হবে।
(iv) উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যাদান সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ হবে।
(v) সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
(vi) ব্যাখ্যাদান প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও মানসিক স্তর অনুযায়ী হবে।

(চ) ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার (Use of Black Board) :

শ্রেণিকক্ষে এই দক্ষতার ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন।

(i) কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট অক্ষরে ঠিকমত ব্যবধান দিয়ে লিখতে হবে।
(ii) সম্পর্কিত চিত্র থাকলে তার নকশা, রেখাচিত্র (line diagram) স্পষ্টভাবে আঁকা জরুরি।
(iii) জটিল ও প্রয়োজনীয় বিষয় যা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে সেগুলির তলে বিভিন্ন রং-এর চক দিয়ে দাগ দিতে হবে।
(iv) কোন্ বিষয়ের সঙ্গে কোন্ বিষয়ের সংযোগসূত্র (Link) আছে তা তলে রেখাঙ্কিত করে দেখানো যেতে পারে।
(v) সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখলে ছাত্রদের কাছে বিষয় ধারণা (বিশেষভাবে ইতিহাস-ভূগোলের ক্ষেত্রে) স্পষ্ট হবে।

(ছ) উপসংহার টানা বা পাঠ শেষ করা (Closure) :

এই দক্ষতাটি 'সূচনা' (Introduction)-র একেবারে পরিপূরক। শ্রেণির নির্দিষ্ট সময়সীমার মাধ্যমে পাঠদান যুক্তিপরম্পরায় ঠিকমত সাজিয়ে, পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বর্তমান অভিজ্ঞতার মেলবন্ধ ঘটিয়ে কখন শেষ করতে হবে সেটা শিক্ষককেই ঠিক করতে হবে। দেখতে হবে ছাত্রদের মধ্যে নতুন কিছু পাওয়ার ধারণা (sense of achievement) সৃষ্টি হলো কিনা বিষয়ের একটি পর্যায় শেষ করা গেল কিনা, নতুন আচরণধারা জন্ম নিল কিনা। শিক্ষক পাঠের শেষে আলোচ্য পয়েন্টের সঙ্গে সেই দিনেই আলোচ্য আগের পয়েন্টগুলির সংক্ষিপ্তসার ছাত্রদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে পাঠ শেষ করতে পারেন।

৯.৩ ❑ সিমুলেটেড টিচিং (Simulated Teaching) :

৯.৩.১ সংজ্ঞা-অর্থ-ধারণা (Definition-Meaning-Concept) :

সিমুলেশনের অর্থ হচ্ছে আসল কোনও জিনিসের অনুকরণে প্রস্তুত করা নকল কোনও বিষয়।

সিমুলেটেড টিচিং হচ্ছে তাই অভিনয় করে দেখানো শিক্ষণকৌশল যার মাধ্যমে আসল শিক্ষাদান পরিস্থিতিতে ব্যবহার্য কতকগুলি শিক্ষণকৌশল অভিনয়ের সাহায্যে শেখানো যায়। শিক্ষাদানের অভিনয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বাস্তব শ্রেণিপরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

তাই বলা হয়ে থাকে এই টিচিং হচ্ছে ভূমিকা পালনের কৌশল (role playing technique)। এই পদ্ধতিতে ট্রেনি টিচারকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হয়। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষক যখন শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করে তখন অন্য ট্রেনিদের শ্রেণিছাত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। অনুশিক্ষণের আদলে ছোটো কোনও বিষয় বাছা হয় যার আলোচনা ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলে। প্রথম শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় শেষ হলে তার শিক্ষকতায় ত্রুটি থাকলে শুধরানোর উপায় এবং উন্নতির পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চলে। এর পরে যে ট্রেনি, শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে ছাত্রদলে অভিনয় করার জন্য যোগ দেয়। এরপর আবার 'feed back session' চলে। এই চক্র (cycle) চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি নির্দিষ্ট দলের সবার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অভিনয় শেষ হয়। এইভাবে কৃত্রিম শ্রেণিপরিবেশে বাঞ্ছিত আচরণধারা শেখানো যায় এবং এই আচরণমূলক দক্ষতা বাস্তব শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর সময় সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৯.৩.২ সিমুলেটেড টিচিং-এর ধাপসমূহ (Steps in Simulated Teaching) :

(১) শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্বাচন (Selecting pupil-teachers) :

প্রথম একটি ছোটো শিক্ষার্থী-শিক্ষক (trainee teacher or pupil teacher)-এর দলকে নির্বাচন করা হল। প্রতিটি দলের প্রত্যেক সদস্যকে ছাত্র, শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। ভূমিকা চক্রপথে (in cycle) আবর্তিত হবে।

(২) দক্ষতাসমূহের নির্বাচন ও আলোচনা (Selecting and discussing skills) :

যে দক্ষতাগুলি বাস্তবে অভ্যাস করানো হবে তার নির্বাচন ও তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক কথোপকথনের বিষয়ও নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৩) কর্মপ্রক্রিয়ার ধারা তৈরি (Preparation of work schedule) :

এবার ঠিক করতে হবে কে প্রথম সিমুলেটেড টিচিং প্রক্রিয়া শুরু করবে, কখন প্রক্রিয়াটি গোটানো হবে, কে প্রক্রিয়াটির সারার্থ করবে ইত্যাদি। এগুলি পূর্ব থেকেই ঠিক রাখতে হবে।

(৪) মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থির করা (Deciding Procedure of evaluation) :

পর্যবেক্ষণ তথা মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে, কী ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে ইত্যাদি স্থির করা।

(৫) প্রথম প্র্যাকটিশ সেশন সংগঠিত করা (Conducting the first Practice session) :

এখন প্রথম প্র্যাকটিশ সেশন চালু করতে হবে এবং সকল অংশগ্রহণকারী ট্রেনিকে তার শিক্ষকতার ভূমিকা উন্নয়নের জন্য 'feed back' দিতে হবে।

(৬) প্রয়োজনে পদ্ধতির পরিবর্তন (Altering the procedure if necessary) :

প্রথম সিমুলেটেড টিচিং-এর সেশন শেষ হলে পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হয়। পঠনীয় বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে। অন্য দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ট্রেনি টিচার পর্যবেক্ষক পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত সেশনেও প্রত্যেককে শিক্ষক, ছাত্রের ভূমিকায় অভিনয় অভ্যাস করতে দিতে হয়। এই চক্র চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত ট্রেনি টিচারকে প্রশিক্ষিত করা যায়।

৯.৩.৩ সিমুলেটেড টিচিং-এ সাবধানতা (Precautions of Simulated Teaching) :

সিমুলেটেড পরিস্থিতিতে পড়ানোর সময় কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(ক) স্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Clear Objectives) :

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) আগাম উদ্দীপনা সৃষ্টি (Motivation in Advance) :

সিমুলেটেড টিচিং-এর আগেই এ ব্যাপারে ট্রেনি টিচারদের উদ্দীপিত করতে হবে।

(গ) ভূমিকায় জড়িত রাখা (Role involvement) :

শিক্ষার্থীদের কতকগুলি ভূমিকায় (শিক্ষক, ছাত্র, পর্যবেক্ষক) অভিনয়ে জড়িত রাখতে হবে।

(ঘ) নমনীয়তা (Flexibility in Approach) :

লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা পালন করা প্রয়োজন।

(ঙ) শেষে আলোচনা করা (Discussion to be followed) :

শিক্ষাদান শেষ হলে অবশ্যই আলোচনার সেশন রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষকরা নিজেদের আচরণে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

৯.৩.৪ সিমুলেটেড টিচিং-এ সুবিধা (Advantages of sumulated teaching) :

(১) তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Theory and Practice) :

এই কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও বাস্তবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

(২) টিচিং সম্পর্কিত সমস্যার বিশ্লেষণ (Analysis of teaching problems) :

সিমুলেটেড টিচিং ট্রেনি টিচারকে শিক্ষাদান সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

(৩) শ্রেণিশিক্ষণে ব্যবহার্য আচরণ অর্জন (Acquision of classroom manners) :

সিমুলেটেড টিচিং শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বাস্তব শ্রেণিশিক্ষায় পালনীয় অভ্যাস (manners) অর্জনে সাহায্য করে। শিক্ষাদান সম্পর্কিত দক্ষতা শেখায়।

(৪) আচরণমূলক সমস্যা বুঝতে সহায়তা করা (Understanding behavioural problems) :

সিমুলেটেড টিচিং ট্রেনি টিচারকে শ্রেণির সমস্যামূলক আচরণ বুঝতে সাহায্য করে এবং সমস্যাগুলিকে প্রতিরোধ করতে অন্তর্দৃষ্টি জাগায়।

(৫) আগ্রহোদ্দীপক এবং আনন্দদায়ক (Interesting and enjoyable) :

ট্রেনি টিচারদের কাছে সিমুলেটেড টিচিং আগ্রহোদ্দীপক এবং আনন্দদায়ক।

(৬) শিক্ষকতায় আস্থা (Confidence in teaching) :

শ্রেণিশিক্ষণ পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মুখোমুখি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাহস জোগায়।

(৭) বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ (To play different role) :

সিমুলেটেড টিচিং ট্রেনি টিচারদের বিভিন্ন ভূমিকায় (যেমন শিক্ষক, ছাত্র, পর্যবেক্ষক) অভিনয় করার সুযোগ দেয়।

(৮) বাস্তব ও ধারণামূলক জ্ঞান (Factual and conceptual knowledge) :

সিমুলেটেড টিচিং ঘটনাবহুল বাস্তব এবং ধারণামূলক জ্ঞান অর্জন করার উপায় এবং ট্রেনিরা এর মাধ্যমে শুধু জ্ঞান অর্জনই করে না, এটিকে পরবর্তীকালে প্রয়োগের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

(৯) অণুশিক্ষণের সঙ্গে বেশি কার্যকর (Better to use along with micro-teaching) :

অণুশিক্ষণের সঙ্গে একত্র করে সিমুলেটেড টিচিং দিলে তা বেশি কার্যকর হয়।

৯.৩.৫ সিমুলেটেড টিচিং-এর সীমাবদ্ধতা (Limitations of Simulated Teaching) :

(১) সব বিষয় পড়ানোর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহারযোগ্য নয়।

(২) এই পদ্ধতিতে এত দামি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ দরকার হয় যা আমাদের দেশে সর্বত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

(৩) পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় শিক্ষার্থী তথ্য সংরক্ষণে ভুল করতে পারে।

(৪) এটি একটি ভুল ধারণা যে বয়স্ক ট্রেনিরা বেশি বয়সে বিদ্যালয় ছাত্রদের মত ছোটো ছোটো শিশুদের ভূমিকা পালন করবে।

(৫) 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা'র (skill of asking questions) দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ট্রেনি টিচারগণ অসুবিধায় পড়ে। তাদের 'মুক্ত' (open) এবং 'বদ্ধ' (closed) প্রশ্ন করার তফাৎ শেখাতে হয়।

(৬) যেহেতু সিমুলেটেড টিচিং কৃত্রিম পরিবেশে বাস্তব শিক্ষাদানের ক্ষুদ্র অভিনয় সংস্করণ সেহেতু ট্রেনি টিচাররা এটিকে গভীরভাবে (seriously) নেয় না। সুতরাং আগ্রহ বোধ করে না। এটিকে হালকা ভাবে নিয়ে থাকে।

৯.৪ ❑ অ্যাকশন রিসার্চ (Action Research) :

৯.৪.১ রিসার্চ কথার অর্থ (Meaning of Research) :

গবেষণা (Research)-র অর্থ হচ্ছে কতকগুলি ভিত্তিমূলক সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া যা মানুষের জ্ঞানের উন্মেষে কাজ করে। গবেষণা প্রক্রিয়া নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, নতুন ঘটনার সন্ধান করে, নতুন

তত্ত্ব প্রবর্তন করে এবং নতুনভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়। Random Morey গবেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Research is a systematized effort to gain new knowledge"—অর্থাৎ গবেষণা হল নতুন জ্ঞানার্জনের জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা।

P.M. Cook 'Research'-এর একটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর কথার অর্থ করলে দাঁড়ায়—গবেষণা হল একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে সৎ, বিস্তৃত, বুদ্ধিযুক্ত ঘটনার তাৎপর্য ও অর্থ অন্বেষণ করা। গবেষণালব্ধ ফল হবে সঠিক, নির্ণয় করা যায় এমন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখার মত (Contributory)।

৯.৪.২ শিক্ষা গবেষণা কী ? (What is Educational Research?) :

বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রক্ষাকারী গবেষণাগুলিকে বলে শিক্ষামূলক গবেষণা (Educational research)। শিক্ষার তথা এর গবেষণার মূল লক্ষ্য হল শিশুর বিকাশ। W.M. Traverse শিক্ষামূলক গবেষণার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"Educational Research is that activity which is directed towards the development of science of behaviour in educational situation."—শিক্ষামূলক গবেষণা হল শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে আচরণমূলক বিজ্ঞানের বিকাশের সক্রিয় বিশ্লেষণী কাজ।

অল্পই সন্দেহ থাকে যে, শিক্ষার বৃহৎ ক্ষেত্রে পেশাগত গবেষণাকর্মীরা যে গবেষণা করেন (যাকে আমরা Educational Research বলি) তা শ্রেণিতে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকরা আদৌ লক্ষ্য করেন কিনা। এটাও দেখা গেছে অনেক গবেষণাই শিক্ষকের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কোনও সাহায্যই করে না। দেখা গেছে শিক্ষক, ম্যানেজার, পর্যবেক্ষক, প্রশাসক অনেক সময়ই দৈনন্দিন কাজ করার সময় অসুবিধায় পড়েন বা বিপদের সম্মুখীন হন। এই সমস্যা কাটাতে শিক্ষাক্ষেত্রে 'অ্যাকশন রিসার্চ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 'অ্যাকশন রিসার্চ' শিক্ষা গবেষণারই অংশ এবং এর সীমিত ক্ষুদ্র সংস্করণ।

৯.৪.৩ অ্যাকশন রিসার্চের অর্থ (Meaning of Action Research) :

Stephen M. Corey-র ভাষায় "The Process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions, is called action research."

অর্থাৎ অ্যাকশন রিসার্চ হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে নতুন কর্মে রত ব্যক্তিগণ তাদের সমস্যাগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করার চেষ্টা করে যাতে নতুন পথের নির্দেশ পায় এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত সংশোধন ও নবমূল্যায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। Corey আরও বলেন যে "A useful definition of 'Action Research' is the research a person conducts in order to enable him to his purposes more effectively. A teacher conducts action reasearch to improve his own teaching. A school administrator conducts action research to improve his administrative behaviour."

অর্থাৎ অ্যাকশন রিসার্চের প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা হল যে এটি এমন একটি গবেষণা যা একজন ব্যক্তি পরিচালনা করে এই কারণে যে এটি তার অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে তাকে সাহায্য করে।

একজন শিক্ষক অ্যাকশন রিসার্চ সংঘটিত করে নিজের শিক্ষকতার উন্নতি ঘটাতে। একজন বিদ্যালয় প্রশাসক অ্যাকশন রিসার্চ করে তার প্রশাসনিক আচরণের উন্নতি ঘটাতে।

৯.৪.৪ মৌলিক গবেষণা এবং সীমাবদ্ধ কাজের জন্য গবেষণার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Fundamental or Basic Research and Action Research) :

	মৌলিক গবেষণা	অ্যাকশন রিসার্চ
১.	এই গবেষণা গতানুগতিক।	মৌলিক গবেষণা উদ্ভূত এই বিষয়টি একটি নতুন ধারণা।
২.	এখানে সমস্যার পরিধি বিস্তৃত।	এর সমস্যার পরিধি সীমিত।
৩.	এর জন্য চাই বিশেষ প্রশিক্ষণ।	এই প্রক্রিয়াটি অতি সহজে শিক্ষক, ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষা প্রশাসক পরিচালনা করতে পারেন।
৪.	এতে নির্ণীত মানের পন্থা, প্রকরণ, ব্যবস্থাদি কাজে লাগে।	এখানে পন্থা, ব্যবস্থা নিজেই ঠিক করে নেওয়া যায়।
৫.	মৌলিক গবেষণাকারীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও চলে।	এতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেই কাজটি করতে হয়।
৬.	যথাযথ নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিতে এই গবেষণা কাজটি সফল হতে পারে।	নমুনা সংগ্রহ শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
৭.	কতকগুলি নীতিতে পৌঁছাতে সাহায্য করে।	শিক্ষামূলক সমস্যার বাস্তব সমাধানের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের কাজের উন্নতি সাধনে এবং শিক্ষক ও প্রশাসকের কাজের বিকাশে সহায়তা করে।
৮.	এখানে সামান্যীকরণের বিশেষ প্রয়োজন হয়।	এখানে সামান্যীকরণের কোনও প্রয়োজন হয় না। স্থানীয় পরিস্থিতির জন্য এই গবেষণা কেবল প্রয়োজন হয়।
৯.	সত্য যাচাই-এর মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে।	বিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

৯.৪.৫ অ্যাকশন রিসার্কের ধাপসমূহ (Steps of Action Research) :

অ্যাকশন রিসার্চের ধাপগুলি নিম্নরূপ—

(১) সমস্যার নির্বাচন।
এই ধাপে সমস্যাটি নির্বাচন করা হয় ও সংজ্ঞায়িত করা হয়। সাফল্যের পথে এগোনোর জন্য সমস্যাটির সীমা নির্ধারণ করা হয়।

(২) সবরকমভাবে সমস্যাটির বিশ্লেষণ।

(৩) বিশ্লেষণ পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান গঠন। (Formulation of hypothesis)।

(৪) যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

(৫) পরিসংখ্যানের সাহায্যে তথ্যের বিশ্লেষণ ও সামান্য সূত্রে পৌঁছানো।

৯.৪.৬ অ্যাকশান রিসার্চের কাজ ও সুবিধাসমূহ (Functions and Advantages of Action Research) :

(ক) এটি শিক্ষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবণতার বিকাশ ঘটায়।

(খ) অ্যাকশন রিসার্চ শিক্ষকের কাজকে উজ্জীবিত ও মর্যাদাপূর্ণ করতে সাহায্য করে।

(গ) এই গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষক এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে যাতে শিক্ষাদান আগ্রহোদ্দীপক হয় এবং শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়।

(ঘ) এই প্রক্রিয়াটি ব্যক্তি শিক্ষকের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও নিজ সামর্থ্য সম্বন্ধে নতুন করে আস্থা জাগাতে সাহায্য করে।

(ঙ) এর মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ, পর্যবেক্ষক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপকগণ সুবিধা পান।

(চ) বিশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সমাধান করে।

(ছ) শিক্ষার্থীর উন্নয়নের জন্য এই গবেষণা বিদ্যালয়কে সঠিক কর্মসূচি গ্রহণে সাহায্য করে।

(জ) এর সাহায্যে পাঠক্রমের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

৯.৪.৭ অ্যাকশন রিসার্চের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Action Research) :

(১) অ্যাকশন রিসার্চ তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের গবেষণা।

(২) এক বিদ্যালয়ের অ্যাকশন রিসার্চলব্ধ ফলাফল অন্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

(৩) শ্রেণিতে পাঠদানের সময় শ্রেণিশিক্ষকের এই গবেষণা করার পর্যাপ্ত সময় থাকে না।

(৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অ্যাকশন রিসার্চ সংগঠনের জন্য শিক্ষকদের সুবিধা দিতে অনেক ক্ষেত্রেই আগ্রহী হন না।

৯.৫ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

১। পাঠপরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। কোন্ কোন্ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে পাঠপরিকল্পনা গঠন করা যায়? আদর্শ পাঠপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৩। হার্বার্টের পঞ্চসোপান নীতি কী? প্রয়োজনে কীভাবে এই নীতির পরিবর্তন করা যায়? হার্বার্ট প্রদত্ত আদর্শ অনুসারে একটি পাঠটীকার নমুনা দিন।

৪। ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচটি ব্যাখ্যা করুন।

৫। অণুশিক্ষণ কী? অণুশিক্ষণের বিভিন্ন ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

৬। অণুশিক্ষণের সংজ্ঞা দিন। অণুশিক্ষণের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

৭। অনুশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত করা যায় এমন কতকগুলি টিচিং স্কিলের উল্লেখ করুন। এসব দক্ষতাসমূহের মধ্যে তিনটি দক্ষতার বিকাশ কীভাবে অণুশিক্ষণের মাধ্যমে ঘটানো যায় উল্লেখ করুন।

৮। সিমুলেটেড টিচিং-এর ধারণা দিন। এই টিচিং-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

৯। অ্যাকশন রিসার্চ-এর অর্থ কী? মৌলিক গবেষণার সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

১০। অ্যাকশন রিসার্চের ধাপগুলি কী কী? এই কাজের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।

১১। টীকা লিখুন :

(ক) বিভিন্ন ধরনের পাঠপরিকল্পনা।

(খ) হার্বার্টের পঞ্চসোপান নীতি।

(গ) পাঠপরিকল্পনায় ব্লুমের মূল্যায়ন রীতি।

(ঘ) অণুশিক্ষণের ধারণা।

(ঙ) অণুশিক্ষণ কৌশলের গঠনমূলক উপাদান।

(চ) প্রচলিত শিক্ষণ বনাম অণুশিক্ষণ।

(ছ) অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়া ও সিমুলেটেড টিচিং-এ সাবধানতা।

(জ) সিমুলেটেড টিচিং।

(ঝ) সিমুলেটেড টিচিং-এর ধাপসমূহ।

(ঞ) শিক্ষাগবেষণা ও অ্যাকশন রিসার্চ।

একক ১০ ❑ ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় (PROBLEMS OF TEACHER EDUCATION IN INDIA AND ITS REMEDIAL MEASURES) :

গঠন

১০.১ ভূমিকা

১০.২ শিক্ষক শিক্ষণ—বর্তমান অবস্থা

১০.৩ শিক্ষক শিক্ষণে সমস্যাগুলি

১০.৪ সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

১০.৫ অনুশীলনী

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

কোঠারি কমিশন যথার্থই মন্তব্য করেছে "The destiny of India is being shaped in its class rooms." সন্দেহ নেই যে জাতির বিকাশে শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে শিক্ষার মান নির্ধারিত হয় শিক্ষকদের গুণগত মানের দ্বারা। জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ উক্তি করেছে যে কোনো দেশের মানুষ তার শিক্ষকদের মর্যাদা অপেক্ষা বেশি মর্যাদা পায় না। অতএব একটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ উৎসর্গীকৃত শিক্ষক যা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র সুসংগঠিত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নয়নে দেশে বহু আগে থেকেই চেষ্টা চলেছে এবং এখনও চলছে। তথাপি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানোন্নয়ন আমাদের নজরে পড়ত না। এই পরিস্থিতি আমাদের বর্তমান শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে বিশদ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে যাতে আমরা এর সমস্যাগুলিকে যথার্থ অনুধাবন করতে পারি এবং তদনুযায়ী সমস্যা সমাধানকল্পে প্রতিকারের উপায়গুলি নির্ধারণ করতে পারি।

১০.২ ❑ শিক্ষক শিক্ষণ—বর্তমান অবস্থা (Teacher Education Present Status) :

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারলেই আমরা এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলিও অনুধাবন করতে পারবো।

স্বাধীনতার পর গত উনষাট বছরে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হয়েছে। বিদ্যালয় বেড়েছে, ছাত্র বেড়েছে। তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক এত দ্রুত প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়গুলিতে নিম্নমানের এবং শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষক কাজে যোগ দেন। তা ছাড়া বিদ্যালয়গুলিতে এবং শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ ও পরিকাঠামোগত অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইসব অভাবের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের মানের অবনমন ঘটতে থাকে।

● প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ :

প্রাথমিক স্তরের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষক শিক্ষণের অবস্থা বিভিন্ন রকম। কোনো রাজ্যে স্থিতিকাল এক বৎসর, আবার কোনো রাজ্যে দুই বৎসরের। এইসব প্রতিষ্ঠানে কোনো রাজ্যে ভর্তির যোগ্যতা দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ, আবার কোথাও দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ। এক্ষেত্রে ভারতের সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিক্ষণের স্থিতিকাল এবং ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে এক রাজ্য থেকে পাশ করা শিক্ষক অন্যরাজ্যেও চাকরির সুযোগ পেতে পারে।

● মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ :

মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে। সফল পরীক্ষার্থীদের বি এড ডিগ্রি দেওয়া হয়। কোনো কোনো রাজ্যে রাজ্যসরকারের শিক্ষাবিভাগ এই কোর্স পরিচালনা করে এবং পরীক্ষা শেষে ডিপ্লোমা প্রদান করে। এই কোর্স সাধারণত একবছরের। অনেকের মতে পাঠক্রমের ভার অনুযায়ী এই কোর্স দুই বৎসরের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একমাত্র রিজিওনাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশনগুলিতে চার বছরের সমন্বিত (Integrated) BA, BSC/BEd কোর্স চালু করা হয়। তবে এখানেও প্রফেশনাল কোর্সের জন্য সময় একবছরের বেশি পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে ২০১৫ সাল থেকে দুবছরের B.Ed. Course চালু হয়েছে। এবং সেখানেও নানা সমস্যা রয়েছে।

● শিক্ষক শিক্ষণে মান সংরক্ষণে প্রচেষ্টার অভাব :

শিক্ষক শিক্ষণে মান সংরক্ষণে প্রচেষ্টার অভাব আছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতিদান, পাঠ্যসূচি তৈরি করা এবং পরীক্ষা পরিচালনা করা সব কিছুরই দায়িত্ব নিয়ে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি কতকগুলি শর্ত পূরণের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে। বাস্তবে দেখা যায় অনেক মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত মানসম্পন্ন এবং উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী নেই। অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোরও অভাব আছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কেউই মাথা ঘামায় না।

অনেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক থাকলেও প্রতি বিষয়ে একজন করে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নেই। অনেক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে বীক্ষণাগার (laboratory) নেই। খুব কম শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এডুকেশনাল টেকনোলজি পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষক আছে। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত সমস্ত শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস নির্দেশিত সমস্ত মেথড পেপার পড়ানোর ব্যবস্থা নেই।

● পাঠক্রম :

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম সর্বত্র এমন নয় যা শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে বা পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। পুরাতন শিক্ষাদান পদ্ধতিই শেখানো হয়। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পেশাগত দিক থেকে যার গুরুত্ব সর্বাধিক সেই 'প্র্যাকটিস টিচিং'-এর সময়সীমা অত্যন্ত অল্প। এর কারণ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ ও বন্ধনের অভাব। এ ব্যাপারে সরকার তাঁর ভূমিকা প্রয়োগ করেন না।

● পরীক্ষাগ্রহণ ও মূল্যায়ণ :

শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগ্রহণ ও মূল্যায়নের ধরন গতানুগতিক। যার ফলে পরিকাঠামো ঠিক থাকলেও পড়ুয়া শিক্ষকগণ কেউই পরীক্ষা সম্পর্কে য-বান না হলেও চলে। সাধারণ কলেজীয় পাঠক্রমের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা নিয়েই তাঁরা সহজে কৃতকার্য হয়ে যান। পেশাগত দক্ষতা কতটা তার মূল্যায়ন করা যায় না।

● করেসপন্ডেন্স কোর্স :

শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষক পদ পূরণের চাহিদা মেটাতে 'করেসপন্ডেন্স কোর্স' চালু হয়েছে। তবে 'Back Log' পরিষ্কার হয়ে গেলেই এই কোর্স Pre-service Teacher Education হিসাবে বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এতে পড়ানোর সময় কম। টিচার এডুকেটরগণ স্থায়ী নন। 'প্র্যাকটিস টিচিং' হয় না বললেই চলে। ইন-সার্ভিস এডুকেশন ব্যতিরেকে করেসপন্ডেন্স কোর্সকে মেনে নেওয়া যায় না।

NCTE-র প্রতিষ্ঠা

উপরিউক্ত অসুবিধা অনুধাবন করে পার্লামেন্টের এক আইনবলে (NCTE Act, 1993) কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার নিয়মকানুন প্রবর্তন ও মানরক্ষার উদ্দেশ্য, এককথায় শিক্ষক শিক্ষণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন NCTE (National Council for Teacher Education) প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই আইনবলে NCTE দেখবে প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক প্রভৃতি সর্বস্তরে শিক্ষকতার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য সঠিক শিক্ষাগত কর্মসূচি, গবেষণা এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ দিচ্ছে কিনা। আশা করা হয়েছে NCTE সব ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার নিয়মকানুন প্রবর্তন করবে, মান বজায় রাখবে এবং দেশের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার যথার্থ বিকাশ ঘটাবে।

১০.৩ ❑ শিক্ষক শিক্ষণে সমস্যাগুলি (Problems of Teacher Education) :

(১) উপযুক্ত ছাত্র বাছাইয়ে সমস্যা।
(২) সময়ের অপ্রতুলতা।
(৩) বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপযুক্ত সংযোগের অভাব।
(৪) প্র্যাকটিস টিচিং-এর সমস্যা।
(৫) উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাব।
(৬) অনুপযুক্ত পাঠক্রম।
(৭) অনুপযুক্ত পদ্ধতি ও শিক্ষাদান কৌশল।
(৮) অপ্রতুল মূল্যায়ন কৌশল।
(৯) সুযোগ সুবিধা/পরিকাঠামোর অভাব।
(১০) শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং যথেষ্ট নয়/বাস্তবতার সমস্যা।
(১১) আর্থিক সমস্যা।
(১২) করেসপন্ডেন্স কোর্সে সমস্যা।

(১৩) 'Follow up' কর্মসূচির অভাব।

(১৪) শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গবেষণার সমস্যা।

(১৫) সারাভারতে সর্বত্র একই ধরনের উন্নত মানের শিক্ষক শিক্ষণ প্রদান ক্ষেত্রে বিভিন্নতা।

১০.৪ ❑ সমাধানের সম্ভাব্য উপায় (Remedial measures) :

(১) ভর্তির সময় ছাত্র বাছাই নীতির ত্রুটির ফলে শিক্ষকদের গুণমানজনিত সমস্যা দেখা দেয়। উপযুক্ত ছাত্র বাছাই নীতি কেবলমাত্র শিক্ষণেরই উন্নতি ঘটায় না এটি ব্যক্তি ও সমাজের অযথা অপচয়কে রোধ করে। তাই ছাত্রভর্তির ব্যবস্থাকে সর্বদিক থেকে ত্রুটিমুক্ত (full proof) এবং সুসংগঠিত করতে হবে। বিষয়জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট দিয়ে প্রাথমিক বাছাই পর্ব হতে পারে। ইনটারভিউ হবে সুসংগঠিত (structured)। সাধারণ জ্ঞানের মান, ভাষাগত দক্ষতার মান যাচাই করা যেতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষা, প্রবণতা, আগ্রহ, মনোভাব যাচাইয়ের অভীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব করার অর্থই হচ্ছে যে পেশা পরবর্তীতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে চলেছে তার প্রতি প্রবণতা ও আগ্রহ ও স্বাভাবিক দক্ষতা যাচাই করে নেওয়া।

(২) ভারতবর্ষে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণের কোর্স পরিচালনায় সময়ের অভাব একটি বড় সমস্যা। সাধারণত স্নাতক হবার পর মাত্র এক বছরের বি এড কোর্সের মাধ্যমে পরবর্তী শিক্ষকতা জীবনের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হতে পারে। কার্যকরী সময় পাওয়া যায় আট থেকে নয় মাস মাত্র। এতে শিক্ষক শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। শিক্ষকতা পেশার প্রতি উপযুক্ত মনোভাব, বিস্তারিত আগ্রহ এবং মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। সেজন্য সময়ের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(৩) বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সহেগ প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি যোগ নেই বা সংযোগের ব্যবস্থা নেই। সেজন্য বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষাজনিত সমস্যা, উপযুক্ত কনটেন্ট গঠনে সমস্যা, উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। এজন্য উভয়ের মধ্যে সংযোগ কী করে বাড়ে সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় একটি অনুমোদিত বিদ্যালয়কে ডেমনস্ট্রেশন স্কুল হিসাবে সংযোজিত করা বা গড়ে তোলা দরকার।

(৪) অধিকাংশ শিক্ষণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় নম্বর এবং সময়ের নিরিখে ব্যাবহারিক বিষয় এবং প্র্যাকটিস টিচিং-এর চেয়ে তত্ত্ব বিষয়ে (theory papers)-র ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে বি এড সূচিতে প্র্যাকটিস টিচিং-এর গুরুত্ব অসীম। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রেনি টিচারদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মনোযোগ, কল্পনাশক্তি, সময়ের জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। একজন ট্রেনি শিখতে পারে স্বাধীনভাবে কী করে পাঠটীকা তৈরি করা যায় এবং কীভাবে ছাত্রদের কাজের মূল্যায়ন করা যায়। এজন্যই প্রাকটিস টিচিং পরিচালনার জন্য বাছাই করা বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সমঝোতা রক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের কার্যকরী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণ থাকা

বাঞ্ছনীয়। বি এডের পাঠক্রম এবং ব্যাবহারিক বিষয় তথা প্র্যাকটিস টিচিং এমনভাবে পরিবর্তিত ও সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষণ প্র্যাকটিসের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য থাকে।

(৫) বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি তার অঞ্চলে নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলিতে প্র্যাকটিস টিচিং-এর ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের টিচার এডুকেটরগণ সেইসব বিদ্যালয়ে নিজেদের ট্রেনিদের সুপারভাইজ করতে যান। ট্রেনি টিচারদের এই ব্যবস্থায় সাধারণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক পর্যবেক্ষকেরই নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। এঁরা বর্ণনাত্মক শিক্ষাবিজ্ঞানমূলক সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন। মন্তব্য ট্রেনির সাধারণ ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়ের গভীরে গিয়ে গঠনমূলক পর্যবেক্ষণ থাকে না। একই শিক্ষক সমস্ত ট্রেনির শিক্ষণ পর্যালোচনা করতে পারেন না, তাই তুলনামূলক আলোচনাও করতে পারেন না। তবে পাঠটীকা গঠন, প্রশ্ন করার ধরন, ব্যাখ্যাদান, ফিরে দেখা (follow up) ইত্যাদি ঠিক হল কিনা তা দেখতেই পারেন। ভালো হয় যদি পর্যবেক্ষণের কাজটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যৌথ দায়িত্বে পরিচালিত হয় এবং মেথড পেপারে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যদি নির্দিষ্ট মেথডের সব ট্রেনিদের সুপারভাইজ করতে পারেন। প্র্যাকটিস টিচিং বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের টিচার এডুকেটরগণ শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

(৬) চিরাচরিত ও গতানুগতিক পাঠক্রমের বদলে বাস্তব জীবনে কাজে লাগার উপযুক্ত ব্যাবহারিক পাঠক্রমের সংগঠন জরুরি। এজন্য তত্ত্ব ও ব্যাবহারিক উভয় বিষয়ের সূচিই পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। পাঠক্রমের গঠন শিক্ষক শিক্ষণের উপযুক্ত লক্ষ্যাভিমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তত্ত্ব (theory) ও ব্যাবহারিক (practice) বিষয়ের অনুপাত যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকগণের বাস্তব কাজের ধারা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং জীবনানুগ লক্ষ্যাভিমুখী পাঠক্রম তৈরি হওয়া দরকার।

(৭) আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিচার এডুকেটরগণের পড়ানোর পদ্ধতির মধ্যে উদ্ভাবন (Innovation) এবং পরীক্ষানিরীক্ষা (experimentation)-র চিহ্নমাত্র নেই। অধিকাংশ শিক্ষকই গতানুগতিক নির্দেশনা পদ্ধতি, বক্তৃতা ও নোট দেওয়া (dictation of notes)-র পক্ষপাতী। তাঁদের অধিকাংশেরই আধুনিক শ্রেণিশিক্ষা সংযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই। বক্তৃতা নীরস, একঘেয়ে এবং উৎসাহোদ্দীপক নয় এমন। ট্রেনি টিচারগণ তাই মেথডের কথা বলেন কিন্তু বাস্তবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে ভয় পান বা দ্বিধা করেন। টিচার এডুকেটরদের শ্রেণিশিক্ষণ নির্দেশনা কৌশলের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সেমিনার, বক্তৃতার সঙ্গে আলোচনা, দলবদ্ধ শিক্ষণ, প্যানেল ডিসকাসন, এবং বিভিন্ন প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি উদ্ভাবন করা উচিত যা শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করতে পারে।

(৮) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গতানুগতিকতা দোষে দুষ্ট। বেশিটাই রচনাধর্মী পরীক্ষা। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার স্থান তুলনায় অল্প। বছরের শেষে সাধারণত একটিমাত্র অন্তিম পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। প্র্যাকটিস টিচিং পর্বে মূল্যায়নের সময় অত্যন্ত স্বল্প। সিমুলেটেড টিচিং বা মাইক্রোটিচিং-এর মাধ্যমে শিক্ষাগত বিভিন্ন দক্ষতা পরিমাপ করার ব্যবস্থা প্রায়শই থাকে না। এতে বিধিবদ্ধ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মেথড টিচিং-এ সঠিকভাবে কনটেন্ট অ্যানালিসিস এবং এককে ভাগ করে পড়া পারে কিনা তা যাচাই করা হয় না।

শিক্ষকতার কাজ সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য যে যে গুণ বা দক্ষতার প্রয়োজন, টিচার এডুকেশন

কর্মসূচির সেগুলির বিকাশ ও উন্নয়নের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। অতএব শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর কার্য সম্পাদন (Performance) বিচার করার জন্য উপযুক্ত টুলস এবং কৌশলাদি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষা (Attitude scale), প্রবণতা অভীক্ষা (Aptitude scale), আগ্রহ অভীক্ষা (Interest Inventory) ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা নিজেকে জানার জন্য আত্মপরিমাপন অভীক্ষা (Self rating scale) ব্যবহার করতে পারে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। বছরের শেষে একটি বা দুটি পরীক্ষা নেবার বদলে সারাবছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। মূল্যায়ন হবে লক্ষ্য অর্জনের সাপেক্ষে। সর্বশেষে মূল্যায়নের কৌশল (device) হতে হবে বৈধ, নির্ভরযোগ্য, উদ্দেশ্যসাধক এবং যতটা সম্ভব ব্যাপক। তাদের অবশ্যই হতে হবে সুবিধাজনক।

(৯) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব আড়ে। যোগ্য টিচারের অভাব, সমস্ত পদ পূরণ না হওয়া, উপযুক্ত বীক্ষণগার, উপকরণ, সুযোগসুবিধার অভাব আছে। এর জন্য সঠিকভাবে পেশাগত মনোভাব গড়ে ওঠে না। সেজন্য পরিকাঠামোর অভাব দূর করতে হবে। পেশাগত মনোভঙ্গি বিকাশে সব রকমের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন, লাইব্রেরি সংগঠন ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমমূলক কাজের মাধ্যমে লক্ষ্যপথে এগোতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) অল্প সময়পরিধিতে শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের সামনে যে শিক্ষণ কর্মসূচি উপস্থিত করা হয় বাস্তবজীবনে কার্যকর করতে তা যথেষ্ট নয়। শিক্ষণ শিক্ষার্থীর জানা দরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী করে সে বিদ্যালয়ে পাঠদান শেষ করবে এবং কীভাবে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় ছাত্রদের কীভাবে শেখাবে। শিক্ষাদান সম্পর্কিত কতকগুলি নির্দিষ্ট দক্ষতা (skill) তাকে আয়ত্ত করতে শিখতেই হবে।

(১১) বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাটি অবহেলার পর্যায়ে হচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্যোগে, ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত যেখানে সরকারি সাহায্যে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি চলে, সেখানেও সরকারি অর্থ অপ্রতুল। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নমানের হয়। সেজন্য সরকার থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য পাওয়া উচিত। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় (expcrimental school) গড়ে তোলার জন্য এবং প্র্যাকটিস টিচিং ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সরকার থেকে বিশেষ অর্থসাহায্য করা প্রয়োজন।

(১২) করেসপন্ডেন্স কোর্স এবং প্রথাবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স একই নিয়মে চলে না। করেসপন্ডেন্স কোর্সে ব্যাবহারিক শিক্ষণ, প্র্যাকটিস টিচিং-এর জন্য সময় দেওয়াই যায় না। দুই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণ সমমানের হয় না। সেজন্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এই কোর্স চালু রাখা যায়। প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রে এটির সঠিক প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(১৩) ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের যুগোপযোগী এবং গতিশীল জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ স্থাপন এবং তার মাধ্যমে রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক।

(১৪) টিচার এডুকেশনের উন্নতিকল্পে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গবেষণার যে অপ্রতুলতা আছে তা

কাটিয়ে উঠতে হবে। যোগ্য রিসার্চ স্কলার খুঁজতে হবে। গবেষণার মানে উন্নতি ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য গবেষণার প্রাণকেন্দ্র (nucleus) স্থাপন করতে হবে এবং তার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে গবেষণা চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে যত গবেষণা হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চালু করা যেতে পারে।

১০.৫ ❑ অনুশীলনী (Exercise) :

(১) ভারতে শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

(২) শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন। এগুলি সমাধানের উপায় কী ?

১০.৬ ❑ গ্রন্থপঞ্জি (Reference Books) :

1. K.K, Vasisth–Teacher Edcation in India.
2. S.N. Mukherjee (Ed)–Education of Teacher in India.
3. K.K. Srimali–Better Teacher Education.
4. N.C.E.R.T.–National Curriculum for Teacher Education, A Framework, 1988.
5. V.K. Kohli–Teacher Education in India, 1992.
6. B.N. Panda and A.D. Tiwari–Teacher Education, APH Publishing Ltd, 8 Ansari Rd, Dariyaganj, New Delhi–110002.
7. Shashi Prova Sharma–Teacher Education, Principles, Theories and Practices, Kanishka Publishers, 21 A Ansari Road, Dariyaganj, New Delhi–110002.
8. L.C. Sing (Ed) – Teacher Education in India–A Resource Book, NCERT, 1990.
9. P.R. Nayer, P.N. Dave, Kamala Arora (Ed)–The Teacher Education in Emerging Indian Society, NCERT, 1983.
10. J.S. Walia – Modern Indian Education and its Problems, – Paul Publishers, N.N. Gopal Nagar, Jalandhar city, 1985.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : ₹ 150.00
(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006